উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮২,৩২৭.০৫ (-১৭৩.৭৭)

নিফটি : ২৫,২২৭.৩৫ (-৫৮.০০)

ট্রাম্পের প্রশংসায় নেতানিয়াহু

গাজা যুদ্ধে ইতি টানার জন্য সোমবার ট্রাম্পকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তেল আভিভ বিমানবন্দরে ট্রাম্পকে স্বাগত জানান তিনি। » ৭

তৃণমূল-যোগ দেখছেন শুভেন্দু

দুর্গাপুরের ঘটনায় তৃণমূল কর্মীদের যুক্ত থাকার অভিযোগ তুললেন শুভেন্দু অধিকারী। নিযাতিতাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করার আশ্বাসও দিয়েছেন। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	১৯°	৩৩°	২১°	৩২°	২১°	৩০°	১৮°

রাজীব কুমার মামলায় প্রশ্নের মুখে সিবিআই » ৭

২৭ আশ্বিন ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 14 October 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 144

অপেক্ষা বনাম চকোলেট বিলি

মমতার নিশানায় ভুটানও

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৩ অক্টোবর : সাতদিনের মাথায় ফের নাগরাকাটায় এলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ৬ অক্টোবর কালীখোলা সেতুর কাছে বামনডাঙ্গায় মৃতদের পরিবারকে চেক বিলি করে যান তিনি। সোমবার এসে তিনি প্লাবনে মৃত বামনডাঙ্গার নয়জন ও মাথাভাঙ্গায় মৃত দুজনের পরিবারের একজন করে সদস্যকে হোমগার্ড হিসাবে চাকরির নিয়োগপত্র দিয়ে যান।

এদিন বামনডাঙ্গার মডেল ভিলেজে মুখ্যমন্ত্রী গেলেও ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ির বিধ্বস্ত এলাকায় তাঁর পা পড়েনি। পরিবর্তে চালসায় দাঁড়িয়ে রাস্তার পাশে ধূপগুড়ির বিধায়কের হাতে দুই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জন্য ত্রাণসামগ্রী ও তা বিলির দায়িত্ব তুলে দিয়ে যান। এমন ঘটনায় হতবাক প্রশাসন থেকে শুরু করে দুর্গতরা।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন প্রথমে আসেন বামনডাঙ্গার মডেল ভিলেজে। সেদিনের ঘটনার প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ভুটানের জলের কারণেই এই বিপর্যয়। মমতা বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন গঠনের দাবি জানিয়ে আসছি। অবশেষে আমাদের চাপে আগামী ১৬ তারিখ বৈঠক ডেকেছে বলে যতদূর জানি। রাজ্যের একজন আধিকারিককে সেখানে পাঠানো হবে।' এই ধরনের বিপর্যয় হলে ক্ষতিপূরণের যাবতীয় দায়িত্ব যে রাজ্য সরকারই সামলায় সেটাও এদিন তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'সবটাই আমাদের করতে হয়। না দিল্লি একটা টাকা দেয়, না অন্য কেউ।' ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীর জলে ডলোমাইটের সমস্যার কথাও তিনি তুলে ধরেন। জেলা শাসককে এব্যাপারে মুখ্যসচিবের সঙ্গে কথা বলার নির্দেশ দেন। তাঁর পরামর্শ, 'ডলোমাইট তুলে নিয়ে তারপর সেটাকে কাজে লাগানো হোক। এখনই তা তুলতে শুরু করতে হবে।' তবে, ১৬ তারিখের বৈঠক কারা ডেকেছে, ডলোমাইট কীভাবে তোলা হবে ও তা কোন কাজে ব্যবহার করা হবে, তার কোনও ব্যাখ্যা মুখ্যমন্ত্রী দেননি।

বামনডাঙ্গা-টন্ডু চা বাগানে ঢোকার রাস্তা একটাই। গাঠিয়া নদীর ওপর টানাটানি সেতুর ধসে যাওয়া অ্যাপ্রোচ রোড পুনর্গঠনের কাজ এখনও শেষ হয়নি।

তবে হেঁটে সেতু পারাপারের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। এজন্য লোহার একটি ছোট সিঁড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ওই সিঁড়ি দিয়েই হেঁটে অ্যাপ্রোচ রোড পেরিয়ে বাগানে ঢোকেন। প্রথমে টন্ডু ডিভিশন পড়লেও তিনি চলে যান মডেল ভিলেজে। সেখানে দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে রাতারাতি তৈরি করা অস্থায়ী তাঁবুতে এনে রাখা গৃহহীন বা প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্তদের 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের মাধ্যমে ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। মডেল ভিলেজ থেকে মমতা চলে আসেন ৬ কিলোমিটার দূরে টন্ডুতে। সেখানেও অস্থায়ী ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়াদের কাছ থেকে অভাব অভিযোগের কথা শুনতে চান তিনি। খেরকাটার এক মহিলা গ্রামে হাইস্কুল না থাকার সমস্যা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রাথমিকের পড়া শেষ করে জঙ্গলের পথ ধরে এলাকার ছাত্রছাত্রীদের দূরে যেতে হয়। ওই রাস্তায় চিতাবাঘ, হাতির মতো বুনোদের নিত্য আনাগোনা। ফলে পড়ুয়াদের যাতায়াতে বড় ঝুঁকি থাকে। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী ওই গ্রামে একটি হাইস্কুল করে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। সঙ্গী মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে বর্তমানে সেখানে যে প্রাথমিক স্কুলটি রয়েছে সেটির নাম লিখে রাখার নির্দেশ দেন।

এরপর দশের পাতায়

টানাটানি সেতু পেরিয়ে বামনডাঙ্গায় যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (উপরে)। ময়নাগুড়িতে ত্রাণশিবিরে মুখ্যমন্ত্রীর অপেক্ষায় দুর্গতরা।

মুখ্যমন্ত্রীর কথা

- ভুটানের জলেই এতবড় বিপর্যয়
- ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছি বারবার
- আগামী ১৬ তারিখ আমাদের চাপেই বৈঠক ডাকা হয়েছে
- ভুটান থেকে আসা ডলোমাইট তুলে সেটা কাজে লাগাতে হবে
- জেলা শাসক এ ব্যাপারে মুখ্যসচিবের সঙ্গে কথা বলে নেবেন

ত্রাণশিবিরে ক্ষোভ

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৩ অক্টোবর : জলঢাকা প্লাবনে সর্বস্বান্তরা যখন ময়নাগুড়ি ব্লক অফিসে আর জলঢাকায় তৈরি হওয়া মঞ্চের পাশে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য অপেক্ষায় তখন তিনি মালবাজারের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে শিশুদের চকোলেট আর কেক বিলি করছিলেন। জেলায় প্লাবন-পরবর্তী পরিস্থিতি দেখতে আসা মুখ্যমন্ত্রী একবারের জন্যও এলাকায় না আসায় এখন ক্ষোভে ফুঁসছেন ময়নাগুড়ি-ধূপগুড়ির মানুষ।

সোমবার নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা-টন্ডুর বাসিন্দারা মুখ্যমন্ত্রীর দেখা পেলেও প্লাবনের পর ১০ দিন কেটে গেলেও ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ি ব্লকের বাসিন্দাদের সেই সৌভাগ্য হয়নি। রামশাই, আমগুড়ি, চূড়াভাণ্ডার থেকে ধূপগুড়ির গধেয়ারকুটি গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত এলাকার মানুষ আশায় ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী এদিন তাঁদের এলাকাও ঘুরে দেখবেন। আমগুড়ি বেতগাড়া এলাকার গৃহবধূ দীপ্তি রায় বলেন, 'দু'বছরের সন্তানকে নিয়ে ত্রিপলের নীচে আছি কয়েকদিন ধরে। তিন বিঘা জমির ধান-সবজি সব জলে গিয়েছে, ঘরটাও নেই। ভেবেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী এলেই নিজের দুঃখের কথা বলব।'

ধূপগুড়ির গধেয়ারকুটি এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী আসবেন এই খবর ছড়াতেই প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছিল। তৈরি হয়েছিল মঞ্চ, দুর্গতদের নিয়ে আসা হয়েছিল প্রশাসনের তরফে জলঢাকা সংলগ্ন জায়গায়। এমনকি ময়নাগুড়ির রামশাই ও আমগুড়ি থেকেও বহু মানুষকে আনা হয়েছিল ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসের সামনে। অনেকে আবার নিজের থেকেই হাজির হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর দেখা পাওয়ার আশায়। কিন্তু নাগরাকাটা পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী কার্সিয়াং রওনা দিয়েছেন, এই খবর ছড়াতেই ধূপগুড়ির ঢুল্লাপাড়া এলাকার দীপালি দাসের আক্ষেপ, 'মুখ্যমন্ত্রী এলে সমস্যার কথা মুখে মুখে জানাতে পারতাম। এখন কাকে বলব?' একই হতাশার সুর শোনা গেল হোগলাপাতা এলাকার গৌরী সরকারের গলাতেও, 'স্থানীয় আধিকারিকদের ব্যস্ততার জন্য আমাদের সমস্যাগুলো তাঁর কাছে পৌঁছায় না।' তবে বিকেলে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস প্রাঙ্গণ থেকে দুর্গতদের হাতে জামাকাপড় ও খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন।

ধূপগুড়ির জলঢাকা আর ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে যখন এমন চিত্র তখন কার্যত উৎসবের আবহ মাল শহরে। বামনডাঙ্গা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় বের হতেই তোড়জোড় শুরু হয় মালবাজারে। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় শহরে প্রবেশ করতেই ক্যালটেক্স মোড়ে দলীয় পতাকা নেড়ে স্বাগত জানান মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি,

এরপর দশের পাতায়

মালবাজারে আমজনতার মাঝে মুখ্যমন্ত্রী। বিলি করছেন চকোলেট।

কথায় কথায়

দু'পারেই অনুপ্রবেশে অভিযুক্ত সোনালিরা

আশিস ঘোষ

মাথাগুনতিতেও বাদ। বাদই তো থাকার কথা। ও যে জন্মায়নি। জন্মের আগেই চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে তাকে। মায়ের পেটে থাকতেই তাকে পেরোতে হয়েছে অসম্মানের পথ। এদেশ থেকে ওদেশে। মাঝের কাঁটাতার পেরিয়ে। বলা ভালো, এদেশের জেল থেকে ওদেশের জেলে। সঙ্গী এক ভয়ংকর অনিশ্চয়তা। জন্মানোর পর ও কোন দেশের হবে, তা নিয়ে তার অবশ্য কোনও মাথাব্যথা নেই। থাকবে কেন, ও তো আসেইনি এখনও।

ওর মা সোনালি বিবি। বয়স ২৬। বাবা দানেশ শেখ। সাকিন বীরভূমের পাইকর গ্রামের দর্জিপাড়া। তাঁরা ছিলেন দিল্লির রোহিণীর ২৬ নম্বর সেক্টরে। কোনওমতে মাথা গুঁজে থাকার মতো ঝুপড়িতে। কাগজ কুড়ানোর কাজ করে, রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করে, লোকের বাড়িতে কাজ করে কোনও গতিকে দিন গুজরান করতেন। টাকা পাঠাতেন বাড়িতে।

সোনালির পরিবারে আট বছরের ছেলে সাবির। গ্রামে সোনালির একটা মেয়ে রয়েছে। গ্রামতুতো পড়শি সুইটি বিবি ও তাঁর দুই নাবালক সন্তান কুরবান আর ইমানের সঙ্গে আটক হয়েছিলেন দিল্লি পুলিশের হাতে। রোহিণী পুলিশের কেএন কাটজু থানায়। পুলিশের এক কথা, ওরা বাংলাদেশি। হাজারবার সব কাগজপত্র দেখিয়েও কোনও কাজ হয়নি। সোজা পুরে দেওয়া হয়েছে জেলে। ওঁরা যে বাংলায় কথা বলেন। অতএব নিশ্চিত ওঁরা বাংলাদেশি। কোনও ওজর-আপত্তি শোনা হবে না। চার পুরুষের এদেশি হলেও না।

এটা গত জুন মাসের ১৭ তারিখের ঘটনা। এখবর গ্রামে পৌঁছাতে দিল্লি ছুটে গিয়েছিলেন পরিবারের লোকজন। তাঁদের হাতে ছিল ১৯৫৫ সালের দলিল। এদিক থেকে ওদিক ছোটাছুটি করে থানা, অফিস গিয়েও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না সোনালিদের। অনেক হয়রানির পর জানা গিয়েছিল, সোনালিদের বেমালুম অসম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে জুনের ২৬ তারিখে।

সেখানে আরও এক দুর্গতি শুরু। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষীরা তাঁদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলে ধরে চালান করে দেয় চাঁপাই নবাবগঞ্জের পুলিশের হাতে। এরপর সুইটিদের ঠাঁই হয় সেখানকার জেলে।

এরপর দশের পাতায়

দেশে এক লক্ষের বেশি স্কুলে মাত্র এক শিক্ষক

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : স্কুলছুট সমস্যা নিয়ে চর্চা অনেক। তুলনায় শিক্ষকের অভাবের প্রতি নজর কম। অথচ শিক্ষক ঘাটতির চিত্রটা গোটা দেশেই ভয়াবহ। লক্ষাধিক স্কুল মাত্র একজন শিক্ষক নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক সম্প্রতি শুধু প্রাথমিক স্কুলের এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। যা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অত্যন্ত উদ্বেগজনক ছবি।

শিক্ষার অধিকার আইনে প্রাথমিক স্তরে ৩০ জন পিছু একজন শিক্ষকের অনুপাতের কথা বলা আছে। সেই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে ২০২৪-'২৫ শিক্ষাবর্ষের ওই তথ্যটি। ওই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের ১,০৪,১২৫টি স্কুলে মাত্র একজন করে শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। এই স্কুলগুলিতে পড়াশোনা করে ৩৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৬৯ পড়ুয়া। অর্থাৎ, গড়ে প্রতি একজন শিক্ষকের স্কুলে গড়ে প্রায় ৩৪ জন শিক্ষার্থী।

এই দুর্বল কাঠামোয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গুণগত উচ্চমানের শিক্ষা নিশ্চিত করা কতটা সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এই চিত্র অনুযায়ী অন্ধ্রপ্রদেশের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। ওই রাজ্যে এমন স্কুলের সংখ্যা ১২,৯১২। এর পরে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ (৯,৫০৮) এবং ঝাড়খণ্ড (৯,১৭২)। পিছিয়ে নেই বাংলাও। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের স্কুল আছে ৬,৪৮২টি।

শিক্ষামন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সরকার স্কুল একীকরণ বা 'র‍্যাশনালাইজেশন' প্রকল্প চালাচ্ছে।' তিনি জানান, এক শিক্ষকের স্কুলে পড়াশোনা বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে শূন্য ছাত্র ভর্তির স্কুল থেকে বদলি করে এইসব স্কুলে শিক্ষক পাঠানো হচ্ছে।'

পড়ুয়ার সংখ্যার দিক থেকেও কিছু রাজ্যে ব্যাপক চাপ দেখা যাচ্ছে। এক শিক্ষক পরিচালিত স্কুলগুলিতে সবচেয়ে বেশি পড়ুয়া রয়েছে উত্তরপ্রদেশে। সংখ্যাটা ৬.২৪ লক্ষ।

এরপর দশের পাতায়

আতঙ্কের নাম বালাসন

প্রকৃতির প্রতিশোধ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : নদীর চরের মধ্যে অসংখ্য পাকা ও টিনের বাড়ি। তবে কোনওটি বৈধভাবে তৈরি নয়। চরের জমি দখল করে তৈরি।

গত ৪ অক্টোবর ভোররাতে মহানন্দা যেভাবে পোড়াঝাড়কে ভাসিয়েছিল ঠিক একইভাবে বালাসনের জল মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমতলা এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। প্রাণ বাঁচাতে বাসিন্দারা তাঁদের সমস্ত সামগ্রী ঘরেই ফেলে রেখে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। নয়তো সলিলসমাধি নিশ্চিত ছিল। চরের প্রতিটি বাড়িতে হুহু করে জল ঢুকে পড়ার পর থেকেই বাসিন্দারা আতঙ্কে। টাকা দিয়ে নদীর চরে বাড়ি বানিয়ে যে তাঁরা ভুল করেছিলেন তা প্রকাশ্যে স্বীকারও করছেন। পাশাপাশি, আবারও যাতে বিপদে না পড়তে হয় সেজন্য এখানে দ্রুত এখানে নদীবাঁধ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন।

বালাসনের চরে অগুনতি ঘরবাড়ি গড়ে উঠেছে। কাওয়াখালির নিমতলা এলাকা যদি ধরা যায়, সেখানে নদীর চরে শয়ে-শয়ে ঘরবাড়ি রয়েছে। গাইসাল শ্মশান সংলগ্ন এলাকা থেকে মা তারা নদীঘাট সহ আশপাশের এলাকায় টিনের পাশাপাশি পাকা ঘর গড়ে উঠেছে। এখানে ঘরবাড়ি তৈরির নিয়ম নেই। তা সত্ত্বেও এখানে তা তৈরি হওয়ায় বিরোধীরা প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক বিজেপির আনন্দময় বর্মনের অভিযোগ, 'তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা বাইরে থেকে আসা মানুষের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে তাঁদের এখানে বসিয়েছেন। সেই টাকার ভাগ তৃণমূলের শীর্ষ নেতাদের কাছেও গিয়েছে। বাঁধের অবস্থা এমনিতে খারাপ। বালাসনের বাঁধ মেরামত করার কথা বিধানসভায় তুলেছিলাম। কিন্তু সরকার কিছুই করেনি।'

প্রকৃতি কতটা ভয়ংকর হতে পারে, বারবার তার সাক্ষী থেকেছে উত্তরবঙ্গ। গাছ কেটে ফেলে, নদীর ধারে অবৈধ নির্মাণ, চর ধরে বসতি গড়ে তোলা, অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি-পাথর উত্তোলন– এভাবেই প্রকৃতির ওপর বারবার আঘাত হেনেছি আমরা। আর আজ প্রকৃতি তারই প্রতিশোধ নিচ্ছে। ষষ্ঠ পর্ব।

এরপর দশের পাতায়

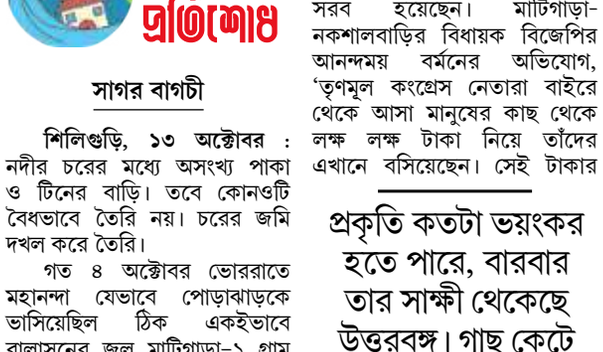

মাটিগাড়ার নিমতলায় নদীর চরে গজিয়ে উঠেছে বাড়িঘর।

বিশ্ব আর্থারাইটিস দিবসে অনুষ্ঠিত বিশেষ সম্মেলন ও রোগী সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত বিশিষ্ট অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় রায় এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে সফলভাবে হাঁটু প্রতিস্থাপনের পর স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফেরা রোগীরা।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে হাঁটু প্রতিস্থাপন

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিকসের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে হাঁটু প্রতিস্থাপন সাজারি হচ্ছে শিলিগুড়িতেই। ভিনরাজ্য থেকে হাঁটুর সমস্যা নিয়ে চিকিৎসার জন্য এই শহরে আসছেন বহু মানুষ। উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের আর বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, বিশ্ব আর্থারাইটিস দিবসে এমন আশ্বাস দিলেন শহরের বিশিষ্ট অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় রায়। শিলিগুড়ির চার্চ রোডে একটি হোটেলে বিশেষ সম্মেলন ও রোগী সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এই চিকিৎসকেরই তত্ত্বাবধানে সফলভাবে হাঁটু প্রতিস্থাপনের পর স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফেরা রোগীরা। চিকিৎসক বলছিলেন, 'সার্জারির কথা ভেবে অনেকেই ভয় পেয়ে পিছিয়ে যান। সময়মতো চিকিৎসকের কাছে আসেন না। এতে সমস্যা আরও বাড়ে। সঠিক সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফেরা যায়।" কথা হচ্ছিল কানপুরের জ্ঞানবতি মিশ্রার সঙ্গে। কয়েকবছর আগে চলাফেরা করতে অসুবিধা হত ভীষণরকম। এখন দিব্যি সুস্থ।

(বিজ্ঞাপন)

'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে জট

টেন্ডারে অনীহা ঠিকাদারদের

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : পথশ্রী, পাড়ায় সমাধান, দুয়ারে সরকার, সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন, ১০০ দিনের কাজ সহ বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করেও টাকা মেলেনি বলে অভিযোগ। তাই ঠিকাদারদের একাংশ এই মুহূর্তে রাজ্যজুড়ে চলা 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের টেন্ডারে সাড়া দিতে চাইছেন না। জলপাইগুড়ি জেলার এই ছবি গোটা রাজ্যেরই বলে তাঁদের দাবি। ব্লক ও পুরসভা মিলে একাধিক জায়গায় টেন্ডার ডেকেও সাড়া না পেয়ে ফের নতুন করে টেন্ডার ঝোলাতে হয়েছে বলেই খবর। যদিও জেলা প্রশাসনের তরফে এই প্রকল্পের কাজ নিয়ে ঠিকাদারদের আশঙ্কার বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ধূপগুড়ি কনট্রাক্টরস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নিশীথ পাল বলেন, 'পেশাগত তাগিদ এবং বাধ্যবাধকতার জেরে আমাদের কাজ করতেই হবে। কিন্তু বাস্তব হল বছরের পর বছর বিল না পেয়ে লোকসানের বোঝা বয়ে আমাদের অনেকেই সর্বস্বান্ত হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছেছে। 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'-এর কাজ ওয়ার্ক অর্ডার পেলেই দ্রুত শেষ করতে নগদ অর্থের দরকার। সেজন্যেই বিলের বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে কোথাও কেউ কাজে হাত দিতে চাইছেন না।' জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে বিল পাওয়া নিয়ে চিন্তার কোনও কারণই নেই। আমরা ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পে টাকা পেতে শুরু করেছি।'

বাড়ছে উদ্বেগ

- জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরের টেন্ডারে সেভাবে সাড়া মেলেনি
- বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করেও টাকা মেলেনি বলে ঠিকাদারদের একাংশের অভিযোগ
- তাঁদের একাংশ 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের টেন্ডারে সাড়া দিতে চাইছেন না
- জলপাইগুড়ি জেলার এই ছবি গোটা রাজ্যেরই বলে তাঁদের দাবি, আশঙ্কা উড়িয়েছে প্রশাসন

জলপাইগুড়ি জেলায় মোট ১৭৮৬টি বুথ রয়েছে। যেগুলির মধ্যে সোমবার পর্যন্ত ৭৪৮টি 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবির হয়ে গিয়েছে। সূত্র অনুসারে ধূপগুড়ি পুরসভায় এখনও এই প্রকল্পে ৭১টি তথা ধূপগুড়ি ব্লকে এই প্রকল্পে ১৫০-রও বেশি টেন্ডার ডাকা হলেও ঠিকদারদের সাড়া মিলছে না। ময়নাগুড়ি ব্লকে প্রায় ৫৮টি টেন্ডারে ডাকা কাজের ক্ষেত্রেও সাড়া নেই বললেই চলে। ময়নাগুড়ি পুরসভার ক্ষেত্রে এখনও এই প্রকল্পে ৭টি টেন্ডার হয়েছে এবং আরও অন্তত ৪০টি কাজের চূড়ান্ত টেন্ডার প্রস্তুতি রয়েছে। অতীতে টেন্ডার এবং বিল পেমেন্ট নিয়ে সমস্যায় জর্জরিত মালবাজার পুরসভায় এখনও ১৪টি টেন্ডার ডাকা হয়ে গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

আজ টিভিতে

দুর্গার বিয়ে উপলক্ষ্যে মুখার্জিবাড়িতে হবে মহা ধামাকা।
জগদ্ধাত্রী সঙ্গে ৭.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ তুমি আসবে বলে, দুপুর ১২.৪৫ বিধাতার লেখা, বিকেল ৪.১৫ স্বামীর ঘর, সন্ধে ৭.১৫ জিও পাগলা, রাত ১০.৩০ অশরীরী

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দাদু নাম্বার ওয়ান, দুপুর ১.০০ নবাব নন্দিনী, বিকেল ৪.০০ আপন হল পর, সন্ধে ৭.০০ পরাণ যায় জ্বালিয়ে রে, রাত ১০.০০ অপরাধী

জি সোনার বাংলা : সকাল ৯.৩০ টক্কর, দুপুর ১২.০০ কমলার বনবাস, ২.৩০ অভাগিনী, বিকেল ৫.০০ মাটির মানুষ, রাত ১১.০০ আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অপরূপা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রতিরোধ

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.১৯ গীতা গোবিন্দম, দুপুর ২.০২ বিজয়-দ্য মাস্টার, বিকেল ৫.২৩ এনকাউন্টার শংকর, রাত ৮.০০ হলিডে-আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, ১১.০০ পুলিশ পাওয়ার

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১২ স্যান্ড উইচ, দুপুর ২.০১ হিরো নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৪.৩৭ খট্টা মিঠা, সন্ধে ৭.৩০ ক্রান্তিবীর, রাত ১০.০৯ বাগি

জি বলিউড : বেলা ১১.০৩ ম্যায় তেরা দুশমন, দুপুর ১.৪০ পরদেশ, বিকেল ৫.৩০ হাতকড়ি, রাত ৮.০০ রাম লখন

প্রেমের পাতুরি পর্বে শুভজিৎ মণ্ডল রাঁধবেন **চিকেন পোস্ত পাতুরি এবং ইলিশ ডিমের পাতুরি। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

**জিও পাগলা সন্ধে ৭.১৫
জলসা মুভিজ**

খট্টা মিঠা বিকেল ৪.৩৭ অ্যান্ড পিকচার্স

সংশোধনী

১৩ তারিখ পত্রিকার দুইয়ের পাতায় প্রকাশিত 'বিজেপিতে নাম লেখালেন আখতার' শীর্ষক খবরে ভুলবশত কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ডেপুটি সুপার আখতার আলিকে চিকিৎসক লেখা হয়েছে।

পুজো বৈঠক

বুনিয়াদপুর, ১৩ অক্টোবর : বংশীহারী ও বুনিয়াদপুরে কালীপুজো ঘিরে পুজো কমিটিগুলিকে নির্দেশ মেনে চলার বার্তা দিল প্রশাসন। সোমবার শহরের টাঙন সভাকক্ষে এই প্রশাসনিক বৈঠক হয়।

আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১**

মেষ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির অবসান। শিক্ষার্থীরা কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। পারিবারিক সমস্যা কেটে যাবে। বৃষ : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় নামী সংস্থায় চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে জ্ঞাতিদের সঙ্গে মামলায় জয়। মিথুন : সারাদিন উত্থানপতনের মধ্যে চললেও সন্ধের পর ভালো খবর পেতে চলেছেন। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষায় সুযোগ পাবেন। কর্কট : গুরুজনদের পরামর্শে ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাবে। বহুদিনের কোনও আশা পূরণ হতে পারে। আর্থিক শুভ। সিংহ : বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে নানা বাধাবিপত্তি থাকলেও আর্থিক উপার্জন ভালোই হবে। কন্যা : সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি লক্ষ্য করে মানসিক শান্তি পাবেন। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন। ধর্মীয় উপাসনায় মানসিক চাপ কমবে। তুলা : কাউকে উপকার করতে গিয়ে অসম্মানিত হতে পারেন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট। বৃশ্চিক : পারিবারিক চাপে সাময়িক বাসস্থান ত্যাগ করতে হতে পারে। যৌথ ব্যবসায় অংশীদারের সঙ্গে মনোমালিন্য। ধনু : আপনার পরিকল্পনার অভাবে ব্যবসায় লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। পরিবারে সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলুন। মকর : পথে ঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। সর্দি-কাশিতে ভোগান্তি। কুম্ভ : পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে পারিবারিক বিবাদ মিটতে চলেছে। ছোটখাটো শারীরিক সমস্যাকে অবহেলা করবেন না। মীন : নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে আপনার উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ২২ আশ্বিন, ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ২৭ আহিন, সংবৎ ৮ কার্ত্তিক বদি, ২১ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৭, অঃ ৫।১১। মঙ্গলবার, অষ্টমী অপরাহ্ণ ৪।৫। পুনর্বসুনক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।২৮। শিবযোগ দিবা ১২।১৪। কৌলবকরণ অপরাহ্ণ ৪।৫ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৩।২৪ গতে গরকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১১।৪৩ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, সন্ধ্যা ৫।২৮ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫।২৮ গতে একপাদদোষ। যাগিনী- ঈশানে, অপরাহ্ণ ৪।৫ গতে পূর্ব্বে। বারবেলাদি- ৭।৩ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১২।৫০ গতে ২।১৭ মধ্যে। কালরাত্রি- ৬।৪৪ গতে ৮।১৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, সন্ধ্যা ৫।২৮ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩০ মধ্যে ও ৭।১৭ গতে ১০।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৭ গতে ৮।১৯ মধ্যে ও ৯।১১ গতে ১১।৪৬ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ৩।১৩ মধ্যে ও ৪।৫৭ গতে ৫।৩৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।২৭ মধ্যে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৪৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৪৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৮৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৮৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৮৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

RECRUITMENT NOTICE

Applications are invited for recruitment of the various contractual posts under NHM, AYUSH & XV FC for Kalimpong Dist. GTA. For more details please visit/ www.wbhealth.gov.in & www.kalimpong.gov.in

**Sd/-
Member Secretary,
DLSC & CMOH,
Kalimpong, GTA**

ABRIDGE NOTICE

Application for NIT no-03/APAS/2025 & 04/APAS/2025 vide Memo No. 1994/KCK-II, and 1995/KCK-II Sl.No.01-63 & Sl no- 1-56 respectively dated 08.10.2025 is invited by the B.D.O Kaliachak-II Dev. Block from the bidders. Last date of bid submission is 01.11.2025 & 01.11.2025 upto 15.00 Hrs. & 16.00 Hrs respectively. Details are available in the **www.wbtenders.gov.in**

**Block Development Officer
Kaliachak-II Dev. Block
Mothabari, Malda**

NOTICE INVITING TENDER

e-NIT. No. KMG/BDO-ET/11/2025-26, Dt. 11/10/2025,(APAS) Last date and time for bid submission-24/10/2025 at 12.00 hours. For more information please visit : **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar**

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N- 57 of 2025-26(SL. 4)

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/NIT- 57 of 2025-26 Closing date extended upto 29/10/2025 at 14.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website **www.wbtenders.gov.in.**

**Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad**

কিডনি চাই

O+ কিডনি চাই, কোনও সহৃদয় ব্যক্তি এই নম্বরে যোগাযোগ করুন- M : 9832095613. (C/118532)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি মৃণাল কান্তি সাহা, পিতা- মৃত বিজয় কুমার সাহা, আমার ঠিকানা- সাং+পোস্ট- পতিরাম, থানা- পতিরাম, জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর। আমার বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের RIP Account No. 542214000857 এই সার্টিফিকেটটি হারিয়ে গেছে। কেউ পেয়ে থাকলে আমার এই নম্বরে 9547797399 যোগাযোগ করুন। (C/118648)

বিক্রয়

২টি বাড়ি নিলামে বিক্রয় হইবে শিলিগুড়ি, খালপাড়া থানা এলাকায়। (M)- 8327072245. (C/118352)

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-Tender vide N.I.T No:- 1) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-01/2025-26 MEMO NO. 3130/JM DATE: 11.10.2025 Tender ID : 2025_MAD_921000_1, Tender ID : 2025_MAD_921000_2, Tender ID : 2025_MAD_921000_3, Tender ID : 2025_MAD_921000_4, Tender ID : 2025_MAD_921000_5, Tender ID : 2025_MAD_921000_6, Tender ID : 2025_MAD_921000_7, Tender ID : 2025_MAD_921000_8, Tender ID : 2025_MAD_921000_9, Tender ID : 2025_MAD_921000_10, Tender ID : 2025_MAD_921000_11, Tender ID : 2025_MAD_921000_12, Tender ID : 2025_MAD_921000_13, Tender ID : 2025_MAD_921000_14, Tender ID : 2025_MAD_921000_15 2) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-02/2025-26 MEMO No. 3131/JM DATE : 11.10.2025 Tender ID : 2025_MAD_920960_1, Tender ID :2025_MAD_920960_2, Tender ID : 2025_MAD_920960_3, Tender ID : 2025_MAD_920960_4, Tender ID : 2025_MAD_920960_5 3) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-03/2025-26 MEMO No. 3132/JM DATE: 11.10.2025 Tender ID : 2025_MAD_921075_1, Tender ID : 2025_MAD_921075_2, Tender ID : 2025_MAD_921075_3 **Last date of bidding (on line) dated:- Oct 28, 2025 at 11.00 Hrs.** Details of which are available in the web portal **www.wbtenders.gov.in** & **www.jalpaigurimunicipality.org** & in the office of the undersigned during the office hours.

**Executive Officer
Jalpaiguri Municipality**

অ্যাফিডেভিট

আমি Md Najim Sk, পিতা Sk Sayed. গ্রাম- ঝাবরা গাইনপাড়া, পোঃ সুজাপুর, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা। আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজিঃ নং 9377/14, Dt 29/04/2014) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 20/09/2025 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M ২য় কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Mst. Nishat Khatun থেকে Nishat Khatun করা হইল। (M/115433)

•

ভোটার কার্ড ID NO. TSX2017960, প্যান কার্ড নং - ACMPC1788M, আধার কার্ড নং - 2602 9605 4766, আমার নাম ভুল থাকায় গত 10-10-25 এ J.M. 3rd Court, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Jawhar Chakraborty ; Jahar Chakraborty এবং Jawhar Chakravorty এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ঠিকানা - চিত্রকর পাড়া রোড, ওয়ার্ড নং - 14, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - কোচবিহার। আমি এই হলফনামায় ঘোষণা করছি যে, আমার পুরো এবং শুভনাম Jawhar Chakraborty, S/O. Late Parimal Bikash Chakraborty. (C/118143)

•

আমি মকছেদ আলি মণ্ডল, পিতা মৃত তছিরুদ্দিন মণ্ডল, গ্রাম- উদইল, পোঃ বেলতাড়া, থানা- কুমারগঞ্জ, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর। ভোটার কার্ডে আমার ও বাবার নাম সঠিক আছে। কিন্তু আধার কার্ড ও প্যান কার্ডে নাম রয়েছে মকছেদ আলি মণ্ডল, পিতা তছির উদ্দিন মণ্ডল। আবার জমির দলিল ইত্যাদিতে নাম রয়েছে মকছেদুর রহমান মণ্ডল, পিতা- তছিরুদ্দিন মণ্ডল। এমতবস্থায় গত 29.08.2025 এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-এর অ্যাফিডেভিট বলে মকছেদ আলি মণ্ডল ও মকছেদুর রহমান মণ্ডল এবং তছিরুদ্দিন মণ্ডল ও তছির উদ্দিন মণ্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছি। (C/118646)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি মিন্টু সাহা, পিতা- মৃত বিজয় কুমার সাহা, আমার ঠিকানা- সাং+পোস্ট- পতিরাম, থানা- পতিরাম, জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর। আমার বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের RIP Account No. 542214000856 এই সার্টিফিকেটটি হারিয়ে গেছে। কেউ পেয়ে থাকলে আমার 6297685781 এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (C/118648)

কর্মখালি

NGO জন্য Survey & Marketing Staff চাই। ন্যূনতম H.S, Bike আবশ্যক। বয়েসের বাধ্যতা নেই, বেতন আকর্ষণীয়। (M) 9126145259. (C/118349)

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটের ও রেশন কার্ডে নাম ভুল থাকায় গত ১১.৯.২৫ তারিখে এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Nibod Roy S/O Late Tarini Roy এবং Nipat Roy, Nibodh Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118637)

•

নিজ জন্ম শংসাপত্রে (নং 326 তাং 06.01.2006) পিতার নাম Dwijendra Barman থাকায় দিনহাটা 1st Cl.JM কোর্টে 14.8.2025 অ্যাফিডেভিট বলে Dwijen Barman হইল। ধনঞ্জয় বর্মন, আটিয়ালডাঙ্গা, কালমাটি। (S/M)

•

নিজ জন্ম শংসাপত্রে (নং 3750 তাং 17.01.2007) মা'র নাম Sunti Barman থাকায় দিনহাটা 1st. Cl.JM কোর্টে (ইং 14.8.2025) অ্যাফিডেভিট বলে Sunati Barman হইল। শুভ্রদ্বীপ বর্মন, আটিয়ালডাঙ্গা, কালমাটি। (S/M)

•

আমি Md Najim Sk, পিতা Sk Sayed, গ্রাম- ঝাবরা গাইনপাড়া, পোঃ সুজাপুর, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা। আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজিঃ নং 9378/14, Dt 29/04/2014) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 20/09/2025 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M দ্বিতীয় কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ের নাম Mst. Noshin Khatun থেকে Noshin Khatun করা হইল। (M/115433)

•

আমি বিশ্বনাথ দাস, পিতা মৃত পঙ্কজ কুমার দাস, পো, থানা, নাগরাকাটা, জেলা জলপাইগুড়ি। আমার ২০০২ সালের ভোটার লিস্ট এ পিতার নাম আছে পঙ্কজ দাস SL No - 208 old voter card No - WB/02/016/546536. New voter card No - NFH 2043867. Pan Card এবং অন্যান্য নথিপত্রে পিতার নাম আছে পঙ্কজ কুমার দাস Pan Card No - ADYPD8412C. তাই 18.09.2025 তারিখে মাল EM কোর্টে হলফনামা করে জানাই - পঙ্কস দাস এবং পঙ্কজ কুমার দাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (A/M)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Chakdaha | Bethuadahari I Sainthia | Mallarpur | Beldanga | Raghunathganj | Dhulian | Kaliachak | Sujapur | Gazole | Balurghat | Kaliyaganj | Raiganj | Raiganj (Grand) | Islampur | Siliguri | Malbazar | Jalpaiguri | Dhupguri | Falakata | Alipurduar | Mathabhanga

টোটো চালিয়ে উপার্জন প্রাক্তন বাম কাউন্সিলারের

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : সিপিএমের টিকিটে জয়ী হয়ে পাঁচটা বছর কাউন্সিলারের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। তাঁর হাত দিয়ে এলাকার রাস্তা থেকে শুরু করে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজও হয়েছে। একসময়ের সেই সিপিএমের কাউন্সিলার নিখিল সরকারের সংসার চালাতে এখন ভরসা টোটো। ৫৯ বর্ষীয় নিখিল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত টোটো চালিয়ে পাঁচজনের সংসার চালাচ্ছেন। নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি না খাটিয়ে সততা-সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন নিখিল। তিনি মনে করেন, সৎপথে উপার্জন করলে কখনও ভাতের অভাব হয় না।

সালটা ছিল ২০১০। বাম জমানার ঠিক শেষ লগ্ন। সেই বছর জলপাইগুড়ি পুরসভার ভোটে সিপিএম দল থেকে ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার হিসেবে দক্ষিণ বামনপাড়ার বাসিন্দা নিখিল সরকার নির্বাচিত হন। সেসময় পুরসভায় কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ড। চেয়ারম্যান ছিলেন মোহন বসু। ২০১৩ সালে পুর বোর্ডে পালাবদল হয়। মোহন সহ একাধিক কাউন্সিলার তৃণমূলে যোগ দেন। তৈরি হয় তৃণমূল কংগ্রেসের পুর বোর্ড। মোহন কাউন্সিলার থাকলেও তৃণমূল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। নিখিল ২০১৫ সাল পর্যন্ত কাউন্সিলার ছিলেন। পরের নির্বাচনে তিনি হেরে যান। নিখিলের ছোটবেলার বেশকিছুটা সময় কেটেছে কোচবিহার জেলার পুণ্ডিবাড়িতে। পরিবারে আর্থিক অনটনের কারণে

বাড়ি থেকে টোটো নিয়ে বের হচ্ছেন নিখিল সরকার। -সংবাদচিত্র

সেভাবে পড়াশোনা হয়নি। ১৫ বছর বয়সে শিরীষতলায় একজনের চায়ের দোকানে কাজ করেছেন তিনি। সংসারের হাল ধরতে বেশ কয়েকটা বছর গ্রিল ফ্যাক্টরিতেও শ্রমিকের কাজ করেছেন। ২৩ বছর বয়স থেকে সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত হন তিনি। কাউন্সিলার থাকার সময় তাঁর ধান-চালের ব্যবসা ছিল। নিখিলের নিজের বাড়িতে একসময় ধান ভাঙানোর মিল ছিল। কিন্তু একটা সময় পর ব্যবসায় লাভ না থাকায় বন্ধ হয়ে যায় সেই মিল। পরে সিদ্ধান্ত নেন টোটো চালাবেন। সেইমতো সঞ্চয়ের অর্থের সঙ্গে কিছু টাকা ধার করে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে একটি পুরোনো টোটো কিনে চালানো শুরু করেন।

> কাউন্সিলার থাকাকালীন অসৎ পথে আয়ের অনেক সুযোগ এসেছিল। কিন্তু সেদিকে কোনওদিনই ফিরেও তাকাইনি। যে কারণে আজ টোটো চালিয়ে সংসার চালাচ্ছি। আজও দলমতনির্বিশেষে মানুষ রাস্তায় দেখলে সম্মান দিয়ে কথা বলেন। এটা জীবনে বড় পাওনা।
>
> নিখিল সরকার

পরিবারে রয়েছেন স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, পুত্রবধূ এবং নাতনি। ছেলে শহরের একটি বেসরকারি সংস্থায় স্বল্প বেতনের চাকরি করেন। নিখিল বলেন, 'কাউন্সিলার থাকাকালীন অসৎ পথে আয়ের অনেক সুযোগ এসেছিল। কিন্তু সেদিকে কোনওদিনই ফিরেও তাকাইনি। আজও দলমতনির্বিশেষে মানুষ রাস্তায় দেখলে সম্মান দিয়ে কথা বলেন। এটা জীবনে বড় পাওনা।'

বর্তমানে তৃণমূলের কাউন্সিলার তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'নিখিলবাবু একজন ভালো, সৎ কাউন্সিলার ছিলেন। কিন্তু যতদিন তিনি কাউন্সিলার ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ শুনিনি।'

মালবাজারের ঘড়ি মোড়ের ওয়াচ টাওয়ারের সংস্কার। -অ্যানি মিত্র

উত্তপ্ত তুফানগঞ্জ

বিধায়ককে ঘেরাও, সংঘর্ষ

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১৩ অক্টোবর : বিজেপির কর্মসূচি ঘিরে সোমবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল তুফানগঞ্জ শহর। এদিন দফায় দফায় তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। মারামারিতে বিজেপির ৩ জন কর্মী-সমর্থক জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি বলে দাবি। আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে পুলিশও হামলার মুখে পড়েছে। একজন পুলিশকর্মীর কপালে চোট লেগেছে বলে সূত্রের খবর। বিকালে শেষ খবর পাওয়া অবধি অবশ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে শহর থমথমে। মারধরের অভিযোগ অবশ্য মানতে চায়নি তৃণমূল।

দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়া গণধর্ষণ কাণ্ডের প্রতিবাদে সোমবার আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। তুফানগঞ্জ থানায় ডেপুটেশন দেওয়ার কথা ছিল। আর সেই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেই দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল তুফানগঞ্জ শহর এলাকা। লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তৃণমূল-বিজেপি। এব্যাপারে তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেন, 'দু'পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল বেধেছিল। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকা শান্ত।'

এদিন বিজেপির কর্মসূচি ভন্ডুল করতে সকাল থেকেই বিজেপির কার্যালয় ঘেরাও করে রেখেছিল শাসকদলের লাঠিয়ালবাহিনী। বিজেপির বিধায়ক মালতী রাভা রায় সেই কার্যালয়ে ঢুকতেই 'গো ব্যাক' স্লোগানে মুখর হয় তারা। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পার্টি অফিসেই ঘেরাও করে রাখা হয় বিধায়ককে। সেই সময় বিজেপির তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের কোকনভেনার নিখিলচন্দ্র গাবুয়া কোনওক্রমে বাইরে বেরোতেই তাঁকে রাস্তাতেই ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগের তির শাসকদলের বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

যদিও বিজেপির তোলা অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল। এব্যাপারে তুফানগঞ্জ শহর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি গৌতম সরকারের বক্তব্য, 'তুফানগঞ্জ শান্তিপ্রিয় জায়গা। বিধায়ক এসে এখানে উত্তেজনা ছড়াতে চাইছেন। এদিনের ঘটনা সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।'

সকাল থেকেই তুফানগঞ্জ শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মহকুমা কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। মালতী পার্টি অফিসে ঢুকতেই পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। সাময়িকভাবে পুলিশ তৃণমূলিদের সরিয়ে দেয়।

খানিক বাদে আবার বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা একত্র হয়ে দলীয় কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন। শুরু হয় স্লোগান ও পালটা স্লোগান। নিমেষের মধ্যেই গণ্ডগোল বেধে যায়। পুলিশের সামনেই দু'পক্ষ একে অপরের দিকে ইট-পাথর ছুড়তে থাকে। এমনকি পতাকার ডান্ডা খুলে মারপিট শুরু হয়ে যায়। পরবর্তীতে তুফানগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

গোলমাল

- সকাল থেকেই বিজেপির কার্যালয় ঘেরাও শাসকদলের
- বিজেপির বিধায়ক কার্যালয়ে ঢুকতেই 'গো ব্যাক' স্লোগানে মুখর
- প্রায় আড়াই ঘণ্টা পার্টি অফিসেই ঘেরাও করে রাখা হয় বিধায়ককে
- বিজেপির নেতা নিখিলচন্দ্র গাবুয়াকে রাস্তাতেই ফেলে মারধর

বিজেপি বিধায়ক মালতী বলেন, 'তৃণমূলের গুন্ডারা আমাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিকে বানচাল করার চেষ্টা করেছে। আমাকে ঘেরাও করে রাখা হয়। আমাদের কর্মীদের রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয়েছে। ৩ জন কর্মী হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।'

এদিন প্রায় তিন ঘণ্টা উত্তেজনা চলার পর শহরের বিভিন্ন মোড়ে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। দিনভর সংঘর্ষের জেরে বন্ধ থাকে বহু দোকানপাট। আতঙ্কে সাধারণ মানুষ ঘরে ফিরে যান। বিকেলের পর থেকে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও উত্তেজনার রেশ রয়ে গিয়েছে শহরজুড়ে।

ময়নাতদন্ত নিয়ে অশান্তি

ধূপগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : মৃতের ময়নাতদন্ত করা যাবে না। সেই দাবি তুলে হাসপাতালে চিকিৎসক ও পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়াল এক তরুণীর পরিবারের লোক। সোমবার ধূপগুড়ি ব্লকের মুরগিরটারি এলাকায় মনোয়ারা বেগম (৩২) নামে এক মহিলার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপরই চিকিৎসক পুলিশকে জানিয়ে ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া শুরু করে। কিন্তু পরিবারের লোকেরা মৃতদেহ পুলিশের হেপাজতে না দিয়ে নিজেরা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবি তোলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাতে রাজি হয়নি হাসপাতালের চিকিৎসক ও পুলিশ কোনও পক্ষই। এই নিয়েই বচসা থেকে শেষে হুলুস্থুল বাধে। পরে অবশ্য মৃতার এক আত্মীয় সফিউল আলম জানান, ময়নাতদন্ত না করিয়ে দেহ নিয়ে যাওয়ার কথা বলতেই ঝামেলা হয়েছিল। পরে অবশ্য সমস্যা মিটে যায়। পুলিশ মৃতদেহ নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে।

ঝোপ কাটল বিজেপি

চালসা, ১৩ অক্টোবর : দক্ষিণ ধূপঝোরা এলাকার হেবলুপাড়া, মনশ্বরপাড়া, ডাঙ্গাধুরা ও ভগীরথপাড়া এলাকায় সোমবার স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তার পাশের ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করলেন বিজেপি কর্মীরা। ওই এলাকা সংলগ্ন গরুমারা জাতীয় উদ্যান থেকে প্রায়ই হাতি, চিতাবাঘ খাবারের খোঁজে লোকালয়ে চলে আসে। তাই এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার দু'পাশ ঝোপঝাড়ে ঢেকে যাওয়ায় বন্যপ্রাণীর হানার আশঙ্কা বাড়ছিল। তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিজেপি নেতারা। দলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সদস্য তথা মাটিয়ালি-বাতাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা মজনুল হক বলেন, 'ওই রাস্তা এলাকাবাসীর জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। অথচ রাস্তার দু'পাশ ঝোপঝাড়ে ঢেকে গেলেও পঞ্চায়েত এতদিন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। বন্যপ্রাণীর ভয়ে রাতে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছিলেন বাসিন্দারা।'

নিজেকে গুলি

নাগরাকাটা, ১৩ অক্টোবর : সার্ভিস রিভলভার দিয়ে নিজেকে গুলি করলেন এক এসএসবি জওয়ান। সোমবার ঘটনাটি ঘটে বাহিনীর ১৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের কূর্তি সীমা চৌকিতে। মৃতের নাম জবির আহমেদ (৫১)। পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে, এসএসবিতে জবির এএসআই পদে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায়। এদিন সকালে সীমা চৌকিতে ডিউটিতে বের হওয়ার আগে ওই জওয়ান ক্যাম্পের ভিতরেই সার্ভিস রিভলভার দিয়ে নিজের গলায় গুলি করেন। শব্দ পেয়ে অন্যরা তাঁকে উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক ওই জওয়ানকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে নাগরাকাটা থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

সম্মেলন

জলপাইগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : সরকারি সম্পত্তি বেসরকারিকরণ, কেন্দ্রের নয়া পেনশন নীতি, কর্মীসংকট ও ডাক পরিষেবার বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দিয়ে রবিবার থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তিনদিনব্যাপী অল ইন্ডিয়া পোস্টাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ও অল ইন্ডিয়া গ্রামীণ ডাক সেবক ইউনিয়নের যৌথ সার্কেল সম্মেলন। সোমবার ছিল কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি সিকিম ও আন্দামান থেকেও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

দিনদুপুরে বালি পাচার, নীরব প্রশাসন

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ১৩ অক্টোবর : বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য যে বিন্দুমাত্রও কমেনি, তা রবিবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের জয়পুর চা বাগানের পাকা লাইনের জঙ্গল ঘেরা নেপাতি নদীর ছবিতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। দিবারাত্র প্রশাসনের নাকের ডগা দিয়ে নেপাতি নদীর পাড় থেকে বালি তুলে পাচার করে চলেছে দুষ্কৃতীরা।

স্থানীয়রা জানান, গত কয়েকদিন ধরেই বেলাকোবা ও জলপাইগুড়ি বাইপাস রোড থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে নেপাতি নদী থেকে দুটি আর্থমুভারের সাহায্যে অবাধে বালি তোলা হচ্ছে। তারপর ডাম্পার ও ট্রলি বোঝাই হয়ে সেই বালি অন্যত্র চলে যাচ্ছে। দিনদুপুরে এই কাণ্ড ঘটলেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। এবিষয়ে একাধিকবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিএলএলআরও-র সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও, তাঁকে পাওয়া যায়নি। যদিও এনিয়ে সদর ব্লকের বিডিও মিহির কর্মকার বলেন, 'এবিষয়ে কিছু জানতাম না। বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অন্যদিকে বিজেপির জেলা সম্পাদক তথা রাজগঞ্জ বিধানসভার আহ্বায়ক নিতাই মণ্ডল কটাক্ষ করে বলেন, 'তৃণমূলের আমলে এমন ঘটনা নতুন কিছু নয়। তিস্তা, মহুনী বা সাহু নদী থেকে বালি তোলার পিছনে তৃণমূল নেতাদের সরাসরি মদত রয়েছে। পাচারের টাকার ভাগ রাজ্যও পাচ্ছে, তাই প্রশাসনও মুখে কুলুপ এঁটে আছে।'

নিতাইয়ের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জলপাইগুড়ির সাংগঠনিক ব্লক সভাপতি অর্জুন দাস বলেন, 'এমন ঘটনার কথা জানা ছিল না। বিরোধীরা অভিযোগ করতেই পারেন। তাঁদের কাছে এমন প্রমাণ থাকলে তাঁরা প্রমাণ করুন।'

অপরদিকে, এভাবে দিনদুপুরে পাচারের খবর পেয়ে গত মাসের ১৮ তারিখ রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যবর্তী পুঁটিমারি এলাকার সাহু নদীতে, রাজগঞ্জ ভূমি ও রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক গোপাল বিশ্বাস বিশেষ অভিযান করেন। সেদিন দুটি বালিবোঝাই ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করে জড়িতদের এক লক্ষ দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। গোপাল জানান, এর পর থেকে ওই এলাকায় আর বালি মাফিয়াদের দেখা পাওয়া যায়নি।

হেলদোল নেই

- জয়পুর চা বাগান সংলগ্ন নেপাতি নদী থেকে অবাধে বালি তুলে পাচার করা হচ্ছে
- দিনদুপুরে এই কাণ্ড ঘটলেও প্রশাসনের হেলদোল নেই বলে অভিযোগ
- এই দুষ্কর্মের সঙ্গে তৃণমূল নেতাদের মদত রয়েছে, তোপ বিজেপির
- তৃণমূলের ব্লক সভাপতি যদিও এই যোগসাজশ থাকার অভিযোগ মানতে নারাজ

বাঁদরামি।। *সোমবার আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।*

চরম দুর্ভোগ নিত্যযাত্রীদের

সরকারি বাস চলে না ক্রান্তির পথে

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৩ অক্টোবর : পৃথক ব্লক হওয়ার পর ক্রান্তির আরও গুরুত্ব বেড়েছে। অথচ, ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত দিয়ে ঘেরা ব্লকের চ্যাংমারি, রাজাডাঙ্গা এবং চাঁপাডাঙ্গা, ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের জন্য গণপরিবহণ বলতে কিছুই নেই। ফলে যাতায়াতে চরম সমস্যা। এই পরিস্থিতিতে সরকারি বাস পরিষেবা চালু করা হলে সাধারণ মানুষ ভোগান্তি থেকে মুক্তি পাবেন। তাই বিধানসভা ভোটের আগে ক্রান্তি ব্লকে সরকারি বাস পরিষেবা চালুর দাবি উঠেছে। এত বছরেও এই পরিষেবা চালু না হওয়ায় সাধারণ মানুষ থেকে শাসকদলের নেতারাও ক্ষুব্ধ। বিষয়টিকে শাসকদলের ব্যর্থতা হিসেবে পরিহাস করছেন বিরোধীরা।

ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, মাল ব্লক অবিভক্ত থাকাকালীন বিডিও ও প্রশাসনের মাধ্যমে নিগমের কাছে পাঁচ বছর ধরে চিঠি করেও কাজ হয়নি। সরকারি বাস না থাকায় ক্রান্তি ব্লকের জনসাধারণের কাছে আমাদের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই সরকারি বাস পরিষেবা চালুর ব্যাপারে আমরা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেছি। দুটি বাস দেওয়ার জন্য লিখিত দাবি জানিয়েছি। একটি বাস জলপাইগুড়ি থেকে ক্রান্তি, ওদলাবাড়ি হয়ে মালবাজার পর্যন্ত, অপরটি ময়নাগুড়ি ডিপো থেকে ক্রান্তি হয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল অবধি চলাচল করলে সাধারণ মানুষের অনেক সুবিধে হবে।

কাজের সূত্রে এই এলাকার বাসিন্দাদের প্রতিদিন ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালবাজার যাতায়াত করতে হয়। ক্রান্তিতে গণপরিবহণের সমস্যা রয়েছে। ক্রান্তিতে একাধিক উচ্চমাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে।

জলপাইগুড়ি বা ময়নাগুড়ি থেকে সরাসরি ক্রান্তির বাস না থাকায় স্কুল বা অফিস যাতায়াতেও চরম হয়রানি হয়। সেই প্রসঙ্গ তুলে ক্রান্তি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মৌতপা বক্সী বলেন, সরকারি বাস থাকলে জলপাইগুড়ি থেকে প্রতিদিন খুব সহজেই স্কুলে যাতায়াত করা যেত। স্কুল টাইমে কোনও বাসই নেই। এতে প্রচণ্ড সমস্যা হয়।

ক্রান্তিতে বেসরকারি বাসের সংখ্যা কম থাকায় অধিকাংশ মানুষের ভরসা ম্যাক্সিক্যাব। কলেজ পড়ুয়া ঊষসী রায়, রুমা সরকার রায় জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজের ছাত্রী। গাড়ি পালটে কলেজ যাতায়াতে চরম সমস্যা হয়।

ক্রান্তি বাজার স্থায়ী ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কিশোর বিশ্বাসের বক্তব্য, 'গ্রামের দরিদ্র মানুষদের চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে ছুটতে হয়। সাধারণ মানুষদের স্বার্থে ক্রান্তি থেকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ অবধি দুটি বাসের দাবি পূরণ হয়নি।

এই পরিস্থিতিকে কটাক্ষ করে বিজেপির মাল মণ্ডল (৫)-এর সভাপতি দীপক ওরাওঁ বলেন, শাসকদলের নেতারা একশো শতাংশ কাজ করেছে বলে দাবি করে। অথচ ক্রান্তির বুকে একটি সরকারি বাস চালু করতেও তারা ব্যর্থ। ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহাদেব রায় জানান, দলীয়ভাবে বিষয়টি আমরা নিগমের চেয়ারম্যানের কাছে জানিয়েছি। নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বন্যা পরিস্থিতির পর বাস পরিষেবা চালুর আশ্বাস দিয়েছেন।

> সরকারি বাস থাকলে জলপাইগুড়ি থেকে প্রতিদিন খুব সহজেই স্কুলে যাতায়াত করা যেত। স্কুল টাইমে কোনও বাসই নেই। এতে প্রচণ্ড সমস্যা হয়।
>
> মৌতপা বক্সী
> *প্রধান শিক্ষিকা, ক্রান্তি বালিকা বিদ্যালয়*

রসুন চাষ ও সংরক্ষণে উদ্যোগ

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে রসুন চাষ।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : পেঁয়াজের পর এবার জলপাইগুড়ি জেলায় রসুন চাষ ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নিল উদ্যানপালন দপ্তর। নতুন করে জেলায় ৭৫ হেক্টর জমিতে দপ্তরের তরফ থেকে রসুন চাষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমনকি রসুন চাষ সহ সংরক্ষণে কৃষকদের সরকারি ভরতুকি দেওয়া হবে বলেও দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা খুরশিদ আলম জানান। জলপাইগুড়ি জেলায় এখন ১৫০ হেক্টর জমিতে রসুন চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু স্থানীয় বাজারে রসুনের চাহিদা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় বাইরে থেকে রসুন এনে বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে। বাজারে বর্তমানে কেজি প্রতি রসুন ৩০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

তাই বর্তমানে জেলার জলপাইগুড়ি সদর, রাজগঞ্জ, ক্রান্তি ও ধূপগুড়ি ব্লকে নতুন করে ৭৫ হেক্টর জমিতে রসুন চাষ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। খুরশিদ আরও জানান, কৃষকদের রসুন চাষে হেক্টর প্রতি ২০ হাজার টাকা করে সরকারি ভরতুকি দেওয়া হবে। চলতি বছরের অক্টোবর মাস থেকে রসুন চাষ শুরু করলে আগামী বছর মার্চ ও এপ্রিলে কৃষকরা রসুন জমি থেকে তুলতে পারবেন। এদিকে কৃষকরা কীভাবে রসুন সংরক্ষণ করতে পারবেন সে সম্পর্কে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়াও শুরু করেছে উদ্যানপালন দপ্তর।

এনিয়ে নানা প্রচারপত্র বিলিও করা হচ্ছে। অ্যাসবেস্টসের ছাদ দেওয়া কংক্রিটের সংরক্ষণকেন্দ্রে ২৫ মেট্রিক টন পর্যন্ত রসুন সংরক্ষণ করা যাবে। ওই রসুন সংরক্ষণকেন্দ্র নির্মাণে প্রায় ২ লক্ষ টাকা খরচ হবে। মোট খরচের অর্ধেক টাকা সরকারি ভরতুকি দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। ফলে এভাবে আরও বেশি করে রসুন চাষ বাড়ানো এবং সঠিকভাবে তা সংরক্ষণ করা হলে ন্যায্য দামে রসুন বিক্রি করে লাভের মুখ দেখতে পাবেন কৃষকরা।

রাজগঞ্জ থানার কালীপুজোর ১১০ বছর

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৩ অক্টোবর : রাজগঞ্জ ব্লকের পুরোনো কালীপুজোগুলোর মধ্যে অন্যতম রাজগঞ্জ থানার কালীপুজো। স্থানীয়রা জানালেন, এবছর এই পুজো ১১০ বছরে পা দিল। রাজগঞ্জ পুলিশ এবং এলাকার ব্যবসায়ীদের যৌথ উদ্যোগে এই পুজো শুরু হয়েছিল আনুমানিক ১৯১৫ সাল নাগাদ। থানা প্রতিষ্ঠার দু'বছরের মাথায় নাকি কালীপুজোর প্রচলন হয়। তবে সঠিক বছর না জানা থাকলেও পুজোকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষের উদ্দীপনার কমতি নেই।

সত্তরোর্ধ্ব রাজগঞ্জের প্রবীণ শিক্ষক বিনয় ঝায়ের সঙ্গে কালীপুজো নিয়ে কথা হল। তিনি ছোটবেলা থেকে রাজগঞ্জ থানার এই কালীপুজো দেখে আসছেন। তবে তখন থানার সামনে বাঁশের বেড়া দেওয়া এবং টিনের চালার একটি ঘরে পুজোর আয়োজন করা হত। তাঁর কথায়, 'টিনের চালার ঘরে মাটির প্রদীপ এবং হ্যাজাক জ্বালিয়ে পুজো হত। আমি আমার বাবার হাত ধরে এই পুজো দেখতে যেতাম। তখন আশপাশে হাতেগোনা দুই-একটা পুজো হত।'

রাজগঞ্জ থানার কালী মন্দির।

> টিনের চালার ঘরে মাটির প্রদীপ এবং হ্যাজাক জ্বালিয়ে পুজো হত। আমি আমার বাবার হাত ধরে এই পুজো দেখতে যেতাম। তখন আশপাশে হাতেগোনা দুই-একটা পুজো হত।
>
> বিনয় ঝা
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

এখন অবশ্য ছবিটা বদলেছে। এখন আর টিনের চালার ঘরে পুজো হয় না। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুজোর আয়োজনে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। তৈরি করা হয় মণ্ডপ। আলোকসজ্জাতেও থাকে শহরের পুজোগুলোকে পাল্লা দেওয়ার প্রবণতা। পুজো কমিটির সভাপতি স্থানীয় ব্যবসায়ী সঞ্জীব মোদক (রাজু) বললেন, 'থানার পুজো হলেও এখন সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী সমিতি এবং পুলিশ, সকলে মিলেই এই পুজো করে থাকি। শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত রাজগঞ্জ থানা আবাসিক ব্যবসায়ী সমিতি কালীপুজো কমিটি নামে পুজো করা হয়।' তাঁর সংযোজন, 'শতাব্দীপ্রাচীন এই পুজোকে ঘিরে রাজগঞ্জের মানুষের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। প্রতি বছর প্রচুর মানুষ এখানে আসেন ভোগ খেতে, প্রতিমা দর্শন করতে।' এবার পুজোর তিনদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবারে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। পরেরদিন বস্ত্র বিতরণ এবং বৃহস্পতিবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

রাজগঞ্জের কালী প্রতিমা প্রসঙ্গে স্থানীয় শিক্ষক অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'আমার বাবাদের আমলে এখানে রাজস্থান থেকে গাড়ি করে এনে মা কালীর পাথরের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। সেই মূর্তিতেই এখনও পুজো করা হয়। রাজগঞ্জের মানুষের কাছে জাগ্রত এই মা কালীকে মানেন অনেকেই। পাশের জেলা থেকেও অনেকে পুজো দেখতে আসেন।'

সাম্প্রতিক দুর্যোগের জেরে উত্তরের গরুমারা ও জলপাইগুড়ির বনাঞ্চলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এর মধ্যে লোকালয়ে বুনোদের আনাগোনা বনকর্তাদের চিন্তার কারণ। বন্যপ্রাণীদের উত্ত্যক্ত না করার পরামর্শ দিয়েও বিশেষ লাভ হচ্ছে না।

মানুষ-বুনো সংঘাতে চিন্তা বাড়ছেই

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

সরস্বতী বনবস্তিতে লোকালয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাতি।

১৩ অক্টোবর : শালবাড়িতে অজগর কাঁধে নিয়ে উল্লাসের ছবি ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। ময়নাগুড়িতে হরিণের মাংস নিয়ে ধরা পড়েছেন একজন। আবার ছররায় আহত হাতিকে কুমলাই চা বাগানে দিনভর ঢিল ছুড়ে উত্ত্যক্ত করা হয়েছে। একদিকে মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাতের এমন ছবি থাকলেও শালবাড়ির ভান্ডানি এলাকায় হরিণ উদ্ধার বা বৌলবাড়িতে অজগর উদ্ধার করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে বনকর্তাদের। তবে, লোকালয়ে একের পর এক বন্যপ্রাণীদের বেরিয়ে আসা তাঁদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে থাকছেই। লোকালয়ে চলে আসা বন্যপ্রাণীদের উত্ত্যক্ত না করার পরামর্শ দিলেও তাতে বিশেষ লাভ হচ্ছে না।

সাম্প্রতিক দুর্যোগের জেরে উত্তরের গরুমারা ও জলপাইগুড়ির বনাঞ্চলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কোথাও ঘাসজমি পলিতে ভরে গিয়েছে। আবার কোথাও হেক্টরের পর হেক্টর বনভূমি প্লাবিত হয়েছে। প্রচুর বন্যপ্রাণী ভেসে গিয়েছে বা মারা গিয়েছে। সেই সময়ই বন দপ্তরের কর্তারা আশঙ্কা করেছিলেন যে, লোকালয়ে বন্যপ্রাণীর হানা বাড়বে। গত কয়েকদিনের ঘটনায় সেই আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে।

গত শুক্রবার শালবাড়ি এলাকায় ১২ ফুট লম্বা একটি অজগর উদ্ধার হয়। স্থানীয়রা এই সাপ দেখতে ভিড় জমান। সমাজমাধ্যমে দেখা যায় এক ব্যক্তি অজগরটিকে কাঁধে নিয়ে হাঁটতে শুরু করেন। তাঁর পিছনে গ্রামবাসীরাও হাঁটতে থাকেন। তাঁদের উল্লাসের এই ভিডিও সোমবার ভাইরাল হতেই সমালোচনার ঝড় উঠে যায়। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য কৌশিক বারি বলেন, 'এধরনের ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। অজগর কাঁধে নিয়ে রীতিমতো উল্লাস চলছে।' যদিও মোরাঘাটের রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, 'মানুষ সচেতন না হলে এধরনের ঘটনা আটকানো সম্ভব নয়।'

রবিবার মাল মহকুমার ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমলাই চা বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে আটকে পড়া হাতিকে স্থানীয়রা ঢিল ছুড়ে উত্ত্যক্ত করে। বন দপ্তরের জলপাইগুড়ির ডিএফও বিকাশ ভি মনে করেন, মানুষ ও বন্যপ্রাণী সংঘাত আটকাতে হলে মানুষকে আরও সচেতন করতে হবে।

এদিন সকালে বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য শালবাড়ি ভান্ডানি এলাকায় পূর্ণবয়স্ক হরিণ উদ্ধার হয়। হরিণটি স্থানীয় একজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। খবর পেয়ে মোরাঘাট রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তাঁরা হরিণটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। বন দপ্তর জানিয়েছে, হরিণটি বার্কিং ডিয়ার প্রজাতির।

গরুমারা ও লাটাগুড়ি জঙ্গল লাগোয়া সরস্বতী বনবস্তিতে এদিন সকালে একটি দাঁতাল ঢুকে পড়ে। তবে এখানে স্থানীয় গ্রামবাসী অনিল ওরাওঁ জানান, হাতিটি বের হওয়ার পর স্থানীয় গ্রামবাসী কেউ সেটিকে উত্ত্যক্ত করেননি। ঘণ্টাদুয়েক হাতিটি গ্রামে ঘোরাঘুরি করে জঙ্গলে ফিরে যায়। অন্যদিকে, ময়নাগুড়ির বৌলবাড়ি সংলগ্ন একটি চা বাগানে সোমবার একটি অজগর উদ্ধার হয়। অজগরটিকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরিবেশপ্রেমীদের মতে, বন্যার পর জঙ্গলে বন্যপ্রাণীদের খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। তাই খাবারের খোঁজে সেগুলি লোকালয়ে চলে এসেছে।

ত্রাণশিবিরের পাশে চিতাবাঘ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৩ অক্টোবর : একে বন্যায় রেহাই নেই, সঙ্গে দোসর চিতাবাঘের আতঙ্ক। গাঠিয়া নদীর বিধ্বংসী জলোচ্ছ্বাসে টন্ডু বস্তির দুর্গতদের রবিবার থেকে তাঁবু খাটিয়ে অস্থায়ী ত্রাণশিবিরে রাখা হয়েছে। প্রথম রাতেই ওই শিবির সংলগ্ন এলাকায় একটি চিতাবাঘ দেখা গিয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবি। বিষয়টি জানাজানি হতেই দুর্গতদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। যদিও কোনও বিপর্যয় ঘটেনি। বন দপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সজল দে জানান, বন্যাকবলিত বামনডাঙ্গা ও টন্ডু-তে মোট পাঁচটি গাড়িতে প্রতিদিন টহলদারি চলছে। নজরদারি আরও বাড়ানো হবে।

স্থানীয়দের দাবি, টন্ডুর বাসিন্দা ধ্রুব ওরাওঁয়ের বাড়ির সামনে চিতাবাঘটিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। সঞ্জয় কুজুর নামে এক ব্যক্তি বলেন, 'জায়গাটি ত্রাণশিবিরের সামনেই। ফলে অনেকে ভয় পেয়ে যায়। কেউ কেউ বাড়িও চলে যায়।' শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন কৃষ্ণা সাহু। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা শিবিরেই শুয়েছিলাম। আর কোথাও যাইনি। তবে কয়েকজন খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।'

টন্ডু বস্তির একপাশে ডায়নার জঙ্গল। অন্য পাশে গাঠিয়া নদী ও গরুমারা জাতীয় উদ্যান। লোকালয়ে হাতি, চিতাবাঘের আনাগোনা প্রায় বছরভর লেগেই থাকে। চিতাবাঘের আতঙ্কের মধ্যেই নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে ওই অস্থায়ী শিবির নিয়েও। সোমবার বন্যাদুর্গতদের সঙ্গে দেখা করতে ও মৃতদের পরিবারের একজনকে হোমগার্ডের চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিতে বামনডাঙ্গা চা বাগানের মডেল ভিলেজে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি টন্ডুর অস্থায়ী ত্রাণশিবিরেও গিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী যাবেন বলে মাত্র একদিন আগে দুটি জায়গাতেই তাড়াহুড়ো করে তাঁবু খাটিয়ে ত্রাণশিবির তৈরির যৌক্তিকতা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

আতঙ্ক

- গাঠিয়া নদীর বিধ্বংসী জলোচ্ছ্বাসে টন্ডু বস্তির দুর্গতদের রবিবার থেকে তাঁবু খাটিয়ে অস্থায়ী ত্রাণশিবিরে রাখা হয়েছে
- প্রথম রাতেই ওই শিবির সংলগ্ন এলাকায় একটি চিতাবাঘ দেখা গিয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবি
- বিষয়টি জানাজানি হতেই দুর্গতদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়

সিটুর রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলম বিকেলে বামনডাঙ্গায় যান। তাঁর বক্তব্য, 'বাগানে জমির অভাব নেই। এই ধরনের ত্রাণশিবির কোনও সমাধান হতে পারে না।'

তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভানেত্রী মহুয়া গোপ অবশ্য জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী যাতে সবার সঙ্গে এক জায়গা থেকে কথা বলতে পারেন, সেকারণে ওই অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়। তিনি বলেন, 'এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। অনেকে নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন। অহেতুক বিভ্রান্তি তৈরি করতে কিছু মানুষ এই ধরনের কথা বলছেন।'

টন্ডুর অস্থায়ী ত্রাণশিবির। এর কাছেই রবিবার চিতাবাঘ দেখা যায়।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বেলাশেষে।। মেঘালয়ের উমিয়াম লেকে ছবিটি তুলেছেন কৌশিক নন্দী।

মেডিকেলে ফের থ্রেট কালচারের অভিযোগ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : ফের হুমকি সংস্কৃতির অভিযোগ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। ২০২৫ ব্যাচের পড়ুয়াদের রাতে নিয়মিত বিভিন্ন জায়গায় ডেকে অশালীন কথাবার্তা এবং কাজকর্ম করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অভিযুক্ত সেই গত বছরের থ্রেট কালচারের জেরে বহিষ্কার হওয়া পড়ুয়ারা।

অভিযোগ, রাত দেড়টা, দুটো পর্যন্ত 'দাদা-দিদিরা' বিভিন্ন হস্টেল, মাল্টিপারপাস হলঘরে ডেকে মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন করছেন। গত ৯ অক্টোবর দুই পড়ুয়াকে ডেকে মারাত্মক অত্যাচার করা হয় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি কলেজের ফেস্ট 'প্লাজমা'-র জন্য প্রত্যেকের কাছে তিন-চার হাজার টাকা করে দাবি করা হচ্ছে। টাকা না দিলে দেখে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন ওই কমিটিতে থাকা একাধিক সদস্য। সমস্ত অভিযোগ নিয়ে সোমবার দুপুরে মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষের অফিসে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা। পরে তাঁরা কলেজ অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে ঘটনার তদন্ত করে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। অভিযুক্তদের মধ্যে একাধিকজনের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁরা কেউ ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে, কলেজের ডিন অফ স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স অনুপম নাথগুপ্ত বলেছেন, 'আমার কাছেও প্লাজমার জন্য ৫০ হাজার টাকা চেয়েছে। কিন্তু আমি অত টাকা দিতে পারব না বলে দিয়েছি।।'

প্রশ্ন উঠছে, কলেজ পড়ুয়াদের যে গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গত বছর এত অভিযোগ উঠেছিল, তাঁদের আবার প্লাজমা আয়োজনের দায়িত্ব কীভাবে দেওয়া হল? এমনকি কার মদতে ওই গোষ্ঠীর চিকিৎসক পড়ুয়ারা ফের কলেজে জাঁকিয়ে বসেছেন? পুরো ঘটনার দ্রুত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক।

আরজি কর কাণ্ডের পরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজেও থ্রেট কালচারের অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কলেজ কাউন্সিলের বৈঠক ডেকে বেশ কয়েকজন অভিযুক্তকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে বহিষ্কৃত পড়ুয়ারা উচ্চ আদালতে গিয়ে পরীক্ষায় বসার

শিলিগুড়ি

অনুমতি পান।

কিন্তু সেই পড়ুয়ারাই আবার কলেজে নতুন ছাত্রছাত্রীদের ওপরে অত্যাচার শুরু করেছেন বলে অভিযোগ। প্রথম বর্ষের একাধিক পড়ুয়া এদিন বলেছেন, রাতে মাল্টিপারপাস হলে ডেকে অথবা হস্টেলের অন্য ঘরে ডেকে দাদা-দিদিরা অশালীন কাজকর্ম করতে বলেন। টানা আড়াই, তিন ঘণ্টা অযথা দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দেন। পুজোর আগে থেকেই এই ঘটনাগুলি শুরু হয়েছে। কিন্তু আতঙ্কে কেউ মুখ খুলতে পারছে না। ৯ অক্টোবর রাতে দুজন পড়ুয়াকে শারীরিকভাবে নিগৃহীত করা হয়। এই ঘটনা কাউকে জানালে দেখে নেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। এর পরেই সমস্ত পড়ুয়া একজোট হয়ে প্রতিবাদের রাস্তায় হেঁটেছেন।

টুকরো খবর

বিকল হাইমাস্ট

ক্রান্তি, ১৩ অক্টোবর : দীর্ঘদিন ধরে হাইমাস্ট লাইট বিকল থাকায় অন্ধকারে ডুবে থাকছে রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁঠালগুড়ি মোড়। জলপাইগুড়ির প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মনের সময় ওই হাইমাস্ট লাইটটি লাগানো হয়েছিল। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বিগত কয়েক বছর ধরে লাইটটি বিকল হয়ে পড়ে থাকায় সন্ধ্যা হলেই অন্ধকারে ডুবে থাকছে গোটা এলাকা। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জয় ওরাওঁ জানান, ওই হাইমাস্ট লাইটটি মেরামতির চেষ্টা করা হচ্ছে।

দুটি মন্দিরে চুরি

জলপাইগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : মোহিতনগর গোলগুমটি এলাকায় পরপর দুটি মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটল। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা। অভিযোগকারী প্রতাপ রায় জানান, রবিবার মাঝরাতে তাঁর বাড়ি লাগোয়া কালী মন্দিরে চুরি হয়। এরপর সকালে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, চোর বাইকে এসেছিল। মন্দিরের তালা ভেঙে মূর্তির সোনা-রুপোর আনুমানিক চার লক্ষ টাকার অলংকার নিয়ে পালিয়েছে সে। সকালে প্রতাপ এ-ও জানতে পারেন, তাঁর বাড়ির কিছু দূরে থাকা মৃণালকান্তি সরকারের বাড়ির মন্দির থেকেও প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার অলংকার চুরি হয়েছে। এরপরই তিনি থানায় অভিযোগ জানান।

দাবিপত্র

জলপাইগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : পৃথক রাজ্য নয় বরং স্বশাসিত কামতাপুর পর্ষদ বা কামতাপুর উন্নয়ন বোর্ড গঠনের দাবি তুলল এক্স কেএলও লিংকম্যান মহিলা (নারী) মঞ্চ সমন্বয় কমিটি। সোমবার জলপাইগুড়ি শহরের রাজবাড়িপাড়া থেকে মিছিল করে জেলা শাসকের দপ্তরে যায় তারা। সংগঠনের সভাপতি জ্যোৎস্না রায়, সম্পাদিকা গোপা রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে প্রাক্তন কেএলও লিংকম্যানদের চাকরি দেওয়ার পাশাপাশি কেএলও লিংকম্যানের ওপর চলা একাধিক মামলা প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন। জেলা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পাঠিয়ে আলোচনার সময় চেয়েছেন তাঁরা।

কীর্তনের সুরে জমল ভাণ্ডারীমেলা

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৩ অক্টোবর : প্রতিবারের মতো এবারও ক্রান্তির চেকেন্দা ভাণ্ডারীমেলাতে বৈষ্ণবদের কীর্তনের আসর বসেছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে তাঁরা মেলায় এসেছেন। সন্ধ্যার পর এই কীর্তন শুনতে অনেকেই ভিড় জমাচ্ছেন বৈষ্ণবদের আখড়ায়। পরিবার নিয়ে মেলায় এসেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম মণ্ডল। তিনি বললেন, 'রোজ মেলায় এসে কীর্তন শুনি। মনটা শান্ত হয়ে যায়। খুব ভালো লাগে।' আরেক বাসিন্দা তারক বাকালিও এদিন মেলায় এসেছিলেন।

স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দারা জানালেন, বৈষ্ণবদের এই কীর্তনকে কেন্দ্র করেই আট দশক আগে শুরু হয়েছিল চেকেন্দার ভাণ্ডারীমেলা। এখন যেখানে মেলা হচ্ছে, আগে সেখানে কীর্তন এবং পালাগানের আসর বসত। কীর্তন এবং পালাগান শুনতে আশপাশের এলাকার মানুষদের সমাগম হত। ধীরে ধীরে কীর্তনের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসতে শুরু করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেলার কলেবর বেড়েছে। তবে মনোরঞ্জনের অন্যান্য উপায় থাকলেও কীর্তন এখনও মেলার প্রধান আকর্ষণ।

ভাণ্ডারীতে বৈষ্ণবদের কীর্তন।

বৈষ্ণব সেবা আশ্রমের দিলীপ রায় বৈষ্ণব বললেন, 'এই মেলার জায়গায় আগে চেকেন্দা গাছের জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলের মাঝে বৈষ্ণবরা কীর্তনের আসর বসাতেন। বাপঠাকুরদাদের থেকে কীর্তন শিখে এখন আমিও এই মেলায় আসি।' আরেক বৈষ্ণব দীনবন্ধু রায় জানালেন, মেলার শেষদিনে সবাইকে ভোগের প্রসাদ বিলি করা হয়। মেলা কমিটির সম্পাদক কেশবচন্দ্র রায়ের কথায়, 'বৈষ্ণবদের কীর্তন ভাণ্ডারীমেলার অন্যতম আকর্ষণ। আমরা সবসময়ই সহযোগিতার জন্য রয়েছি।' তিনি জানান, চলতি মাসের ১০ তারিখ থেকে মেলা শুরু হয়েছে। চলবে ১৭ তারিখ পর্যন্ত।

বসন্ত বাবাজি, আনন্দ রায়, বুলু রায়, পরীক্ষিৎ রায়রা জানালেন, বছরভর বিভিন্ন জায়গায় বৈষ্ণবলীলা করতে গেলেও ভাণ্ডারীমেলার টানটাই আলাদা। এটা একটা মিলনমেলাও বটে। সকলের সঙ্গে ঈশ্বরের আরাধনার পাশাপাশি এই সাতটা দিন একে অপরের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে ওঠেন।

কালী প্রতিমা গড়ে তাক লাগাল অরিত

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ১৩ অক্টোবর : শিল্পীসত্তার সঙ্গে বয়সের কোনও যোগাযোগ নেই, সেই কথাটি যেন প্রমাণ করে দিল রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবার আদর্শপাড়া কলোনির বাসিন্দা অষ্টম শ্রেণির ছাত্র অরিত দত্তগুপ্ত। কাঠের পাটাতনের ওপর মাটি দিয়ে সে দুই ফুট তিন ইঞ্চির কালী প্রতিমা বানিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। বছর পনেরোর এই কিশোর শুধু কালী নয়, মাটি দিয়ে দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিকের প্রতিমা এমনকি সিমেন্ট দিয়ে বজরঙ্গবলীর মূর্তিও বানিয়েছে।

অরিত বেলাকোবা বয়েজ হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। ওই কিশোর বলে, 'ছোটবেলা থেকে আমি কুমোর বাড়ি থেকে মাটি নিয়ে আসতাম। সেই মাটি দিয়ে পুতুল বানাতাম। এরপর ইচ্ছে হয় প্রতিমা গড়ার। ২০২২ সালে আমি প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু করি। গত বছর প্রথমবার ৫ ইঞ্চির কালী প্রতিমা বানিয়েছিলাম।' সে জানায়, এই প্রতিমাটি গড়তে তার মোট ১৫ দিন সময় লেগেছে। মূর্তিতে মোট আট রকমের রং ব্যবহার করেছে সে। সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে পড়াশোনার চাপ থাকে বলে শনি ও রবিবার সে এই কাজ করত। কালী প্রতিমার পাশাপাশি সে শিব ঠাকুরের মূর্তি, শিয়াল, সাপ, ডাকিনী-যোগিনী ও ছিন্নমস্তার মূর্তিও বানিয়েছে।

তার বাবা পিন্টু দত্তগুপ্ত পেশায় এক ফ্যাক্টরির কর্মী। তিনি জানান, তাঁদের পরিবারের কেউ মৃৎশিল্পের সঙ্গে যুক্ত নয়। তবে অরিত পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকতে খুব ভালোবাসে।

অরিতের মা অলি দত্তগুপ্তের কথায়, 'ছোট থেকে ওর প্রতিমা গড়ার প্রতি ঝোঁক রয়েছে। আমরা অরিতকে সবরকমভাবে সহযোগিতা করেছি।'

পরিদর্শন

ধূপগুড়ি ও নাগরাকাটা, ১৩ অক্টোবর : স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম আচমকা ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন। সোমবার জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদার তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা মহকুমা হাসপাতালের নতুন ভবন তৈরি সহ ইমার্জেন্সি বিভাগ ঘুরে দেখেন। তবে এই বিষয়ে প্রধান সচিব সংবাদমাধ্যমে কিছু বলতে চাননি। বিএমওএইচের ঘরে বসে অনেকক্ষণ বৈঠকের পর তাঁরা বেরিয়ে যান। সোমবার নারায়ণস্বরূপ নিগম সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। রোগী পরিষেবার মান আরও উন্নত করতে তিনি বেশ কয়েকটি নির্দেশ দেন। এদিন পরে নারায়ণস্বরূপ বামনডাঙ্গা চা বাগানের মডেল ভিলেজে ও টন্ডু বস্তিতে দুর্গতদের জন্য চালু হওয়া স্বাস্থ্য শিবিরে যান।

মমতাকে ফুল

নাগরাকাটা, ১৩ অক্টোবর : 'দিদি'র জন্য ফুলের তোড়া হাতে অপেক্ষা করছিল সুলকাপাড়ার এক খুদে আফরিন হোসেন মিম। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় যাওয়ার সময় আফরিন 'দিদি, দিদি' বলে ডাকতে থাকে। তা কানে যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কনভয় থামিয়ে আফরিনের ফুল গ্রহণ করেন তিনি। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিকেলে। এদিন বামনডাঙ্গা-টন্ডু চা বাগানে দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করে মুখ্যমন্ত্রী ফিরছিলেন। আফরিন বাবা হোসেন মহম্মদ এরশাদের সঙ্গে সুলকাপাড়া বাজারের রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তার ডাকে মুখ্যমন্ত্রী সাড়া দেওয়ায় দারুণ খুশি এই খুদে।

জখম ১

ধূপগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : সাইকেল ও বাইকের সংঘর্ষে এক তরুণ আহত হলেন। তাঁর নাম সঞ্জয় রায়। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের বিনয় শা মোড় এলাকায়। সাইকেলচালক অবশ্য সামান্য আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়নি। দমকলবাহিনী আহত সঞ্জয়কে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। আপাতত তিনি জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

দুর্যোগে বেহাল শৌচাগার

নাগরাকাটা, ১৩ অক্টোবর : দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মডেল ভিলেজের শৌচাগার। বিধ্বংসী প্লাবনের জেরে বেশিরভাগেরই হয় শৌচালয়গুলি ভেঙে গিয়েছে, অথবা ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে সমস্যার মুখে মহিলারা। লক্ষ্মী সাহু নামে মডেল ভিলেজের এক মহিলা বলেন, 'জলস্রোত ভেঙে সেদিন সকালে কোনওরকমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচি। ঘরদোর তো ভেঙেই গিয়েছে। শৌচালয়গুলির অবস্থা খারাপ। বাইরে গেলে হাতি-চিতাবাঘের ভয়। দ্রুত শৌচালয়গুলি তৈরি করে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।' দ্রুত যাতে শৌচালয় তৈরি করে দেওয়া হয় সেই আর্জি জানাচ্ছেন তাঁরা।

নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা করা হয়েছে। যাদের যা সমস্যা তা দ্রুত মিটিয়ে ফেলতে প্রশাসন বদ্ধপরিকর।' প্লাবনে ভেসে গিয়ে ওই মডেল ভিলেজের ১০ জন মারা যান। এখনও পর্যন্ত একটি শিশুও নিখোঁজ রয়েছে। সেখানকার বাড়িঘরগুলি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রশাসনের উদ্যোগে মডেল ভিলেজ সাফাইয়ের কাজটি অনেকটাই করে দেওয়া হয়েছে। তবে শৌচালয় নিয়ে সেখানকার মহিলারা সমস্যার শিকার। বর্তমানে মডেল ভিলেজের দুর্গতদের অস্থায়ী শিবিরে রাখা হয়েছে। অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া এক মহিলা বলেন, 'পরিষ্কার করে দেওয়ার পরও ঘর এখনও বসবাসের উপযুক্ত হয়নি। শৌচালয়ের পরিস্থিতি তো আরও খারাপ।' সোমবার মডেল ভিলেজের মাঠে দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মৃতদের পরিবারপিছু একজনকে স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন। ৬ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী লুকসানের কালিখোলায় এসে ৫ জনের পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ তুলে দেন। পরে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন আরও ৫ জনের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা করে দেয়।

মনা মাঙ্কিমুন্ডা নামে আরেক মহিলা বলছেন, 'শৌচালয় ছাড়া কি আর রোজকার জীবন চলে? ভীষণ সমস্যার মধ্যে রয়েছি আমরা।'

ছোট্ট তারা

দক্ষিণ খয়েরবাড়ির বাসিন্দা ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র রোহিত মণ্ডল দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পেয়েছে। তার এই সাফল্যে খুশি পরিবার ও স্থানীয়রা।

রাস্তা বেহাল

বড়দিঘি, ১৩ অক্টোবর : দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নলবাড়ি গ্রামের রাস্তা। কাঁচা রাস্তায় যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়তে হয় গ্রামের ২৫টি পরিবারকে। বর্ষাকালে জলকাদার মধ্যে দিয়ে স্কুল ও টিউশনে যেতে হয় পড়ুয়াদের। যদিও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা মুন্ডা আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 'গ্রামের মানুষদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ করা হয়েছে। রাস্তার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন মহলের নজরে আনা হয়েছে। আমাদের আশা, আগামী বছরে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

রাধাকুণ্ড স্নান

জলপাইগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : ঢোলগ্রাম মন্দির কমিটির ব্যবস্থাপনায় সোমবার সূর্যাস্তের পর থেকে নগর বেরুবাড়ি ও খারিজা বেরুবাড়ির ঢোলগ্রাম মন্দির প্রাঙ্গণে রাধাকুণ্ড মহাস্নানযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। স্নানযাত্রার অনুষ্ঠানটি রাত ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত চলে। রাধামাধব ও ঠাকুরজির শৃঙ্গারপর্ব শেষে এদিন ভগবদগীতা পাঠ করা হয়। এই উপলক্ষ্যে মন্দিরের ঢোলগ্রাম বারুণীমেলা স্থানে প্রচুর সংখ্যক পুণ্যার্থী উপস্থিত হয়েছিলেন। সূর্যোদয়ের মুহূর্তে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ধনতলা এলাকায় সোমবার এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। এদিন জগদীশ বর্মন (৪৫) নামে ওই ব্যক্তির বাড়ি থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। বাড়িতে একাই থাকতেন জগদীশ। স্থানীয় একটি বেকারিতে কাজ করতেন। খবর পেয়ে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে এনজেপি থানার পুলিশ।

সুভাষপল্লিতে তিরুপতি বালাজি মন্দির

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১৩ অক্টোবর : দক্ষিণ ভারতে গিয়ে তিরুপতি বালাজি মন্দির দর্শনের সৌভাগ্য যাঁদের হয়নি, তাঁরা আশাহত হবেন না। ওদলাবাড়ির সুভাষপল্লি সর্বজনীন শ্যামাপুজো কমিটি আসন্ন শ্যামাপুজোয় তিরুপতি বালাজি মন্দির দর্শনের সুযোগ করে দিতে চলেছে। নেতাজি সুভাষ অ্যাথলেটিক ক্লাবের পরিচালনায় সুভাষপল্লি সর্বজনীন শ্যামাপুজোর এবার ৪৮তম বর্ষ। কয়েক বছর ধরে জেলার অন্যতম সেরা শ্যামাপুজো আয়োজকদের মধ্যে অন্যতম সুভাষপল্লি সর্বজনীন। পুজো কমিটির মূল কর্ণধার ও সভাপতি তমাল ঘোষ ও সহযোগী সম্পাদক সুকান্ত চৌধুরী জানান, তিরুপতি বালাজি মন্দিরের অনুকরণে ৭০ ফুট উঁচু ও ৬০ ফুট চওড়া বিশাল মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। কোচবিহারের ডেকোরেটার লক্ষ্মণ বর্মনের নেতৃত্বে ২০ জন মণ্ডপ নির্মাণশিল্পী কাজ করছেন।

সুপারির খোল, খোসা, হোগলা পাতা ও বাঁশ দিয়ে মণ্ডপের ভিতর ও বাইরের কারুকাজ ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। মূল মণ্ডপের অন্দরমহলে সাধারণত বিষ্ণুদেবের ৯টি মূর্তি থাকবে। এগুলিও সুপারির খোল দিয়ে তৈরি হচ্ছে। একেবারে নিখুঁত ও দৃষ্টিনন্দন কারুকার্যে মণ্ডপটি ১৫০টি পালকো লাইটের আলোয় ভাসবে বলে ডেকোরেটার লক্ষ্মণ বর্মন জানিয়েছেন। পুজো কমিটির সভাপতি তমাল ঘোষের কথায়, 'প্রতিবছর ডুয়ার্স ও জেলার বিভিন্ন প্রান্তের দর্শনার্থীরা আমাদের মণ্ডপে আসেন। এবছরও দর্শনার্থীদের আনন্দ দিতে দু'দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ, ভূরিভোজের মতো সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করেছি। একইসঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের হাতে যতটা সম্ভব ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর কাজ কয়েকদিন ধরে চলছে।'

এছাড়া আলোকসজ্জাতে বড় চমক থাকছে। মণ্ডপের সামনের সড়কজুড়ে ৯টি আলোকতোরণ তৈরি হচ্ছে। চন্দননগরের আলোকশিল্পী শ্রীকান্ত কুর্মির নেতৃত্বে আলোর কারসাজিতে পথের পাঁচালির ট্রেন ছোটার মুহূর্ত যেমন তুলে ধরা হবে, তেমনি তোরণগুলিতে অক্টোপাস, ময়ূরপঙ্খী জাহাজ দেখা যাবে। শ্রীকান্ত বলেন, 'এতদিন ধরে আমরা বোর্ডের ওপর ছোট ছোট বালব জ্বেলে আলোর কারসাজি দেখে এসেছি। এবার প্রথম বোর্ডের বদলে জানলায় ব্যবহৃত নেটের ওপর ফিতে লাইটের উজ্জ্বল আলো দিয়ে কাজ করছি। আশা করছি দর্শনার্থীদের আনন্দ দিতে পারব।'

মণ্ডপ বাঁধার কাজ চলছে দ্রুতগতিতে।

> এতদিন ধরে আমরা বোর্ডের ওপর ছোট ছোট বালব জ্বেলে আলোর কারসাজি দেখে এসেছি। এবার প্রথম বোর্ডের বদলে জানলায় ব্যবহৃত নেটের ওপর ফিতে লাইটের উজ্জ্বল আলো দিয়ে কাজ করছি। আশা করছি দর্শনার্থীদের আনন্দ দিতে পারব।
>
> **শ্রীকান্ত কুর্মি** *আলোকশিল্পী*

বিগ বাজেটের এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ দেবীমূর্তি। শিলিগুড়ির কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীর তৈরি প্রতিমা দর্শনার্থীদের তাক লাগাবে বলে ক্লাবকর্তাদের দাবি। সবমিলিয়ে 'উত্তরের স্পর্শে দক্ষিণের অবলোকন' সফলভাবে ফুটিয়ে তুলতে সুভাষপল্লিতে চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে।

বর্ষা বিদায়

পাকাপাকিভাবে দক্ষিণবঙ্গ সহ রাজ্যজুড়ে বিদায় নিল বর্ষা। আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। মঙ্গলবার থেকেই শুষ্ক আবহাওয়া ও রাতের দিকে শীতের আমেজ পাবেন রাজ্যবাসী।

বিজয়া সম্মিলনি

সোমবার ডায়মন্ড হারবার লোকসভার আমতলায় বিজয়া সম্মিলনি পালন করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপলক্ষ্যে এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

মেট্রোর ঘোষণা

আগামী বছর জুলাই মাস থেকে ফের কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন থেকে ট্রেন চলাচল শুরু হতে পারে। ইতিমধ্যেই কাজের অগ্রগতি অনেকটা হয়েছে। সমীক্ষক সংস্থা সমীক্ষা করে এই রিপোর্ট দিয়েছে।

জামিন মঞ্জুর

কসবা আইন কলেজে গণধর্ষণ কাণ্ডে জামিন পেলেন নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করে আলিপুর আদালত।

শ্রমশ্রীতে নাম ১০ শতাংশ

কাজের ব্যবস্থা না থাকায় অনাগ্রহ পরিযায়ীদের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে শ্রমশ্রী প্রকল্প চালু করেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু প্রকল্প ঘোষণার ২ মাস পরেও এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার হার অত্যন্ত হতাশাজনক। এই রাজ্যে কর্মসংস্থানের কোনও বিকল্প সুযোগ না থাকাই পরিযায়ী শ্রমিকদের অনিচ্ছার প্রধান কারণ বলে মনে করছেন প্রশাসনিক কর্তারা। এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের হিসাব অনুযায়ী ২২ লক্ষ ৩০ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক বিভিন্ন রাজ্যে কর্মরত। তাঁদের কয়েকজন বাংলাভাষী বলে অত্যাচারের শিকারও হয়েছিলেন। তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছেন। কিন্তু অধিকাংশ পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্য সরকারের প্যাকেজে আগ্রহী না হয়ে ওই রাজ্যেই কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্তত রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরের তথ্য তাই বলছে।

রাজ্যে ২২ লক্ষ ৩০ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন বলে সমীক্ষায় জানতে পেরেছে নবান্ন। রাজ্যে ফিরে আসার জন্য তাঁদের আগামী এক বছর ৫ মাসে ৫ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তও ঘোষণা করে রাজ্য। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য শ্রমশ্রী পোর্টালও চালু হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মাত্র ১২,৫০৩ জন এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেছেন। যা মূল পরিযায়ী শ্রমিকের ১০ শতাংশও নয়। আবার নথিভুক্ত করা শ্রমিকদের অনেকেই নিজের কর্মস্থলে ফিরে গিয়েছেন। তাঁরা এই রাজ্যে কাজের জন্য ফিরে আসবেন কি না, তা নিয়েও সন্দিহান শ্রম দপ্তরের কর্তারা। অথচ তাঁদের ভাতা তাঁদের নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে যাচ্ছে। ফলে এই প্রকল্পের যৌক্তিকতা কী, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। এই প্রকল্প যে পরিযায়ী শ্রমিকদের এই রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে না, তা মনে করছেন নবান্নের কর্তারা। তাই ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের কী সুযোগ করা যায়, তা নিয়ে শ্রম দপ্তরকে চিন্তাভাবনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম বলেন, 'ভিনরাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকরা আক্রান্ত হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমশ্রী প্রকল্প নিয়েছিলেন। অন্য রাজ্য থেকে যাঁরা ফিরে এসেছেন, তাঁদের অনেকেই এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেছেন। তবে গোটা বিষয়টি দেখছে শ্রম দপ্তর। তাই এই নিয়ে শ্রম দপ্তরই বিস্তারিত বলতে পারবে।' রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, 'ধীরে ধীরে যাঁরা ফিরে আসছেন, তাঁরা নাম নথিভুক্ত করছেন। নথিভুক্ত হওয়ার কাজ এখনও শেষ হয়নি। ফলে এই প্রকল্প যে কার্যকর নয়, তা বলা যাবে না। আমরাও বিকল্প কাজের সন্ধান দিচ্ছি। ফলে ভিনরাজ্যে কর্মরত শ্রমিকরা পাকাপাকিভাবে এই রাজ্যে ফিরে আসার ভাবনাচিন্তা করছেন।'

উদ্দেশ্য ব্যর্থ

- ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচারের পর শ্রমশ্রী প্রকল্প চালু করে রাজ্য সরকার
- আগামী এক বছর ৫ হাজার টাকা করে মাসে ভাতা দেওয়ার ঘোষণা
- ২২ লক্ষ ৩০ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে কাজ করেন
- এখনও পর্যন্ত মাত্র ১২৫০৩ জন নাম নথিভুক্ত করেছেন

উত্তরবঙ্গে এসআইআর প্রস্তুতি ধীরগতিতে

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : দীপাবলি থেকে জগদ্ধাত্রী পুজো, একটার পর একটা ছুটির কারণে চলতি মাসের মধ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন শুরু করা সম্ভব নয়। এমনটাই মনে করছে নির্বাচন কমিশনের কর্তাদের একাংশ। ১৫ অক্টোবরের মধ্যে ভোটার তালিকা ম্যাপিংয়ের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। কিন্তু কর্মী নিয়োগ সহ একাধিক জটিলতা থাকায় এসআইআর প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করা আদৌ সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে কমিশনের কর্তাদের মধ্যে। এরই মধ্যে সোমবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানালেন, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ম্যাপিং ও আপলোডিংয়ের কাজ শেষ হয়েছে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ম্যাপিংয়ের কাজ চলছে ধীর গতিতে। প্রয়োজনে ওই দুই জেলায় ম্যাপিংয়ের জন্য কলকাতা থেকে প্রতিনিধিদের পাঠানো হবে।

কমিশন কর্তাদের একাংশের ধারণা, নভেম্বরের আগে সারা রাজ্যে এসআইআর শুরু করা সম্ভব নয়। তবে এদিন সব জেলার নির্বাচনি আধিকারিকদের বৈঠকে মনোজ জানিয়েছেন, সব জেলাতেই দ্রুততার সঙ্গে কাজ চলছে। ঝাড়গ্রামের ক্ষেত্রে ৭৪ শতাংশ ভোটার তালিকা মিলে গিয়েছে। ম্যাপিংয়ে মিল থাকা ভোটারদের নতুন করে নথিপত্র প্রমাণ বা যাচাইয়ের প্রয়োজন হবে না। সমস্ত তথ্য দেওয়া থাকবে বিএলও-দের অ্যাপে। তা দেখেই যাচাইকরণ প্রক্রিয়া চলবে। গোটা পদ্ধতিতে সরাসরি নজর রাখবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। রাজনৈতিক দলগুলির মনোনীত বিএলএ-দের সঙ্গে নিয়ে সমগ্র প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। যদিও ৮০,৬০০টি বিএলও পদের সামান্য কিছু ক্ষেত্রে এখনও নিয়োগ বাকি। প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়নি সবাইকে। উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের কারণে প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিএলওদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারেননি উপ-নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী, কমিশনের সচিব এসবি যোশি, উপসচিব অভিনব আগরওয়াল ও কমিশনের ডিজি (আইটি) সীমা খান্না। পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে চলতি মাসের শেষে এই বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১৫২টিতে কমিশনের গাইডলাইনের বিরুদ্ধে গিয়ে জুনিয়ার আধিকারিকদের ইআরও হিসেবে নিয়োগ করা নিয়ে ইতিমধ্যেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে মুখ্যসচিব ও সিইও-র কাছে নির্দেশ এসেছে। এই পদগুলোতে পুনর্নিয়োগ না হলে এসআইআর প্রক্রিয়া থমকে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল বলে মনে করছেন কমিশনের কর্তারা। কিন্তু এত জটিলতা পেরিয়ে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এদিনের বৈঠক থেকে স্পষ্ট, এসআইআর চালু নিয়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে কমিশনের। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষ করা আগামী মাসের মধ্যেও সম্ভব নয়। অকারণ গাজোয়ারি করে নতুন ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার কোনও মানে হয় না। এসআইআর চালু হলে শাসকদল আরও দৃঢ়ভাবে আন্দোলনে নামবে।'

জ্বরে কাবু শমীক হাসপাতালে

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : অসুস্থ হয়ে সোমবার সকালে হাসপাতালে ভর্তি হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরেই জ্বরে ভুগছিলেন তিনি। সোমবার সকালে আরও অসুস্থ বোধ করতে থাকেন শমীক। তারপরই তাঁকে বাইপাস সংলগ্ন একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভর্তি করে নেন।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন শমীক। সেখানে দুর্যোগপূর্ণ এলাকাগুলি পরিদর্শন করেছিলেন তিনি। নাগরাকাটায় মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক আক্রান্ত হওয়ার পরই উত্তরবঙ্গে পৌঁছান বিজেপির রাজ্য সভাপতি। এই ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারকে তীব্র

আক্রমণ করেছিলেন শমীক। ঘনিষ্ঠ মহলের মতে, টানা সফরের জন্য তাঁর ধকল চলছিল। উত্তরবঙ্গ থেকে ফেরার পরই শরীর খারাপ হয় তাঁর। রবিবার রাত থেকেই জ্বরে আক্রান্ত হন। শারীরিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বর্তমানে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁকে। ডেঙ্গি সহ বেশ কয়েকটি রক্ত পরীক্ষা করানো হয়েছে তাঁর। রিপোর্ট এলে জ্বরের কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন চিকিৎসকরা। বিজেপি সূত্রে খবর, শমীকের শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। তবে আপাতত কয়েকদিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণেই থাকতে হবে তাঁকে।

এই হাত বানিয়েছিল সাত দরজাওয়ালা থিবস.. সোমবার রামপুরহাটে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

রাত্রিসাথী নিয়ে সংশয়, প্রশ্ন দাবির বাস্তবায়নে

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়েছিল রাজ্যজুড়ে। বিচারের দাবিতে পথে নেমেছিলেন চিকিৎসক ও নাগরিক সমাজ। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেশ কিছু দাবিদাওয়া তুলে ধরে টানা অনশনে বসেছিলেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। বছর ঘুরেছে। আন্দোলনের গতি এখন স্তিমিত। এরই মধ্যে দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিকেল কলেজের পড়ুয়া চিকিৎসককে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনাতেও নারী নিরাপত্তা, প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা ও প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি ও সাধারণ মানুষ।

এই প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি এখনও সুনিশ্চিত নয় বলে দাবি করছেন আরজি কর কাণ্ডের আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। আরজি কর আবহে তাঁদের তোলা দাবিগুলির বাস্তবায়ন না হওয়ারই প্রতিফলন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আরও একটি নারকীয় ঘটনা। এমনটাই মনে করছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসক ও বিরোধীরা।

আরজি কর আবহে নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, হাসপাতাল ও হস্টেলে পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা, সঠিক মনিটারিং সিস্টেম, মহিলা নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ, হাসপাতাল ও হস্টেল এলাকায় প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু, রাতে কর্মরত মহিলা চিকিৎসকদের জন্য আলাদা সেফ জোন, চিকিৎসকদের জন্য সরাসরি হেল্পলাইন ও এসওএস অ্যাপ চালু, রেফারাল সিস্টেম সহ একাধিক দাবি তুলেছিলেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ওই সময়ের দাবিগুলি কতটা পূরণ হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। আন্দোলনের অন্যতম মুখ অনিকেত মাহাতোর বক্তব্য, 'ঘটনা ক্যাম্পাসের বাইরে বা ভিতরে যেখানেই হোক, রাজ্য সরকার সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ। হাসপাতাল চত্বরেই এই ঘটনা প্রশাসনিক ব্যর্থতা তুলে ধরেছে।'

চিকিৎসক দেবাশিস হালদার বলেন, 'আমরা নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি করেছিলাম। আমাদের দাবির কোনওটি পূরণ হয়নি। এর ফলস্বরূপ একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটে চলেছে।' পর্যাপ্ত পরিমাণে সিসিটিভি লাগানো, চিকিৎসকদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ একাধিক নির্দেশিকা দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ। কিন্তু আদালতের নির্দেশ মেনে কোনও কাজ হয়নি বলে দাবি করেছেন চিকিৎসক তাপস প্রামাণিক।

চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া বলেন, 'আমাদের দাবির ২০ শতাংশও পূরণ হয়নি। প্রশাসন ব্যর্থ। রাত্রিসাথী অ্যাপ সম্পর্কে কতজন জানেন? সরকার প্রচার চালিয়েছে?' একই মত পোষণ করেছেন চিকিৎসক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'রাত্রিসাথী নামে যে প্রকল্প আনা হয়েছিল, তাতেও বৈষম্য রয়েছে।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা বার বার প্রমাণ হচ্ছে ধর্ষণের ঘটনায়।' একই বক্তব্য বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার। তিনি বলেন, 'সরকার ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দেয়। সেটা প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে প্রমাণিত।'

আলোর মতন, হাসির মতন...

এত আলো আগে দেখিনি... সোমবার কলকাতার এজরা স্ট্রিটে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

ধর্ষণে তৃণমূল যোগের অভিযোগ শুভেন্দুর

নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা রাজ্যপালের

নয়নিকা নিয়োগী ও রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা ও দুর্গাপুর, ১৩ অক্টোবর : দুর্গাপুর কাণ্ডে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী পাঁচ অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সোমবার সকালে এই ঘটনায় তৃণমূল যোগের দাবি করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ধৃত নাসিরুদ্দিন শেখের বাবা তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যাডার।' এদিন দুর্গাপুর হাসপাতালে নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কথা বলেন তাঁর মা-বাবার সঙ্গেও। রাজ্যপাল বলেন, 'পরিবার যাতে বিচার পায় তার জন্য আমার যতটুকু করার তার সবটুকুই করব। নির্যাতিতা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন। যে বাংলার হাত ধরে নবজাগরণ এসেছিল, সেই বাংলায় এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত অনভিপ্রেত।'

ইতিমধ্যেই জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদারের জমা দেওয়া রিপোর্টের তথ্য ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যপালের কাছে ১১ দফা সুপারিশ পেশ করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। সেখানে নির্যাতিতার বিনামূল্যে সর্বোৎকৃষ্ট মানের চিকিৎসা নিশ্চিত করা, তাঁর জন্য বিশেষ পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা, হাসপাতালে পুলিশ ফাঁড়ি বা পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র বসানো সহ একাধিক সুপারিশ করা হয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে এদিন দফায় দফায় উত্তেজনাময় পরিস্থিতি তৈরি হয়। 'নারী নিগ্রহ বিরোধী দুর্গাপুর নাগরিক কমিটি', 'ভয়েস অফ অভয়া' ও 'ভয়েস অফ ওম্যান, কলকাতা' হাসপাতালে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাদের বাধা দেয় পুলিশ। যদিও পরবর্তীতে হাসপাতাল সুপার তাদের স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। এসইউসিআই-এর কলকাতা ও দুর্গাপুরের প্রতিনিধিদল হাসপাতালে ঢুকতে গেলে নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের বাধা দেন।

এদিন দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে ধৃত শেখ নাসিরুদ্দিন ও শেখ শফিকুলকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদনও জানিয়েছে পুলিশ। এদিন শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা করে ওড়িশায় মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা জানালেন নির্যাতিতার বাবা। দুর্গাপুরে বিজেপির ধর্মমঞ্চ খুলতে আসায় কর্মীদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়ায় পুলিশ। শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, 'ক্ষমতা থাকলে একটা চেয়ারও সরিয়ে দেখান।' নির্যাতিতাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে তাঁর বাবাকে আশ্বাসও দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। এদিন বিজেপির ধর্মমঞ্চে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে নির্যাতিতার বাবাকে। শুভেন্দু জানিয়েছেন, ধর্না চলবে।

এদিন রাজ্যপালের বক্তব্য, 'আমি পশ্চিমবঙ্গকে কন্যাসন্তানের জন্য নিরাপদ বলতে পারছি না।' সোমবার দুর্গাপুরে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন শোভনা মোহান্তির নেতৃত্বে ৩ সদস্যের প্রতিনিধিদল আসে। নির্যাতিতা ও তাঁর বাবা-মা সহ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে তারা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত নাসিরুদ্দিন দুর্গাপুর নগরনিগমের অস্থায়ী কর্মী। নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি গ্রহণ শেষ হলেই ওড়িশায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে শুভেন্দুকে জানিয়েছেন তাঁর বাবা। সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত দু'জনের কথোপকথনের ভিডিওতে (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) দেখা গিয়েছে, বিরোধী দলনেতার প্রশ্নে নির্যাতিতার বাবা বলছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর এখনও কোনও যোগাযোগ হয়নি। দুর্গাপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে এদিন কলকাতার হরিশ মুখার্জি রোডের ক্রসিং থেকে মিছিল করে বিজেপি। সেখানে বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়ায় পুলিশ। একাধিক কর্মীকে প্রিজন ভ্যানেও তোলা হয়।

পেঁয়াজ-গোলা গড়ছে রাজ্য সরকার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : বছরের নানা সময়ে পেঁয়াজের দাম চোখে জ্বালা ধরায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অতীতে এই ধরনের পরিস্থিতিতে রাজ্যে পেঁয়াজ উৎপাদনের ওপর বিশেষ জোর দিতে কৃষি দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাতে কাজও হয়েছে বলে দাবি করেছেন কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না। সোমবার তিনি দাবি করেছেন, রাজ্যে পেঁয়াজ চাষ বহুগুণ বেড়েছে। পেঁয়াজের ব্যাপারে আর আমাদের মহারাষ্ট্রের নাসিকের ওপর নির্ভর করতে হবে না।

এবার তা সংরক্ষণের জন্য রাজ্যজুড়ে পেঁয়াজ-গোলা বা সংরক্ষণাগার গড়ার কাজ শুরু করা হচ্ছে। রাজ্যের ১০টি পেঁয়াজ উৎপাদক জেলায় পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণের জন্য ৭৫০টি পেঁয়াজ-গোলা বা সংরক্ষণাগার গড়ার কাজ শুরু করা হচ্ছে। পেঁয়াজ-গোলা গড়তে রাজ্য সরকার ৯ কোটি ৬৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৫০০ টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর এই টাকায় তৈরি হবে ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন স্বল্প ব্যয়ের পেঁয়াজ-গোলা। উপভোক্তা কৃষকদের ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ভরতুকিও দেবে রাজ্য সরকার।

কৃষি বিপণনমন্ত্রীর দাবি, এখন থেকে রাজ্যবাসীকে সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আর হতে হবে না। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের মালদায় পেঁয়াজ-গোলা গড়া হবে। সংরক্ষণাগারে পেঁয়াজ ও রসুন মজুত থাকলে বাজারে এসবের দামও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কৃষি বিপণন দপ্তরের নিয়মিত নজরদারিও থাকবে এইসব কিছুর ওপর। উপভোক্তা কৃষকদের নামের তালিকা চূড়ান্ত করা হবে অনলাইন লটারির মাধ্যমে।

তবে এই পেঁয়াজ-গোলা গড়ার কাজ প্রথম শুরু হয় কৃষি বিপণনমন্ত্রীর নিজের জেলা হুগলি দিয়েই। মন্ত্রী সোমবার জানিয়েছেন, ৭৫০টি পেঁয়াজ-গোলার মধ্যে ১৭৫টি তাঁর হুগলি জেলায় তৈরি হবে।

ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে ২২৬১ জন উপভোক্তা কৃষক অনলাইনে আবেদনও করেছেন। তালিকা খতিয়ে দেখেই তা চূড়ান্ত করা হবে। এদিনই প্রথম হুগলি জেলায় এই প্রকল্পের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়েছে।

রাতে মেয়েদের বাইরে বেরোনোয় আপত্তি সৌগতরও

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : বেশি রাতে মেয়েদের কলেজের বাইরে বেরোনো উচিত নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে সোমবার একই নিদান দিলেন সাংসদ সৌগত রায়। তাঁর এই মন্তব্যে ফের নারী নিরাপত্তায় তৃণমূলের উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, 'একদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, বাংলা দেশের মধ্যে নিরাপদতম রাজ্য। আর তাঁর দলের সাংসদ বলছেন মেয়েদের সাবধান হওয়া উচিত। রাজ্যের মানুষ ছিচারিতা দেখছেন।'

সৌগতর এসআইআর সমর্থন সংক্রান্ত অপর একটি মন্তব্য নিয়েও যথেষ্ট সমালোচনা শুরু হয়েছিল শাসক শিবিরের অন্দরে। অস্বস্তি বেড়েছিল তৃণমূলের। ফের নারী নিরাপত্তা নিয়ে তাঁর এমন একটি মন্তব্য যথেষ্ট বিড়ম্বনায় ফেলেছে দলকে। সৌগত বলেন, 'দেশের অন্যান্য প্রান্তের থেকে বাংলায় মহিলাদের সুরক্ষা অনেক ভালো। কিন্তু মহিলাদের অত রাতে কলেজ থেকে বেরোনো উচিত নয়। পুলিশ তো সব জায়গায় থাকে না। প্রতি ইঞ্চিতে নিরাপত্তাও দিতে পারে না। মহিলাদেরও সাবধান হওয়া প্রয়োজন।'

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর পাল্টা কটাক্ষ, 'দুর্গাপুরের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন, সৌগতর কথায় তারই প্রতিফলন রয়েছে। এক সুরে গান না গাইলে নম্বর কাটা যেতে পারে। তাই তিনি ঝুঁকি নিতে পারেননি।' যদিও দুর্গাপুর

কাণ্ডের পর থেকেই তৃণমূলের সাফাই, অন্য রাজ্যে অপরাধীরা গ্রেপ্তার হয় না। কিন্তু বাংলায় যে কোনও অপরাধেই পুলিশ তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেয়। বিতর্কিত মন্তব্যের পর হাসিমারায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড্যামেজ কন্ট্রোল করে বলেছিলেন, তাঁর বক্তব্যকে বিকৃত করা হচ্ছে। একই সুরে সৌগতও সাফাই গাইবেন কি না এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

রোগীর পরিজনের সেবায় 'হসপিটাল ম্যান'

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : ঘড়ির কাঁটায় সকাল ১০টা। চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যানসার প্রতিষ্ঠানের বাইরে অপেক্ষায় থাকা বেশ কয়েকজন মহিলা ও শিশুর চোখে উৎকণ্ঠা। মাথায় হেড মাস্ক, চোখে চশমা পরা বছর ৫৫'র সুঠাম চেহারার ব্যক্তিকে দেখতে পেয়েই ছুটে এলেন তাঁরা। নিয়ম মেনে লাইন করে দাঁড়িয়ে রোগীর কার্ড দেখিয়ে খাবার নিলেন তাঁরা। ওই ব্যক্তি প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে এসে তাঁর ভ্রাম্যমাণ রান্নাঘর থেকে বিনামূল্যে ভাত, ডাল, সবজি, মাছ বের করে তাঁদের হাতে তুলে দেন। রোগীর পরিজনদের কাছে ত্রাতা এই পার্থ কারচৌধুরী। ৩৬৫ দিন নিয়ম মেনে দু'বেলা খাবার পৌঁছে দেন হাসপাতালের বাইরে প্লাস্টিক, খবরের কাগজ বিছিয়ে বসে থাকা মানুষগুলির হাতে। এভাবেই কালীঘাটের মহামায়া লেনের বাসিন্দা পার্থবাবু হয়ে উঠেছেন 'হসপিটাল ম্যান'। দিনশেষে মানুষগুলির অমলিন হাসিই তাঁর প্রাপ্তি।

পার্থবাবু পেশায় পুলকার চালক। সকালে স্কুলের শিশুদের পৌঁছে দিয়ে এসে শুরু হয় তাঁর কর্মযজ্ঞ। পাড়ার দুই তরুণকে টাকার বিনিময়ে রান্না করান তিনি। তৈরি হওয়া খাবার ফুড ভ্যানে করে নিয়ে পৌঁছে যান হাসপাতালগুলির বাইরে। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'সাড়ে ন'টার মধ্যে সমস্ত খাবার তৈরি হয়ে যায়। তারপর ঘুরে ঘুরে চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, এসএসকেএম, বাঙুর সহ আরও কয়েকটি হাসপাতালের বাইরে গিয়ে দিনে অন্তত ১৫০ জনকে খাবার দিই। ৩টের মধ্যে ফিরে আসি। তারপর বিকেলের খাবার তৈরি হয়।'

২০১৬ সালে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। দেখেছিলেন, রোগীর পরিজনরা কত রাত হাসপাতালের বাইরে পড়ে রয়েছেন। তারপরই এই উদ্যোগ নেন পার্থবাবু।

তিনি বললেন, 'হাসপাতালের ভিতরে রোগীর সঙ্গে পরিজনরা থাকতে পারেন না। তাই বাইরে কখনও না খেয়ে, কখনও আধপেটা খেয়ে কাটিয়ে দেন। হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে তাই প্রথমে মুড়ি, কলা, বিস্কুট প্যাকেট করে তাঁদের দেওয়া শুরু করি। এতে ২৫-৩০ জনের হলেও অভুক্ত অনেকগুলি চোখ আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। তারপর থেকে সকালে ভাত ও বিকেলে রুটি, তরকারি দেওয়া শুরু করি।'

আপনার এই উদ্যোগে সহায়তা পান? তাঁর বক্তব্য, 'প্রথমে হোটেল, ছোট দোকানগুলিতে গিয়ে অনুরোধ করেছিলাম যাতে তাঁদের খাবার অতিরিক্ত হলে নষ্ট না করে আমাকে দেন। তাঁরা অনেকে এখনও আমায় খাবার দেন। কেউ কেউ এসে চাল, ডাল দিয়ে যান। তাই মাসে ৩০ দিনই কোনও না কোনওভাবে আমি ওঁদের খাবার জোগাড় করতে পারি।'

করোনার সময় একমাত্র ভরসা সাইকেলে চেপে হাসপাতালে খাওয়ার দেওয়ার জন্য পৌঁছাতে দেখে এক ব্যক্তি ফুডভ্যান উপহার দেন। তাতে করেই এখনও চলছে পার্থবাবুর স্বপ্নের ফেরি।

বললেন, 'ক্যান্সার হাসপাতালে অনেককে মাসে মাসে আসতে হয়। তাই রাজ্যের বাইরেরও বহু মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ভালোবেসে অনেকে বাড়ির আম, কাঁঠাল, সবজি উপহার হিসেবে নিয়ে আসেন।' স্ত্রী, মেয়ে থাকেন পুনেতে। বাড়িতে বৃদ্ধ মাকে নিয়ে তাঁর জীবন। তাঁর মাঝে এই অভুক্ত মানুষগুলির আশীর্বাদ তাঁর কাছে বড় প্রাপ্তি।

প্রতিদিনের মতো কর্মব্যস্ত হসপিটাল ম্যান। সোমবার কলকাতায়।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৪৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৭ আশ্বিন ১৪৩২

আপস

মোল্লাতন্ত্র আপস করল। নারী সম্পর্কিত অস্পৃশ্যতা সাময়িক স্থগিত থাকল। নয়াদিল্লির আফগান দূতাবাসে ডাক পেলেন মহিলা সাংবাদিকরা। যদিও এই ঘটনাকে তালিবানি নীতির বিরুদ্ধে চপেটাঘাত ভাবা ভুল হবে। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আফগান প্রশাসনের ভোলবদল নেহাতই কূটনৈতিক তাগিদে। একই কথা প্রযোজ্য ভারত সরকার সম্পর্কে। হিন্দুত্ববাদের ধ্বজা বহন করলেও এই সরকারের নীতিনির্ধারকরা হাত ধরলেন তালিবান শাসকদের সঙ্গে। কারণ, ভারতীয় উপমহাদেশের ভূ-রাজনীতির স্বার্থ।

এই আপস নিছকই কৌশলগত। আফগান বিদেশমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকে শেষপর্যন্ত মহিলা সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ সেই কৌশলের অঙ্গ। তাই একে নারী স্বাধীনতার জয় বা মৌলবাদের পিছু হটা ভাবার অর্থ মূর্খের স্বর্গে বাস করা। ভারতে তালিবান বিদেশমন্ত্রীর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে মহিলা সাংবাদিকরা ডাক পাননি। শুধু এজন্য প্রবল সমালোচনার জেরে দ্বিতীয় বৈঠকে মহিলা সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে, মনে করার কারণ নেই।

ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ তালিবানদের নীতির প্রশ্নে আপস করতে বাধ্য করেছে। কেন না, ঘটনাটি নয়াদিল্লির ওপর যে চাপ সৃষ্টি করেছিল, তাতে শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের বিড়ম্বনা বাড়ছিল। যে সরকার নারীশক্তির জয়গান গায় বলে প্রচার করে, সেই সরকারের নাকের ডগায় মহিলা সাংবাদিকদের অচ্ছুত রাখার জল অনেক দূর পর্যন্ত গড়ানোর সম্ভাবনা ছিল। সেকারণে নেপথ্যে ভারতের পক্ষ থেকে তালিবানকে যে বার্তা দেওয়া হয়েছে, তা বুঝতে বাকি থাকার কথা নয়।

ফলে ঢোঁক গিলে ড্যামেজ কন্ট্রোলে দ্বিতীয়বার সাংবাদিক বৈঠক ডাকতে হল আফগান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকিকে। যেখানে প্রথম সারিতে মহিলা সাংবাদিকদের উপস্থিতির ছবি ফলাও করে প্রচার হল। আগের বৈঠকে মহিলাদের না ডাকাকে পদ্ধতিগত ত্রুটি বলে হাস্যকর হলেও একটা যুক্তি খাড়া করতে হল মুত্তাকিকে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে তালিবানি শাসনের রীতি মেনেই প্রথমবার ব্রাত্য করা হয়েছিল মহিলা সাংবাদিকদের।

খুব সম্প্রতি আফগানিস্তানে ভূমিকম্প হয়েছিল। তাতে মৃতের পাশাপাশি আহতের সংখ্যা ছিল প্রচুর। যাঁদের উল্লেখযোগ্য অংশ মহিলা। আহত হয়ে বা ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে থাকলেও তালিবান প্রশাসকরা তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টাও করেনি। নারীর স্পর্শকে পাপ মনে করে এই সিদ্ধান্ত তালিবানদের। কয়েক শত মহিলা সেই সময় বিনা চিকিৎসায়, চাপা পড়ে থেকে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছেন। এতে মহিলাদের প্রতি তালিবানের মানসিকতা স্পষ্ট।

মহিলা সাংবাদিকদের ডাকলেই সেই মানসিকতা বদলে যাওয়ার কোনও কারণ নেই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতে ওঠার জন্য কাবুলের বর্তমান তালিবান শাসকরা এখন ভারতকে আঁকড়ে ধরেছে। আবার পাকিস্তানকে চাপে রাখতে কট্টর হিন্দুত্ববাদী ভারতের শাসকরা আফগানিস্তানের মোল্লাতন্ত্রের হাত ধরে রাখতে মরিয়া। নয়াদিল্লিতে বসে আফগান বিদেশমন্ত্রীর পাকিস্তানের উদ্দেশে বাক্যবাণ ছোড়ার মধ্যে সেই গাঁটছড়ার কৌশল স্পষ্ট। ভারতে হিন্দুত্ববাদী শাসক শিবির এমনিতে উঠতে বসতে ইসলাম ও মুসলমানের আদ্যশ্রাদ্ধ করে।

ভারতীয় উপমহাদেশের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সেই শাসকরা এখন কট্টর মৌলবাদী তালিবানের হাত ধরে চলার চেষ্টা করেছে। মহিলা সাংবাদিকদের উপেক্ষা করে সেই গাঁটছড়ার ওপর জল ঢেলে দিয়েছিল তালিবানরা। নয়াদিল্লি প্রকাশ্যে বলেছে বটে, ভিনদেশের দূতাবাসের কার্যাবলীতে সরকারের হাত নেই। কিন্তু ঘটনাটির নিন্দায় একটি শব্দও খরচ না করে ভারত বুঝিয়ে দিয়েছে, কাবুলকে কোনওভাবে চটানো হবে না।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে নয়াদিল্লির তরফে কাবুলকে বার্তা দিয়ে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামতে বাধ্য করা হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মহিলাদের উপেক্ষার এই পদক্ষেপকে শুধু সহ্য করা নয়, সমালোচনায় একটি শব্দও খরচ করেনি ভারতের শাসক শিবির। বুঝতে অসুবিধা হয় না, কূটনৈতিক প্রয়োজনে নারীকে অসম্মানিত হতে দিতে তাদের কোনও অসুবিধা নেই। এখানেই যেন এক হয়ে যায় দুই বিপরীতমুখী মৌলবাদ।

অমৃতধারা

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটকে মর্যাদা দাও। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হও আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও। বিশ্বাসে যে অবিচল, কর্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না। কাম তুচ্ছতা-মুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল। জগৎজোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব, হৃদয়ের প্রেম ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের আকর্ষণ কর। জীবিকার্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও-তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনাই সম্ভব হইবে। অলসকে কর্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। চিন্তাহীনের মনে চিন্তার ফোয়ারা ছুটাও, দুশ্চিন্তাকারীর মনে সুচিন্তার সমাবেশ কর।

-শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

সাহিত্যের উত্তরণে বিপণনও জরুরি

বিপণনে ফেরিওয়ালার মতো কৌশলী আগ্রাসী না হলে, বাংলা সাহিত্যের আন্তর্জাতিক সাফল্য সীমিতই থেকে যাবে।

অভিষেক ঝা

মোটামুটি পরিচিত আন্তর্জাতিক সাহিত্য পুরস্কারগুলি ঘোষণার সময় বাংলা ভাষার সাহিত্যের বাজারজুড়ে বাৎসরিক একটি দীর্ঘশ্বাস বয়ে যায়। এমনটি বাংলাদেশ ও ভারত দুই রাষ্ট্রের বাংলা ভাষার সাহিত্য বাজারেই লক্ষ করা যায়। মোটামুটিভাবে বাংলা ভাষার লেখক ও প্রকাশকরা প্রতি বছর একমত হন যে, অনুবাদ ঠিকমতো হলেই আন্তর্জাতিক স্তরে পুরস্কার আসবে ঝুড়ি ঝুড়ি না হলেও, অন্তত এক ব্যাগ। প্রতি বছর রুটিন মাফিক এই চর্চা চলতে থাকে। এবং চর্চা চলতে চলতেই আরেকটি দীর্ঘশ্বাসের সময় এসে পড়ে।

একদম পরিসংখ্যানগতভাবে দেখলে শেষ চার-পাঁচ বছরে বাংলা ভাষার সাহিত্যের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে উপস্থিতি নেহাত ফেলে দেওয়ার মতো নয়। অমর মিত্রের গল্প 'গাঁওবুড়ো' ২০২২ সালে ও'হেনরী পুরস্কার পেয়েছে। সানিয়া রুশদির 'হাসপাতাল' উপন্যাসটি ২০২৪ সালে স্টেলা পুরস্কার, মাইলস ফ্র্যাঙ্কলিন সাহিত্য পুরস্কার, ভস সাহিত্য পুরস্কারের জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকায় স্থান পেয়েছিল। সাগুফতা শারমিন তানিয়ার লেখা গল্প ২০২১ সালের বিবিসি ছোটগল্প পুরস্কারের দীর্ঘ তালিকায়, ২০২২ সালের কমনওয়েলথ ছোটগল্প পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত তালিকায়, ২০২২ সালের পেজ টার্নার্স পুরস্কারের অন্তিম তালিকায় স্থান পেয়েছিল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভারতের সবচেয়ে বেশি অর্থমূল্যের সাহিত্য পুরস্কার জেসিবি পুরস্কারের ক্ষেত্রে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর বই দুইবার সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য সংক্ষিপ্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন একবার এবং ইসমাইল দরবেশ দীর্ঘ তালিকাভুক্ত হয়েছেন একবার। সুতরাং যতটা নিরাশার ছবি প্রচার করা হয়, এই সমস্ত উদাহরণ দেখলে মনে হয় পরিস্থিতি বোধহয় ততটাও হতাশাজনক নয়। আসলে হতাশাজনক ব্যাপারটি লুকিয়ে রয়েছে অন্যত্র এবং তার কারণেই সার্বিকভাবে বাংলা ভাষার সাহিত্যের আন্তর্জাতিক বাজারের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে না।

যে সমস্ত সাফল্যের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো প্রতিটিই লেখক, অনুবাদক এবং অনুবাদকের সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যক্তিগত চেনাজানার ভিত্তিতেই এসেছে। সাহিত্য পুরস্কার জগতের বাজারের সূত্র মেনে বাজারজাতকরণের যে প্রচলিত ধারা রয়েছে সেগুলির সুবিধা কিন্তু এই বইগুলি পায়নি। এই সাফল্যগুলি তাই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত সাফল্য হিসাবেই আমরা দেখব। আর ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন সাফল্য কখনোই একটি নিয়মিত ব্যবস্থার বিকল্প হতে পারে না। এইজন্যই নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলা ভাষার সাহিত্যের উপস্থিতি বজায়ও থাকে না। একটি ধারাবাহিক নিয়মিত ব্যবস্থার জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয়টি হল আগ্রাসীভাবে বাজারমুখী হওয়া। মুশকিল হল বাজারমুখী শব্দটি শুনলেই বাংলা ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে দুটি প্রতিক্রিয়া হয়। অপেক্ষাকৃত সরল মানুষজন বাজারমুখী হওয়ার সঙ্গে জনপ্রিয়তাকে অবিচ্ছেদ্য ভেবে দুটি পরিসরকে গুলিয়ে ফেলেন এবং অপেক্ষাকৃত নার্সিসিস্ট মানুষজন বাজারমুখী হওয়ার সঙ্গে অগভীর হওয়াকে অভিন্ন দেখিয়ে দুটি পরিসরকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই দুটি প্রতিক্রিয়াই আসলে একই মানসিকতার এইপাশ আর ওইপাশ।

প্রথম ধরনের মানসিকতার লোকজন আন্তর্জাতিক সাহিত্যের বাজার সম্পর্কে প্রায় কোনও ধারণা না থাকায় সেইটাকে একমাত্রিক একটি জায়গা ভাবেন। দ্বিতীয় ধরনের মানসিকতার মানুষেরা আন্তর্জাতিক বাজার সম্পর্কে খানিক ধ্যানধারণা রাখায় বাজারজাত হওয়ার পর বাজারের নিয়মে বাতিল হওয়ার একটি আশঙ্কায় ভুগতে থাকেন। দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া থেকে একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয় ওঠে। বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চাকারীদের আন্তর্জাতিক বাজার সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, কিংবা, সুস্পষ্ট ধারণা কখনোই দিতে চায়নি বাংলা ভাষার সাহিত্যের বাজার ব্যবস্থাটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষজন।

> **একটি ধারাবাহিক নিয়মিত ব্যবস্থার জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয়টি হল আগ্রাসীভাবে বাজারমুখী হওয়া। মুশকিল হল বাজারমুখী শব্দটি শুনলেই বাংলা ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে দুটি প্রতিক্রিয়া হয়। অপেক্ষাকৃত সরল মানুষজন বাজারমুখী হওয়ার সঙ্গে জনপ্রিয়তাকে অবিচ্ছেদ্য ভেবে দুটি পরিসরকে গুলিয়ে ফেলেন এবং অপেক্ষাকৃত নার্সিসিস্ট মানুষজন বাজারমুখী হওয়ার সঙ্গে অগভীর হওয়াকে অভিন্ন দেখিয়ে দুটি পরিসরকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই দুটি প্রতিক্রিয়াই আসলে একই মানসিকতার এইপাশ আর ওইপাশ।**

ফলে আন্তর্জাতিক বাজারকে অহেতুক মহিমান্বিত করা কিংবা অকারণে হেয় করার ভিতর দিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারবিমুখ হয়ে উঠেছে বাংলা ভাষার সাহিত্য। প্রতিক্রিয়া হিসেবে একইভাবে আন্তর্জাতিক বাজারও বিমুখ হয়েছে বাংলা ভাষার সাহিত্যের প্রতি।

আজকের দুনিয়ায় অ-ইউরোপীয়, অ-চৈনিক এবং অ-আরবীয় ভাষার লেখকদের আন্তর্জাতিক বাজারজাত করা আগের শতাব্দীর চেয়েও একটু কঠিন হয়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর দুনিয়ায় সাহিত্যে ইউরোপীয় (আমেরিকাকেও এরই অংশ ধরা যেতে পারে) আধিপত্যবাদ এতটাই নিরঙ্কুশ ছিল যে, সেই আধিপত্যজনিত 'সেভিয়ার-কমপ্লেক্স' থেকেই ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার সাহিত্যকে দলিল-দস্তাবেজ সাহিত্য হিসাবে হলেও কিছুটা জায়গা দিত। এ ছাড়া ঔপনিবেশিক অপরাধবোধ থেকেও উপনিবেশের সাহিত্যকে অপেক্ষাকৃত বেশি জায়গা দেওয়া হয়েছে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। একবিংশ শতাব্দীর সিকি ভাগ পেরোতে না পেরোতে ইউরোপের সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে কড়াভাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে চৈনিক ও আরব ভাষার দুনিয়া। এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও উদার মানবতার ভান প্রায় উধাও হয়ে গিয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজার বলতে এখন বিংশ শতাব্দীর মতো একমাত্রিক একটি পরিসরকে বোঝায় না। আল জাজিরার মতো আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক পরিসর নতুন পরিচয়ভিত্তিক সাহিত্যকে সহজে গ্রহণ করছে, অথচ ধ্রুপদি আঙ্গিকের বাংলা কবিতার জন্য সেই দরজা তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ। বাজার আসলে সাহিত্য সমালোচনার চেয়েও নিষ্ঠুর একটা জায়গা।

সাহিত্য সমালোচনা পুরোনো ভালো লেখার নতুন ভালো পুনরাবৃত্তিকে অল্প হলেও ছাড় দেয়। বাজারে ভালো পুনরাবৃত্তিকে কখনোই বিক্রয়যোগ্য বলে ধরা হয় না। ভালো লেখার চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেখানে অন্যরকম লেখা, অন্য ধরনের লেখা। সেই লেখা শৈলীর দিক দিয়ে, ভাষাগত দিক দিয়ে খানিক দুর্বল হলেও কোনও ক্ষতি নেই কারণ বিক্রয়যোগ্যতা যতটা নির্ভর করে 'অন্যরকম' হওয়ার উপর, ততটা নির্ভর করে না নিছক ভালো হওয়ার উপর। এই কারণেই ভারতের যে সাহিত্যের ধারা সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক বাজারে গৃহীত হয়েছে তা হল দলিত সাহিত্য। দলিত সাহিত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকা ভিন্নতাই দলিত সাহিত্যকে বাকি ভারতীয় সাহিত্য ধারার তুলনায় অনেক বেশি বিক্রয়যোগ্য করে তুলেছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবীর লেখার ভিন্নতা তাঁকে আন্তর্জাতিক বাজার পেতে অনেক বেশি সাহায্য করেছিল তাঁর সমসাময়িকদের তুলনায়। সাম্প্রতিককালে অনুবাদের পর বাংলা ভাষার যে চারজন সাহিত্যিককে নিয়ে সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে খানিক হলেও চর্চা হয় তাঁরা হলেন মনোরঞ্জন ব্যাপারী, নবারুণ ভট্টাচার্য, সুবিমল মিশ্র এবং শহিদুল জহির। চারজনের বিক্রয়যোগ্যতাই কিন্তু গড়েছে তাঁদের লেখার সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন ধরনের লেখা হয়ে ওঠায়। সবচেয়ে বড় কথা ভালো লেখার মানদণ্ড যদি এক ও অভিন্ন হয়, তাহলে সেই মানদণ্ডে এই চারজন কখনোই একসঙ্গে ভালো লেখক বলে বিবেচিতই হবেন না। একসঙ্গে ভালো লেখক হিসাবে বিবেচিত না হলেও, তাঁদের কিন্তু একইসঙ্গে বিক্রয়যোগ্য হয়ে উঠতে আটকাচ্ছে না। বাজার এমনই মজাদার এক পরিসর। এই মজাদার পরিসরে লেখক শুধু ভিন্ন হওয়াটুকু সচেতনভাবে করতে পারেন। বাকি দায়িত্ব লেখার প্রকাশ, প্রচার, অনুবাদ ও বিপণনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষদের। প্রচারের সময় নিষ্ঠাবান দক্ষ হকারের মতো হেঁকে হেঁকে বারংবার সেই ভিন্নতাকে ঘোষণা না করলে বাজার সেই লেখার দিকে ফিরেও তাকাবে না। বিপণনে ফেরিওয়ালার মতো কৌশলী আগ্রাসী না হয়ে উঠতে পারলে বাংলা ভাষার সাহিত্যের আন্তর্জাতিক সাফল্য নিছক কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

(লেখক শিক্ষক, সাহিত্যিক ও অনুবাদক)

আজ

১৮৮৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন স্বাধীনতা সংগ্রামী লালা হরদয়াল।

১৯৮১

ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি অভিনয় চালিয়ে যেতে চাই। আমাকে আরও উপার্জন করতে হবে। মন্ত্রী হয়ে আমার আয় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ আমি কখনও মন্ত্রী হওয়ার জন্য অনুরোধ করিনি। নির্বাচনের একদিন আগেও বলেছিলাম, আমি সিনেমাতেই কাজ করতে চাই। দল আমাকে মন্ত্রী করার প্রয়োজন মনে করেছিল।

- সুরেশ গোপী (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)

ভাইরাল/১

নিয়মকানুন সব আমার জানা, এখন আর নতুন করে বোঝাবেন না! 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'তে অংশ নিয়ে অমিতাভ বচ্চনকে 'অপমান' ইশিত ভট্ট নামে এক খুদের। সে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া। বাড়ি গান্ধিনগরে। নিন্দার ঝড় সামাজিক মাধ্যমে। বিগবি অবশ্য গোটা বিষয়টিকে স্পোর্টিংলি নিয়েছেন।

ভাইরাল/২

টেক্সাসের চিড়িয়াখানায় গোরিলাকে খাবার দিতে গিয়েছিলেন দুই কেয়ারটেকার। সুযোগ বুঝে খাঁচা থেকে বেরিয়ে গোরিলা তাঁদের তাড়া করে। কেয়ারটেকারদের একজন পালিয়ে গেলেও অন্যজন গাছের পিছনে লুকিয়ে পড়েন। গোরিলা তাঁকে খুঁজতে থাকে। কোনও রকমে প্রাণ বাঁচান কেয়ারটেকার।

জনমন জনমত

বালাসনের চরে গজিয়ে ওঠা বাড়ি নিয়ে পদক্ষেপ করা হোক

গাছপালার প্রাণ আছে এটা তো আমাদের জানাই ছিল। কিন্তু নদীরও যে প্রাণ আছে তা জানা থাকলেও মানুষ একে গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না। ইদানীং জায়গায় জায়গায় নদীর চোখরাঙানি ভীষণভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। আর এবারে উত্তরবঙ্গে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিপর্যয় বহু মানুষকে শুধু বেঘরই করেনি, জলের তোড়ে হাতি, গন্ডার, বাইসন, হরিণ এমনকি চিতাবাঘকেও ভেসে যেতে দেখা গিয়েছে।

শিলিগুড়ি শহরের পাশে পোড়াঝাড়েও এবারকার বিপর্যয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন অনেকে। দালালদের খপ্পরে পড়ে রাতারাতি গজিয়ে ওঠা সস্তায় কেনা এই বাসস্থানে মানুষগুলো আজ একমুঠো ভাতের জন্য হাহাকার করছেন। রাতের অন্ধকারে নদীর গতিপথ বন্ধ হলে নদী যে ছেড়ে কথা বলবে না সেটা এবার কিছুটা হলেও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

শুধু পোড়াঝাড় নয়, একই অবস্থা বালাসন সেতুর কাছেও। সেতুতে দাঁড়িয়ে ডানদিকে তাকালে দেখা যাবে বালাসন নদীর চরে নানান ধরনের বাড়ি গজিয়ে উঠেছে, এমনকি দু'চারটা বড় বড় দোতলা বাড়িও দেখা যাবে। এবার কোনওদিন যদি বালাসন নদী তার নিজস্ব রূপ ধারণ করে নিজের ক্ষমতা দেখায় সেদিন কী হবে? খোঁজ নিলে জানা যাবে, এখানেও দালালচক্র একই কায়দায় প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পোড়াঝাড়ের মতো কিছু নির্বোধ মানুষের কাছে জমিগুলো বিক্রি করে দিয়েছিল। আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকা নির্বোধ মানুষগুলো নিজস্ব বাসস্থানের আশায় বাড়ি বানিয়ে থাকতে শুরু করেছেন। আমি বালাসন বা মহানন্দার নদীর চরে থাকা বোকা বা নির্বোধ মানুষজনের জন্য চিন্তিত। ভয় হয় সামনের দিনে কখনও মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্থানীয় নেতা-মন্ত্রী, মেয়র, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে ত্রাণ নিয়ে না পৌঁছাতে হয়। শিলিগুড়ির মেয়রের কাছে আবেদন, এখনও সময় আছে সঠিক পদক্ষেপ করুন, তাহলে হয়তো আগামীদিনে এমনভাবে মানুষকে আর হাহাকার করতে হবে না।

অসীম অধিকারী, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

ব্যবস্থা নিক বন দপ্তর

৫ অক্টোবর উত্তরবঙ্গে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জনজীবন বিপন্ন। জঙ্গল থেকে বহু বন্যপ্রাণী যেমন বাইসন, গন্ডার, হরিণ, কচ্ছপ, অজগর, বুনো শুয়োর বন্যায় ভেসে গিয়ে জীবনের অস্তিত্ব হারিয়েছে। বুনো হাতির পাল জলে আটকা পড়ে যাচ্ছে। বন্যার জলে ভেসে গিয়ে বহু বন্যপ্রাণীর প্রাণহানি ঘটেছে। কিছু কিছু বন্যপ্রাণী ভেসে গিয়ে পাড়ে আটকে রয়েছে।

গরুমারার জঙ্গল থেকে জীবিত অবস্থায় ভেসে আসা বাইসন, গন্ডার পাড়ে আটকে গিয়ে কোনওভাবে বেঁচে রয়েছে। লোকালয়ে চলে আসায় বন্যেরা যেমন বিপদগ্রস্ত, তেমনই সাধারণ মানুষও আতঙ্কিত। এহেন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠন সাধারণ মানুষকে সচেতনতার বার্তা দিচ্ছে। জঙ্গল থেকে ভেসে আসা বিষধর সাপ আস্তানা গেড়েছে মানুষের ঘরে। বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তাদের উদ্ধার করে নিরাপদে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

লোকালয়ে চলে আসায় অত্যুৎসাহী মানুষের অত্যাচারে বুনোরা তিতিবিরক্ত হয়ে মানুষকে আক্রমণ করে বসছে। এই পরিস্থিতিতে বন দপ্তরের উচিত সাধারণ মানুষকে যেমন সচেতন করা, তেমনই বিপর্যস্ত বুনো জন্তুদের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিয়ে দেওয়া।

রমেন রায়, রথেরহাট, ময়নাগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাল্যবিবাহমুক্ত ভারত-২০৩০ কি শুধুই স্বপ্ন?

বাল্যবিবাহকে পুরোপুরিভাবে রুখে দেওয়া সম্ভব। শুধু সমাজের সর্বস্তরের মধ্যে সম্মিলিত উদ্যোগ চাই।

শেখর সাহা

শৈশবের স্বপ্নকে মাটিচাপা দিয়ে কিশোরী বয়সেই বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা আজও আমাদের সমাজে এক ভয়াবহ ব্যাধি হয়ে রয়ে গিয়েছে। স্কুলে যাওয়ার পথে আলাপ, সামাজিক মাধ্যমের ভার্চুয়াল সম্পর্ক কিংবা পারিবারিক চাপে কচিকাঁচারা হুহু করে জড়িয়ে পড়ছে বাল্যবিবাহের অন্ধকারে। শৈশব বিপন্ন হচ্ছে, ক্রমবর্ধমান কিশোরী মায়ের সংখ্যা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে সমাজের ব্যর্থতা।

শুধু তাই নয়, গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে শুরু করে শহরের নামী চিকিৎসালয় পর্যন্ত এক চিত্র স্পষ্ট— অল্প বয়সে গর্ভধারণের ফলে কিশোরী মায়ের মৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার বাড়ছে, ঘটছে অস্বাস্থ্যকর ও বেআইনি গর্ভপাত। এই প্রবণতার ফাঁকে মানবপাচার কিংবা ধর্মান্তরণের মতো জঘন্য অপরাধও মাথাচাড়া দিচ্ছে। স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সার্ভের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী গোটা ভারতে বাল্যবিবাহের হার ২.১ শতাংশ হলেও পশ্চিমবঙ্গে তা ৬.৩ শতাংশ। ঝাড়খণ্ডে ৪.৬ শতাংশ। ওড়িশা, বিহার, অসম, ত্রিপুরার মতো পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিতেও সংখ্যাটা উদ্বেগজনক। উন্নত রাজ্য কেরলে যেখানে হার ১ শতাংশের কম, সেখানে উত্তরপ্রদেশ-বিহার-অসমের মতো রাজ্যে বাল্যবিবাহ রিপোর্ট হয় না বললেই চলে।

এবার আসি আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের কথায়। ভারতের অন্যতম অগ্রগামী সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প কন্যাশ্রী থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ এখনও বাল্যবিবাহ রোধে পিছিয়ে। কন্যাশ্রী কর্মসূচি শুরু হয়েছিল ২০১৩ সালে মহৎ উদ্দেশ্যে— কিশোরীদের শিক্ষা অব্যাহত রাখা ও বাল্যবিবাহ রোধ। প্রায় ৯৩ লক্ষ কিশোরী এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে, প্রতিবছর যুক্ত হচ্ছে প্রায় ১৬ লক্ষ নতুন কিশোরী। এ পর্যন্ত ২ লক্ষের বেশি মেয়ে এককালীন ২৫,০০০ টাকা পেয়েছে। এবছর বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ৫৯৩.৫১ কোটি টাকা।

তবুও কেন পালিয়ে বিয়ে বা কম বয়সে বিয়ের প্রবণতা বাড়ছে? সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও দরিদ্র পরিবারগুলো সঠিকভাবে সচেতন হয়নি। সামাজিক মাধ্যম ও মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতা কিশোরীদের অপ্রস্তুত সম্পর্কের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পরিবারে অস্থিরতা, মা-বাবার অক্ষমতা বা অবহেলায় মেয়েরা দিশাহীন হয়ে পড়ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্বেষা ক্লিনিকগুলিতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই। প্রকল্পগুলির যথাযথ মূল্যায়ন ও নজরদারি হচ্ছে না। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো অর্থাভাবের কারণে আর আগের মতো সক্রিয় নেই। বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাবগুলির মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যঝুঁকি : কিশোরী মায়েরা শারীরিকভাবে প্রস্তুত নয়, ফলে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বহুগুণ বাড়ে। শিক্ষার ক্ষতি : বিয়ে হয়ে গেলে অধিকাংশ মেয়েকেই পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়। অপুষ্টি ও দারিদ্র্য : অল্পবয়সি মা ও শিশু দুজনেই অপুষ্টিতে ভোগে, পরিবার দারিদ্র্যের ফাঁদে বন্দি থাকে। সামাজিক অস্থিরতা : লিঙ্গবৈষম্য বাড়ে, সমাজে নারীশক্তির সম্ভাবনা নষ্ট হয়।

এই সমস্যা মেটাতে হলে কন্যাশ্রী-রূপশ্রীর মতো প্রকল্পগুলির বাস্তব প্রয়োগ ও মূল্যায়ন আরও শক্ত করতে হবে। মা-বাবা, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি জরুরি। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন কঠোরভাবে মানতে হবে। মেয়েদের নিজেদের নেতৃত্ব গড়ে তোলার সুযোগ দিতে হবে। ডিজিটাল লিটারেসি বাড়াতে হবে।

২০১৩ সালে শুরু হওয়া কন্যাশ্রী আজ ১২ বছর পেরিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মেয়ে এর সুবিধা পেয়েছে, তবুও বাল্যবিবাহ এখনও সমাজের বড় চ্যালেঞ্জ। ২০৩০ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহের অবসানে ভারত যে অঙ্গীকার করেছে তা পূরণ করতে হলে এখনই আরও সক্রিয় হতে হবে। শুধু সরকার নয়— পরিবার, শিক্ষক, সমাজকর্মী, জনপ্রতিনিধি, এমনকি কিশোরী-কিশোরীরা একসঙ্গে এগিয়ে এলে তবেই বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে মুক্তি সম্ভব।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬৫

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। যে দূত যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পরাজয়ের খবর এনেছে ৩। হাঁচি বা নাক ঝাড়ার শব্দ ৫। নিজের কর্মের ফল ভোগ করা বা নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ৬। ঈশ্বরের উপাসনা, প্রার্থনা ৭। নৌকায় থাকে, এর তেলও হয় ৯। লঘুগুরু বোধ বা কাণ্ডজ্ঞান ১২। ঝঞ্ঝাট বা ঝামেলা ১৩। শান্তির প্রতীক যে পাখি।

উপর-নীচ : ১। বসত বাড়ি বা বাস্তুভিটে ২। চাকরি বা কাজের জন্য বেতন ৩। বন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসী ৪। সক্ষম, যোগ্য বা দক্ষ ৫। নিজের ছেলে বা পুত্রসন্তান ৭। নদীর জলস্ফীতি বা বন্যা ৮। মধুর সঙ্গে সম্পর্কিত পতঙ্গ ৯। কমতি, খর্বতা বা ক্ষুদ্রতা ১০। আকারে লম্বা বা দীর্ঘ ১১। যা তথ্য দেয় বা জানায়।

সমাধান ■ ৪২৬৪

পাশাপাশি : ১। নিমক ৪। রসুল ৫। মাঘ ৭। নারদ ৮। নোংরামি ৯। জিঘাংসা ১১। পালিত ১৩। পিলু ১৪। মেকুর ১৫। দঙ্গল।

উপর-নীচ : ১। নিশানা ২। করদ ৩। ঝলসানো ৬। ঘরামি ৯। জিলিপি ১০। সারমেয় ১১। পারদ ১২। তরল।

বিন্দুবিসর্গ

২০ ইজরায়েলিকে মুক্তি হামাসের

ট্রাম্প শ্রেষ্ঠ বন্ধু, প্রশংসা নেতানিয়াহুর

তেল আভিভ, ১৩ অক্টোবর : ১,২...৮। আরও এক যুদ্ধ বন্ধের কৃতিত্ব তাঁর ঝুলিতে। আগামী বছর শান্তিতে নোবেল প্রাপ্তির সম্ভাবনাও জোরালো হল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। গাজা যুদ্ধে ইতি টানার জন্য সোমবার সেই ট্রাম্পকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন ইজরায়েলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এদিন দুই ধাপে ২০ জন ইজরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। প্রথম দফায় তারা ৭ জন বন্দিকে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের হাতে তুলে দেয়। দ্বিতীয় দফায় হস্তান্তর করা হয় বাকিদের। রেডক্রসের প্রতিনিধিরা তাঁদের ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষের হেপাজতে পৌঁছে দেন। ইজরায়েলি বন্দিদের ফেরত পাওয়ার কথা স্বীকার করে সেদেশের বিভিন্ন জেলে বন্দি প্রায় ১৯০০ প্যালেস্তিনীয়কে ছেড়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

সোমবার তেল আভিভ বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন সস্ত্রীক নেতানিয়াহু ও তাঁর গোটা মন্ত্রীসভা। বিমানবন্দরের বাইরে ভিড় করেন বহু ইজরায়েলি। ট্রাম্পের সমর্থনে স্লোগান দেন তাঁরা। মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রশংসায় বিন্দুমাত্র খামতি রাখতে চাননি ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী। এদিন ইজরায়েলের আইনসভা নেসেটে বক্তৃতা দিতে গিয়ে নেতানিয়াহু বলেন, 'ইজরায়েলের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বন্ধু এখন হোয়াইট হাউসে রয়েছেন। যুদ্ধের সময় তিনি ইজরায়েলকে সমর্থন করেছেন, আবার শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প নিশ্চিতভাবে ইহুদিদের প্রিয় বন্ধু।' তারপর ট্রাম্পের উদ্দেশে নেতানিয়াহু বলেন, 'আপনি যেভাবে এই শান্তির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমিও সেইভাবে শান্তির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

স্পিকার আমির ওহানা বলেন, 'ট্রাম্পের মতো শক্তিশালী নেতাদের প্রয়োজন বিশ্বের।' মার্কিন প্রেসিডেন্টের সমর্থনে বেশ কয়েকবার হাততালির ঝড় ওঠে ইজরায়েলি পার্লামেন্টে। গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে সওয়াল করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আকাশ এখন মেঘমুক্ত। বন্দুকের গর্জন আর শোনা যাচ্ছে না। এই পবিত্র ভূমিতে আজ শান্তি ফিরে এসেছে। শান্তি এখন শুধু আশাবাদ নয়, এটা বাস্তব। আমেরিকার সাহায্যে ইজরায়েল শান্তি অর্জন করেছে।' ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধে সহায়তার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ট্রাম্প।

ভাষণ চলাকালীন একটি মাত্র অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। পার্লামেন্টে এক বামপন্থী সাংসদ প্যালেস্তাইকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে স্লোগান দেন। নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁকে এবং আরও এক সাংসদকে দ্রুত সভা থেকে বার করে নিয়ে যান। ঘটনার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন স্পিকার। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চাননি ট্রাম্পও।

গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'দু-বছরের বেশি সময় পর সব বন্দির মুক্তিকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। এই মুক্তি তাঁদের পরিবারের সাহস, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ধারাবাহিক শান্তি প্রচেষ্টা এবং প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দৃঢ় সংকল্পের ফল।'

এদিন শান্তির দূত হিসাবে ট্রাম্পকে একটি সোনার তৈরি পায়রা উপহার দিয়েছেন নেতানিয়াহু। ইজরায়েলের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মানের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের নাম প্রস্তাব করেন তিনি। বন্দিরা ফিরে আসায় খুশির হাওয়া ইজরায়েলে। দেশের নানা জায়গায় স্ক্রিন খাটিয়ে ইজরায়েলিদের ঘর ওয়াপসির দৃশ্য দেখানো হয়েছে। ফিরে আসা বন্দিদের জন্য বেশ কিছু উপহার তৈরি রেখেছেন নেতানিয়াহু এবং তাঁর স্ত্রী সারা। তার মধ্যে রয়েছে পোশাক, বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট ও একটি মোবাইল ফোন। ইজরায়েল থেকে মিশরের শার্ম আল শেখে গাজা শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে যাবেন ট্রাম্প। তবে এত কিছুর পরেও ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে আনুষ্ঠানিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েই গিয়েছে।

> এই পবিত্র ভূমিতে আজ শান্তি ফিরে এসেছে। শান্তি এখন শুধু আশাবাদ নয়, এটা বাস্তব
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**
>
> ইজরায়েলের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বন্ধু এখন হোয়াইট হাউসে রয়েছেন
> **বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু**
>
> এই বন্দি মুক্তি তাঁদের পরিবারের সাহস, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ধারাবাহিক শান্তি প্রচেষ্টা এবং প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দৃঢ় সংকল্পের ফল।
> **নরেন্দ্র মোদি**

মুক্তির আনন্দ... হামাসের হেপাজত থেকে মুক্ত ইজরায়েলিরা। নীচে সেই আনন্দে উল্লাস দেশের নাগরিকদের।

পাক-কাবুলের যুদ্ধ বন্ধে নজর মার্কিন প্রেসিডেন্টের

ওয়াশিংটন, ১৩ অক্টোবর : ভারত-পাকিস্তানকে এক পংক্তিতে ফেলার নীতি নিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সঙ্গে পহলগাম হামলার জেরে দু-দেশের মধ্যে যে সামরিক সংঘাত শুরু হয়েছিল, তাতে রাশ টানার জন্যও কৃতিত্ব দাবি করেছেন তিনি। ট্রাম্প জানান, ভারতের ওপর করের হার বাড়িয়ে ২০০ শতাংশ করার হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরেই নাকি অপারেশন সিঁদুর বন্ধ হয়। যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়ে যায় ভারত ও পাকিস্তান। বর্তমানে ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ হারে শুল্ক আদায় করছে আমেরিকা। দিল্লিকে চাপে রাখতে সেই হার ৩-৪ গুণ বাড়াতে তিনি যে পিছপা হবেন না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রাখেননি ট্রাম্প।

> যুদ্ধ থামানোর কাজটা আমি ভালোই করতে পারি। এটা অষ্টম যুদ্ধ (ইজরায়েল-হামাস), যা আমি থামিয়েছি। পাকিস্তান-আফগানিস্তান যুদ্ধের কথা শুনেছি। দেশে ফিরে ওটাও থামিয়ে দেব।
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

সোমবার ওয়াশিংটন থেকে মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার পর এয়ারফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও মার্কিন প্রেসিডেন্টের গলায় পুরোনো সুর। ট্রাম্প জানান, ব্যক্তিগতভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারে তিনি কখনোই আগ্রহী ছিলেন না। বিশ্বে শান্তি বজায় রাখাই তাঁর উদ্দেশ্য। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ বন্ধ করার পর এখন তাঁর মনোযোগ পাক-আফগান সংঘর্ষ থামানোর দিকে। তাঁর কথায়, 'যুদ্ধ থামানোর কাজটা আমি ভালোই করতে পারি। এটা অষ্টম যুদ্ধ (ইজরায়েল-হামাস), যা আমি থামিয়েছি। পাকিস্তান-আফগানিস্তান যুদ্ধের কথা শুনেছি। দেশে ফিরে ওটাও থামিয়ে দেব।'

ভারতের উদ্দেশে ট্রাম্পের প্রচ্ছন্ন সতর্কবার্তা, 'শুল্ক আমাদের কূটনৈতিক এবং দরকষাকষির ক্ষমতাকে শক্তিশালী করেছে। আমি শুল্ককে কাজে লাগিয়ে একাধিক যুদ্ধ বন্ধ করেছি। ভারত-পাকিস্তান এর উদাহরণ। আমি বলেছিলাম, তোমাদের কাছে পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। তোমরা যদি যুদ্ধ করো, তাহলে তোমাদের দু-দেশের ওপর ১০০, ১৫০ বা ২০০ শতাংশ শুল্ক চাপাব।' তাঁর কথায়, 'ওদের বলেছিলাম, আমি শুল্কের নতুন হার কার্যকর করছি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে ছিলাম। যদি আমার কাছে শুল্ক-অস্ত্র না থাকত, তাহলে কখনোই এই যুদ্ধ থামানো যেত না।'

৪ গুণ শুল্কের হুমকিতে 'সংযত' ভারত!

নোবেল সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প কার্যত নোবেল কমিটির অবস্থানকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন, 'এটা পাওয়া সম্মানের ব্যাপার। আমি লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচিয়েছি। নোবেল কমিটি সংগতভাবে ২০২৪ সালের অবদানের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই করেছে। আমি নোবেল পাওয়ার জন্য কিছু করিনি। যা করেছি সেটা শুধু মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য।'

আসন বণ্টনে গোপন বৈঠক কংগ্রেস ও আরজেডি'র

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রবিবার এনডিএ আসনবণ্টন করে ফেলেছে। তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আসন বণ্টন চূড়ান্ত করতে কংগ্রেস ও রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-একাধিক দফায় বৈঠক করল। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেনুগোপালের সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে গোপন বৈঠক করেন তেজস্বী যাদব। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিহারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কৃষ্ণ আল্লাভারু, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ রাম, কংগ্রেস নেতা শাকিল আহমেদ খান সহ আরও অনেকে। প্রথমে রাহুল গান্ধির সঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের বাসভবনে বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনার কথা শোনা গেলেও পরে কেসি বেনুগোপালের সঙ্গেই বৈঠক করেন তেজস্বী যাদব।

বিশেষ করে যেসব আসনে কংগ্রেস প্রার্থী দিতে চায়, সেই আসনগুলি নিয়েও আরজেডি আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে জানা গিয়েছে। বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি)-র মুকেশ সাহানীর দাবিদাওয়াও আলোচনায় উঠে এসেছে। তেজস্বীর বৈঠকের আগে বিহার কংগ্রেস নেতারা বেনুগোপাল, স্ক্রিনিং কমিটির চেয়ারম্যান অজয় মাকেন ও রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন। পরে কংগ্রেস নেতা রাজেশ রাম জানিয়েছেন, বিহার নেতারা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গেও বৈঠক করেছেন। রাহুল তাঁদের নির্দেশ দিয়েছেন, আসন বণ্টন আলোচনায় দলের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে। সূত্রের খবর, মহাগঠবন্ধন-এর আসন বণ্টনের রূপরেখা প্রায় তৈরি। তবে খাড়্গে, রাহুল গান্ধি ও তেজস্বী যাদবের চূড়ান্ত বৈঠকের পরেই তা ঘোষণা করা হবে। সব ঠিকঠাক থাকলে, আসন বণ্টনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে বিহারের রাজধানী পাটনায়।

বাস দুর্ঘটনায় মৃত ৪২

কেপ টাউন, ১৩ অক্টোবর : ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা দক্ষিণ আফ্রিকায়। রবিবার রাতে জিম্বাবোয়ে থেকে যাত্রী বোঝাই বাসটি আসছিল। লিমপোপো প্রদেশের পাহাড়ি রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে ৪২ জনের। সকলে জিম্বাবোয়ে ও মালাউইয়ের বাসিন্দা। মৃতদের মধ্যে ১৮ জন মহিলা ও ৭টি শিশু রয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। দুর্ঘটনার খবরে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। তদন্ত চলছে। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা।

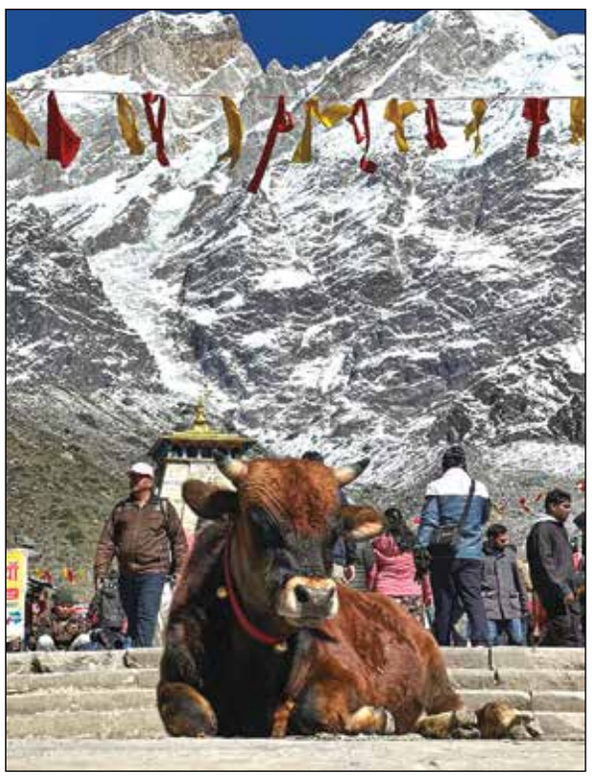

খানিক বিশ্রামে... সোমবার রুদ্রপ্রয়াগ থেকে।

ভোটের আগে লালুদের চার্জশিট

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : বিধানসভা ভোটের মুখে অস্বস্তি বাড়ল লালুপ্রসাদ যাদবের পরিবারের তো বটেই, এমনকি আরজেডিরও। বিহারে নির্বাচন দোরগোড়ায়। এবার রাজ্যে পালাবদলের ব্যাপারে আশাবাদী আরজেডি নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট। তার আগে আইআরসিটিসি দুর্নীতি মামলায় লালু ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছে দিল্লির একটি আদালত। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো নানা অভিযোগ উঠে এসেছে দেশের প্রাক্তন রেলমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন লালু। সোমবার আইআরসিটিসি দুর্নীতি মামলায় লালু, তাঁর স্ত্রী তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং পুত্র তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব সহ একাধিক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। এছাড়া 'জমির বিনিময়ে চাকরি' মামলাতেও লালুর পরিবারের নাম জড়িয়েছে। দুই মামলাতেই তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণার অভিযোগ আনা হয়েছে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, ঘুষ নেওয়ার পক্ষে জোরালো প্রমাণ না মিললেও এই দুই মামলায় সরাসরি আর্থিক সুবিধা পেয়েছে লালুর পরিবার। যদিও লালু সহ সকলেই নিজেদের 'নির্দোষ' বলে দাবি করেছেন। রাবড়ি এবং তেজস্বী একসুরে জানিয়েছেন, 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই 'মিথ্যা' মামলায় আমাদের ফাঁসানো হয়েছে।'

মূল্যবৃদ্ধির হার কমে ১.৫৪

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : আরও নামল মূল্যবৃদ্ধির হার। সোমবার ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিকস (এনএসও) জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার হয়েছে ১.৫৪ শতাংশ। যা গত ৮ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। মূলত তেল, ফল, ডাল সহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের দাম কমায় মূল্যবৃদ্ধির হার কমেছে। শাকসবজির দাম সেপ্টেম্বরে ২১.৩৮ শতাংশ কমেছে। ডাল জাতীয় খাদ্যপণ্যে দাম কমেছে ১৫.৯২ শতাংশ। সবমিলিয়ে খাদ্যপণ্যের দাম অনেকটাই কমেছে। ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে মূল্যবৃদ্ধির হার অগাস্টের (৫.৭ শতাংশ) তুলনায় বেড়ে ৯.২ শতাংশ হয়েছিল। এবার তাই বেস প্রাইসের সুবিধা নিয়ে মূল্যবৃদ্ধির হার আরও কম দেখিয়েছে। অক্টোবরের ঋণনীতিতে চলতি অর্থবর্ষে মূল্যবৃদ্ধির হার ২.৬ থেকে ৩.১ শতাংশে থাকার পূর্বাভাস দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক।

সিবিআই তদন্ত

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : অভিনেতা, রাজনীতিবিদ তথা টিভিকে প্রধান বিজয়ের দলীয় সমাবেশে পদপিষ্টের ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব সোমবার সিবিআইকে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলেছে, দেশের নাগরিকদের স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত পাওয়ার অধিকার রয়েছে। বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী ও বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়া জানিয়েছেন, তদন্ত করবে তিন সদস্যের একটি কমিটি। এর শীর্ষে থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অজয় রাস্তোগি। সর্বোচ্চ আদালত রাস্তোগিকে দু'জন আইপিএস অফিসার বাছাই করতে বলেছে। আইপিএস অফিসাররা তামিলনাড়ু ক্যাডারের হতে পারবেন, কিন্তু তামিল হওয়া যাবে না।

মামলা খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : ভোটার তালিকায় কারচুপির ইস্যুতে সিট গঠন করে তদন্ত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন রোহিত পান্ডে নামে এক ব্যক্তি। সোমবার শীর্ষ আদালত তাঁর আর্জি নাকচ করল।

বিচারপতি সূর্য কান্ত ও জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ জানিয়েছে, 'মামলাকারী যেখানে খুশি যেতে পারেন। এখানে জনস্বার্থ মামলা শোনা হবে না। আবেদনকারী চাইলে নির্বাচন কমিশনে যান।'

তল্লাশি ইডি'র

চেন্নাই, ১৩ অক্টোবর : বিষাক্ত কাশির সিরাপে ২২ জন শিশুমৃত্যুর ঘটনায় তামিলনাড়ুর চেন্নাই এবং কাঞ্চিপুরমের অন্তত সাতটি জায়গায় ব্যাপক তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সোমবার ইডি-কর্তারা হানা দেন কোল্ডরিফ সিরাপ প্রস্তুতকারক সংস্থা শ্রীসান ফার্মার সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তি এবং তামিলনাড়ুর ড্রাগ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের পদস্থ কর্তার বাড়িতে।

নিয়োগে সময়সীমা বাঁধল না সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় আর হস্তক্ষেপ করবে না সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ জানিয়েছে, ২০১৬ সালের পুরো নিয়োগ প্যানেল ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে, তাই এ বিষয়ে নতুন করে মামলা চলতে পারে না।

মামলাকারীদের দাবি ছিল, শিক্ষক নিয়োগের মতোই গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগেও সময়সীমা নির্ধারণ করা হোক। তাঁদের অভিযোগ, শিক্ষক নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলেও কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা রয়ে গিয়েছে। এদিন শীর্ষ আদালত সেই আবেদন খারিজ করে জানিয়ে দিয়েছে, 'নতুন করে কোনও মামলার আবেদন শোনা হবে না। পুরো প্যানেল বাতিল করা হয়েছে। সুতরাং, একই বিষয়ে বারবার আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যাবে না।' তবে ভবিষ্যতে যদি নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়, তা নিয়ে মামলা করা যেতে পারে।

এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্ট স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬ সালের নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত পুরো প্যানেল বাতিল করে দিয়েছিল। 'প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি' আখ্যা দিয়ে বিচারপতিরা জানিয়েছিলেন, কেবলমাত্র যাঁরা 'অযোগ্য নন', তাঁদেরই আপাতত স্কুলে পড়াতে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে রাজ্য সরকারকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন নিয়োগ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। সেই নির্দেশ কেবল শিক্ষক নিয়োগে প্রযোজ্য ছিল। এর প্রেক্ষিতে গ্রুপ সি ও ডি চাকরিপ্রার্থীরা একইভাবে সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন, যা সোমবার সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে।

গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি

রাজীব কুমার মামলা প্রশ্ন সিবিআইকে

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : সারদা মামলায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের আগাম জামিন মঞ্জুর করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় সিবিআই। সোমবার সেই মামলায় শীর্ষ আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়ল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ৬ বছর পর এই মামলায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে সিবিআই। এই দীর্ঘ সময়ে রাজ্যের পুলিশ প্রধানের বিরুদ্ধে তদন্তে তেমন গতি নজরে আসেনি। রাজীব কুমারকে জেরাও করা হয়নি।

সিবিআইয়ের আইনজীবী সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার উদ্দেশে প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, ৬ বছর পর এলেন কেন? জবাবে মেহতা বলেন, 'এটি শুধু আগাম জামিনের ব্যাপার নয়। সিবিআই তদন্তে বাধা দেওয়া হয়েছে। আমরা ছয় বছর পর আগাম জামিন নিয়ে কিছু বলছি না, কিন্তু সিবিআই আধিকারিকদের কাজে বাধা এসেছে।' একই সঙ্গে আদালত অবমাননার ব্যাপারেও শুনানির আবেদন জানান সরকারি আইনজীবী। প্রধান বিচারপতি পালটা বলেন, 'আমরা তো নোটিশ জারি করেছিলাম। ৬ বছর ধরে কী করছিলেন? এতদিন মামলা ঝুলিয়ে রাখার কারণ কী?' মেহতা বলেন, 'কেন মামলা ঝুলে রয়েছে? গোটা বিষয়টা জানলে মাননীয় প্রধান বিচারপতি আপনি অবাক হয়ে যাবেন।'

রাজীব কুমারের আইনজীবী পালটা সওয়াল করেন, তাঁর মক্কেলের মানহানি করতেই নতুন করে অভিযোগ আনা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ৬ বছরে রাজীব কুমারকে একবারও তলব করেনি সিবিআই। তদন্তের কাজে তাঁর মক্কেল সবসময় সহযোগিতা করেছেন। এখন তাঁকে হয়রান করতে মামলার বিষয়ে সক্রিয় হয়েছে সিবিআই। দু'পক্ষের সওয়াল-জবাবের পর শুক্রবার মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে শীর্ষ আদালত।

আর মাত্র কয়েকটা দিন পর দীপাবলি। তার আগে জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে মুম্বইতে।

শুনানি পিছোল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প সংক্রান্ত মামলার শুনানি আবারও পিছিয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার নির্ধারিত শুনানির দিন কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সময় চেয়ে আবেদন জানান। তাঁর সেই আবেদন মঞ্জুর করে বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, মামলাটির শুনানি হবে ২৭ অক্টোবর। পশ্চিমবঙ্গে গত তিন বছর ধরে কার্যত বন্ধ রয়েছে কেন্দ্রের 'মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প' বা ১০০ দিনের কাজ। এই নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে দীর্ঘ টানাপোড়েন চলছে।

অর্থনীতিতে নোবেল তিন গবেষকের

স্টকহোম, ১৩ অক্টোবর : এবারের অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন তিন দিকপাল গবেষক— জোয়েল মোকির, ফিলিপ এজিওঁ এবং পিটার হাওয়িট। প্রযুক্তি নির্ভর উদ্ভাবনের মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনীতি কীভাবে দ্রুত ও দীর্ঘস্থায়ী বৃদ্ধি অর্জন করতে পারে, সেই যুগান্তকারী গবেষণা ব্যাখ্যা করার জন্য রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস তাঁদের এই সম্মানে ভূষিত করেছে। এই তিন অর্থনীতিবিদ দেখিয়েছেন, উদ্ভাবন এবং নতুনত্বের পথে হেঁটে কীভাবে মানবজাতি যুগ যুগ ধরে দারিদ্র্যকে জয় করে সমৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন করেছে।

নোবেল পুরস্কারের অর্ধেকটা পেয়েছেন জোয়েল মোকির, যিনি দেখিয়েছেন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মাধ্যমে ক্রমাগত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য ঠিক কী কী শর্ত বা পরিবেশ প্রয়োজন। তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণা প্রমাণ করেছে, সমাজে যখন জ্ঞান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পরিবর্তনের প্রতি সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি থাকে, তখনই উদ্ভাবন গতি পায়।

জোয়েল মোকির, ফিলিপ এজিওঁ এবং পিটার হাওয়িট।

অন্যদিকে, পুরস্কারের বাকি অর্ধেক ভাগ করে নিয়েছেন ফিলিপ এজিওঁ এবং পিটার হাওয়িট। তাঁদের গবেষণার মূল ভিত্তি হল 'সৃজনশীল বিনাশ' তত্ত্ব। এই তত্ত্বে তাঁরা গাণিতিক মডেলের সাহায্যে দেখিয়েছেন, কীভাবে অর্থনীতিতে নতুন ও উন্নত উদ্ভাবন আসে এবং পুরোনো প্রযুক্তি ও শিল্পগুলিকে প্রতিস্থাপিত করে। এই প্রক্রিয়াটি আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা ক্ষতিকর মনে হলেও, এটিই দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও প্রগতিকে চালিত করে।

নোবেল কমিটি জানিয়েছে, এই তিন গবেষকের কাজ নীতি নির্ধারক এবং অর্থনীতিবিদদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল কারণ বুঝতে সাহায্য করেছে। তাঁদের গবেষণা থেকে স্পষ্ট, অর্থনৈতিক স্থবিরতা এড়াতে হলে বাজারের একচেটিয়া প্রবণতা, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক বাধাগুলিকে সক্রিয়ভাবে মোকাবিলা করতে হবে। এই পুরস্কার আবারও প্রমাণ করল যে, উদ্ভাবন কেবল বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির বিষয় নয়, এটি বিশ্ব অর্থনীতির প্রাণশক্তি।

স্বার্থপর

অর্থের লড়াই, স্মৃতির লড়াই

মা-বাবার স্মৃতি বনাম অর্থ। প্রতিপক্ষ ভাই-বোন। লড়াই গড়ায় আদালতে। অপর্ণা চরিত্রে কোয়েল মল্লিক। পরিচালক অন্নপূর্ণা বসুর প্রথম ছবি। বহুদিন পর পর্দায় আইনজীবীর চরিত্রে রঞ্জিত মল্লিক। বাড়ি মানে কি শুধুই ইট-কাঠের কাঠামো নাকি আজন্মলালিত স্মৃতি? শিকড় উথালপাতাল করা ছবির কথায় শবরী চক্রবর্তী

বাড়ি মানে কি শুধু ইট-কাঠের কাঠামো নাকি নেহাতই মাথা গোঁজার জায়গা? বাড়ি মানে কি আদরের শৈশব, ভাইবোনের খেলা, খাওয়া, ঝগড়া, ভাইফোঁটা, আর দরজা-জানলা-সিঁড়িতে আকণ্ঠ ডুবে যাওয়া মা-বাবার আজন্মলালিত স্মৃতি নয়? তাকে কি এমন করে ঘাড় ধরে বিক্রি করে দেওয়া যায়? এরকমই চেনা অথচ চিরকালীন প্রশ্ন নিয়ে অন্নপূর্ণা বসুর প্রথম ফিচার ফিল্ম ‘স্বার্থপর’।

সুরিন্দর ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত ছবির প্রধান ভূমিকায় কোয়েল মল্লিক। ছবির বড় প্রাপ্তি সৎ আইনজীবীর ভূমিকায় রঞ্জিত মল্লিক। আছেন কৌশিক সেন, ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, অনির্বাণ চক্রবর্তী প্রমুখ। ২১ অক্টোবর ছবির মুক্তি। অতি সম্প্রতি ছবির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে। উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা-অভিনেত্রী সহ মিউজিক কম্পোজার জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, গায়িকা ইমন চক্রবর্তী প্রমুখ।

পরিচালক অন্নপূর্ণা বসুর কথায়, ‘এটি আমার প্রথম ছবি। ছবিতে দেখাতে চেয়েছি, একটা বাড়ি শুধু সম্পত্তি হিসেবেই নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আবেগকেও উত্তরাধিকার সূত্রেই আমরা পাই। এই আবেগকে কীভাবে বাড়ির মেয়ে ধারন করে, তাকে বাঁচানোর জন্য লড়াই করে, এই বাড়িতে বড় হওয়া ভাইবোনের ভালোবাসা কীভাবে সব সৌন্দর্য হারিয়ে কদর্য একটা জায়গায় চলে যায় তাই ছবির বিষয়। এটা সব বাড়ির গল্প, প্রায় সব ভাইবোনের গল্প।’

ছবিতে কোয়েল চরিত্রে অপর্ণা। তিনি বলেন, ‘ট্রেলার প্রকাশের পর থেকে অনেক কমেন্ট পাচ্ছি যে, এটা তো আমাদের বাড়ির গল্প। এই ছবির সবথেকে বড় আকর্ষণ এটাই। আমার মনে হয়, ভাইবোনের সম্পর্কের এই দিকটা নিয়ে এরকম ছবি আগে বোধহয় হয়নি। কেন হয়নি, জানি না। খুবই সূক্ষ্ম বিষয়। আমার ভাগ্য এরকম ছবির অংশ হতে পেরেছি। ছবির ভিতর একটা সততা আছে, যেটা প্রত্যেক ফ্রেমে বোঝা যাচ্ছে। আর এই সততার জন্যই ছবিটা করেছি। অন্নপূর্ণা বা চিত্রনাট্যকার সদীপ খুব প্রতিভাবান, খুব যত্ন নিয়ে গল্প আর চিত্রনাট্যটা লিখেছে। খুব কষ্ট হয়েছে ছবিটা করে। অপর্ণাকে ফিল করেছি। কষ্ট করতে হয়নি, এমনিই চরিত্রে ঢুকে গিয়েছি। অপর্ণার আত্মসম্মানের জায়গায় ঘা দিয়েছে এই বাড়ি বিক্রির সিদ্ধান্তটা। আমি সমঝোতা করি না, অপর্ণাও করেনি। অনেকদিন পর বাবার সঙ্গে কাজ করলাম। এটা উপরি পাওনা।’

রঞ্জিত মল্লিক অনেকদিন পর আবার বাংলা ছবিতে। তিনি সৎ আইনজীবীর ভূমিকায়। তিনি ছবি প্রসঙ্গে বলেন, ‘গল্পটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। ভাইবোনের গল্প, কত ভালোবাসা থাকে ওদের মধ্যে। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়, তখন সম্পর্কই নষ্ট হতে বসে। বাবার বাড়ি, এখানে বোনের কোনও লোভ নেই। কিন্তু মা-বাবার স্মৃতি জড়িয়ে আছে, বোনের একটা সেন্টিমেন্ট আছে, সেটা দাদা বোনকে জিজ্ঞাসা না করেই বিক্রি করে দিল? দাদা আর বোন দুজনেই ঠিক। দাদার টাকার দরকার, বোনেরও দরকার, তার সঙ্গে সে মা-বাবার আবেগকে বাঁচাতে চাইছে। বিষয়টা খুব ভালো লেগেছে। ছবিতে আমি উকিল। চরিত্রটি ১০০ শতাংশ সৎ। আর একটা কথা, এই ছবিটা ১০০ শতাংশ বাংলা ছবি। সেই বাংলা সেন্টিমেন্ট, চালচলন আবার পর্দায়। এখন যেসব বাংলা ছবি হয়, আমার ভালো লাগে না, বাংলা ছবির সেই নিজস্বতা এগুলোতে নেই। কিন্তু অন্নপূর্ণা বা সদীপ এত সুন্দর করে লিখেছে, যে স্বার্থপর সেই পুরনো বাংলা ছবির স্বাদ এনে দেবে।’

ছবির আর এক প্রধান অভিনেতা অনির্বাণ চক্রবর্তী। তিনিও আইনজীবী এবং রঞ্জিত মল্লিকের প্রতিপক্ষ। তিনি বলেন, ‘ছবিতে ভাইবোনের দ্বন্দ্বকে অন্যভাবে দেখানো হয়েছে। আবার এদের পাশে থাকা অন্য চরিত্রগুলো কীভাবে এদের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করছে, তাকেও অন্য আলোকে দেখানো হয়েছে। রঞ্জিতবাবুর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ দেবার জন্য পুরো টিমকে অনেক ধন্যবাদ। সব চরিত্রে একটা লেয়ার আছে। এটা অভিনেতাদের কাছে বড় পাওনা।’

আদ্যন্ত বাংলা ছবি বলে অভিভূত মিউজিক কম্পোজার জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, ‘অনেক দিন পর একটা বিশুদ্ধ বাংলা ছবি আসছে, আপনারা দেখবেন।’ উপস্থিত ছবির গায়িকা ইমন চক্রবর্তী এবং স্বয়ং জিৎ ছবির দুটি গান উপস্থাপনা করেন। জিৎ-এর গাওয়া ‘বল মন’ বাস্তবিকই শ্রুতিসুখকর।

প্রায় সকলেই বাংলা ছবির হারানো দিন ফিরে আনার দাবি করলেন ‘স্বার্থপর’ মারফত। কতটা ফিরল, কতটা পরবর্তীতে এই ধাঁচের ছবি আরও আসার পথ তৈরি করল এই ছবি, তা জানা যাবে ২১ অক্টোবর।

সলমন খানের সপাট জবাব

সলমন খান চটেছেন। না, এমনিতে তাঁর রাগটা বিশেষ বোঝা যায় না। কারও নামে সরাসরি নিন্দেমন্দ করেন না। কিন্তু পরিচালক এ আর মুরুগাদুস তাঁর নামে অভিযোগ এনেছেন যে, রাত ৯টায় ‘সিকন্দর’ ছবির সেটে আসতেন সলমন খান। সেইজন্যে এই ছবিটা ঠিক করে দাঁড়াল না। তিনি নিজের মতো করে ছবিটা তৈরি করতে পারলেন না।

এ কথা শুনেছেন সলমন খান। এক সাক্ষাৎকারে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সলমন হাসতে হাসতে বলেন, সে সময় তাঁর পাঁজর ভেঙে গিয়েছিল। ওই অবস্থায় তিনি কাজ করেছেন। কিন্তু মুরুগাদুস নিজেই এই ছবি থেকে মাঝপথে সরে গিয়ে দক্ষিণের একটা ছবিতে হাত দিয়ে ফেললেন। সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা, মানে যিনি প্রযোজক, তিনিও সরে গেলেন। তার পরও ছবি হিট হবে?

শুধু তাই নয়, সলমন খান আরও জানিয়েছেন, ‘মাধারাসি’ নামে মুরুগাদুসের সাম্প্রতিক যে ছবি, তার অভিনেতা তো সকাল ৬টায় সেটে আসতেন। তাই কি সেই ছবিটা ‘সিকান্দার’-এর থেকে আরও বড় ব্লকবাস্টার হয়েছে?

প্রসঙ্গত, এই ‘মাধারাসি’ ছবিটি দক্ষিণের সিনেমা হলে খুঁজেই পাওয়া যায়নি ঠিক করে।

শেষপর্যন্ত মুখ খুললেন সলমন

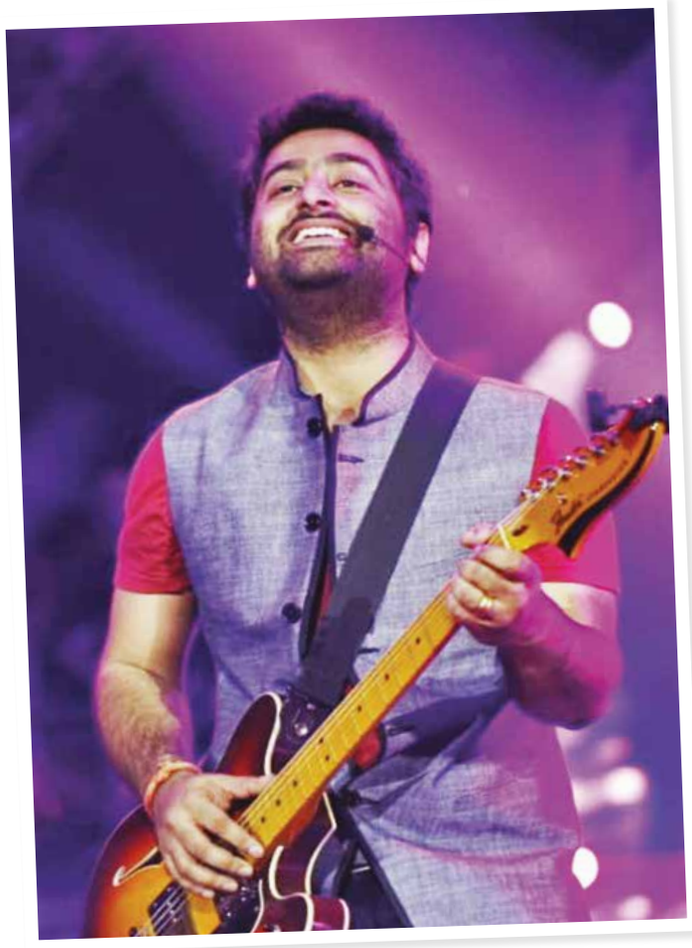

অরিজিৎ সিংয়ের সঙ্গে সলমন খানের শত্রুতা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, মিয়াঁ চুপ করেই ছিলেন। এতদিনে তিনি এই বিষয়ে কথা বললেন। বিগ বস ১৯-এ কমেডিয়ান রবি গুপ্তাকে তিনি বলেন, ‘অরিজিৎ আমার খুব ভালো বন্ধু। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল আর সেটা হয়েছিল আমার তরফেই। এরপরেও ও আমার ছবিতে গান করেছে। টাইগার ৩-এ করেছে, ব্যাটল অফ গালওয়ান ছবিতেও করেছে।’

প্রসঙ্গত, ঘটনার সূত্রপাত ২০১৪ সালে, স্টার গিল্ড অ্যাওয়ার্ডসের অনুষ্ঠানে। সলমন ছিলেন অন্যতম সঞ্চালক। অরিজিতের নাম সেরা গায়ক হিসেবে ঘোষণার বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি খুবই সাধারণভাবে মঞ্চে আসেন, খুবই ক্লান্ত লাগছিল তাঁকে। কারণ পরপর অনুষ্ঠান করতে হচ্ছে অরিজিতকে।

সলমন তাঁকে বলেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? অরিজিৎ বলেন, আপনারাই ঘুম পাড়িয়ে দিলেন! এই কথা মজা করে বললেও সলমন ভালোভাবে নিতে পারেননি। পরবর্তীতে বজরঙ্গী ভাইজান, কিক ইত্যাদি ছবি থেকে অরিজিতের গান বাদ যায়, জল্পনা শুরু হয় সলমন এই কাজ করেছেন। পরে অরিজিৎ সলমনের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চান, তাতেও বরফ গলেনি। এতদিন পর সলমন জানালেন ভুলটা তিনিই বুঝেছিলেন!

একনজরে সেরা

রাঘব, আলিজেহ একসঙ্গে

রাঘব জুয়েল ও সলমন খানের ভাগ্নি আলিজেহ অগ্নিহোত্রী একসঙ্গে ছবি করবেন। পরিচালক বিকাশ বহেল। তিনি ২০১৪ সালের ফ্রেঞ্চ-বেলজিয়ান কমেডি ছবির ভারতীয় ভার্সান বানাচ্ছেন। এই কমেডি ছবির কেন্দ্রে আছে এক বধির পরিবারের একমাত্র শ্রবণশক্তির অধিকারিণী কন্যা, যে পরিবারের ব্যবসা সামলানোর পাশে গায়িকা হবার স্বপ্ন পূরণের লড়াই করছে। রাঘবের চরিত্র সম্বন্ধে জানা যায়নি।

ধুরন্ধরের গান

রণবীর সিং অভিনীত ধুরন্ধর ছবির গান না দে দিল পরদেশি মুক্তি পাবে ১৫ অক্টোবর। শোনা গিয়েছিল, ছবি নির্ধারিত ৫ অক্টোবর মুক্তি পাবে না—নির্মাতাদের বক্তব্য, এই গান সেই জল্পনায় জল ঢালবে, ছবি সম্বন্ধে দর্শকও আরও বেশি জানতে পারবেন। ছবিতে আছেন সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্নাও।

প্রতিনিধি কৃতি

বার্লিনের ওয়ার্ল্ড হেলথ সামিটে ভারতীয় প্রতিনিধি হচ্ছেন কৃতি শ্যানন। বিশ্বের তাবড় নেতা, পলিসি মেকারদের সঙ্গে তিনি বিশ্ববলয়ে নারীদের স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনায় অংশ নেবেন এবং এই পর্যায়ে কিভাবে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া যাবে, তাও দেখবেন। ভারতীয় সেলেবদের মধ্যে এর ফলে তিনি একটি মানদণ্ড স্থাপন করলেন।

তুলসী আর পার্বতী

কিঁউ কি সাঁস ভি কভি বহু থির তুলসী আর ঘর ঘর কি কহানি-র পার্বতীর দেখা হবে। দুটিরই নির্মাতা একতা কাপুর। নির্মাতাদের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে, পার্বতী আর তুলসীর দেখা হবে। ২৫ বছর পর আবার তুলসী বা স্মৃতি ইরানি ও পার্বতী বা সাক্ষী তনওয়ার-এর দেখা হচ্ছে।

রিমেকে অক্ষয়

২০২৪ সালের সবথেকে বড় তেলুগু হিট ভেঙ্কটেশ অভিনীত সংক্রানথিকি বাস্থুনাম-এর হিন্দি রিমেক করবেন অক্ষয় কুমার। প্রযোজক দিল রাজু এই খবর নিশ্চিত করে বলেছেন, বিশিষ্ট পরিচালককে নির্বাচন করা হচ্ছে পরিচালনার জন্য। ছবিতে এক পুলিশ, অপরাধীকে ধরতে যায়। সঙ্গে যোগ দেয় তার স্ত্রী ও প্রাক্তন প্রেমিকা। আবারও কমেডিতে নিজের আধিপত্য দেখাতে আসছেন অক্ষয়।

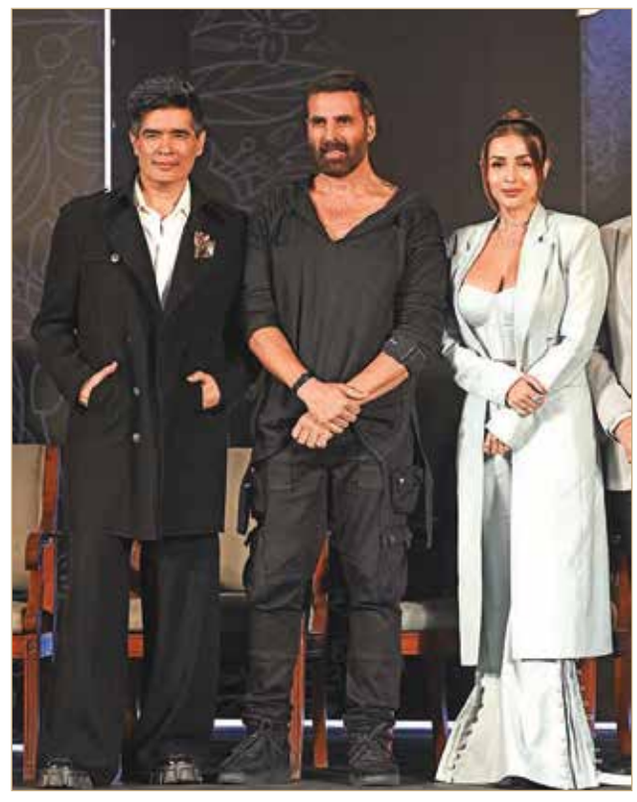

একটি রিয়েলিটি শো নিয়ে মুম্বইয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ফ্যাশন ডিজাইনার মণীশ মালহোত্রার সঙ্গে অভিনেতা অক্ষয় কুমার ও মালাইকা অরোরা।

সেরার পুরস্কার উৎসর্গ অ্যাশ, আরাধ্যাকে

২৫ বছরের কেরিয়ারে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেলেন অভিষেক বচ্চন, ছবি আই ওয়ান্ট টু টক। সেই সেরার শিরোপা উৎসর্গ করলেন তিনি স্ত্রী ঐশ্বর্য রাই বচ্চন ও মেয়ে আরাধ্যাকে। ৭০তম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে পুরস্কার নেবার সময় দর্শকাসন থেকে তাঁকে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানানো হয়। দৃশ্যতই আবেগতাড়িত অভিষেক বলেন, ‘কতদিন ধরে এই কথাগুলো আমি প্র্যাকটিস করেছি এখানে দাঁড়িয়ে বলব বলে। পরিবারের সামনে এই পুরস্কার নেওয়া আমার কাছে বিরাট প্রাপ্তি। আমি স্ত্রী ঐশ্বর্য ও মেয়ে আরাধ্যাকে ধন্যবাদ দেব আমার স্বপ্নকে সঙ্গে নিয়ে চলার জন্য। অনেক বলিদান আছে ওদের। এই ছবি বাবা আর মেয়ের। আমার পুরস্কার আমি আমার এক হিরো আমার বাবাকে, আর অন্য হিরো আমার মেয়েকে উৎসর্গ করতে চাই।’ ছবির পরিচালক সুজিত সরকার। ছবির বিষয়বস্তু—অর্জুন সেন তাঁর স্বপ্ন পূরণের দৌড়ে নেমেছে, যখন তার আয়ু মাত্র ১০০ দিনের। এই পথে তার সঙ্গী তার ৭ বছরের মেয়ে। এই অর্জুনই হয়েছেন অভিষেক।

বিশাল রেকর্ডের অপেক্ষায়

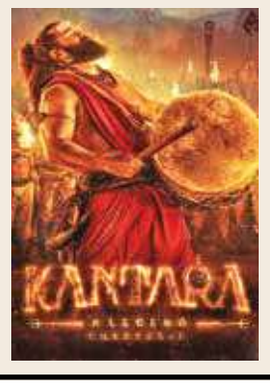

মাত্র এগারো দিনের দৌড়। এর মধ্যেই সারা দেশ থেকে ৬০০ কোটি টাকার বক্স অফিস ব্যবসা তুলে নিল ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’। ফিল্ম বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ ছবি হয়তো আরামসে ৬৫০ কোটি টাকাও তুলে নিতে পারবে। অন্তত তার দৌড় তো সেরকমই। এখনো অবধি এ বছরের সবচেয়ে সফল বক্স অফিসের তালিকায় রয়েছে ‘ছাবা’। তার পকেটে এসেছে ৬৯০ কোটি টাকা। কিন্তু তাকেও হারিয়ে দেওয়ার জন্যে আর মাত্র কয়েকটাই শো বাকি। ‘কান্তারা’ টিম একদম নিশ্চিন্ত।

ঋতু বদলে জ্বর-ডায়ারিয়া

হাসপাতালে ভিড় শিশুদের

চিন্তা আবহাওয়ার ভোল বদলে বাচ্চাদের নিয়ে চিন্তায় অভিভাবকরা

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিশু বিভাগে এদিন দুপুর ১টা পর্যন্ত ১৮০ জন বাচ্চা আসে

সবার উপসর্গ একই সর্দি-কাশি, জ্বর, ডায়ারিয়া

চিকিৎসকরা বলছেন, সবসময় শিশুকে ফিল্টার কিংবা কেনা জল পান করানো সম্ভব না হলে অন্ততপক্ষে জল ফুটিয়ে পান করাতে হবে

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : রবিবার ছুটির দিন। আউটডোর বন্ধ ছিল। সোমবার আউটডোর খুলতেই জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিশু বিভাগের সামনে ভিড় উপচে পড়ে। ২৫ দিন থেকে ১০ বছরের বাচ্চা নিয়ে আসতে দেখা গেল অভিভাবকদের। সবার উপসর্গ একই সর্দি-কাশি, জ্বর, ডায়ারিয়া। এদিন মণ্ডলঘাট থেকে অঞ্জলি রায় তাঁর ২৫ দিনের বাচ্চাকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন। সমস্যা সেই একই। জ্বর জ্বর ভাব, কিছু খেতে চাইছে না। অঞ্জলির কথায়, '২৫ দিনের বাচ্চা দুধ ছাড়া আর কী খাবে। কিন্তু সেটাও খাচ্ছে না। খিদে পাচ্ছে তবে খাবার মুখে তুলছে না। শনিবার রাত থেকে দেখি শরীরটা গরম গরম। রবিবার সকালটা ভালো গেলেও রাতে ফের একই। তাই বাধ্য হয়ে নিয়ে এসেছি।'

আবহাওয়ার ভোল বদলে বাচ্চাদের নিয়ে চিন্তায় অভিভাবকরা। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিশু বিভাগে এদিন দুপুর ১টা পর্যন্ত ১৮০ জন বাচ্চা আসে। তথ্য বলছে, গত শুক্রবার সংখ্যাটা ছিল ১৬০-এর উপরে, শনিবার ছিল ১৪৫ জন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আবহাওয়া পরিবর্তনের পর থেকে শিশু বিভাগে জ্বর-সর্দি-পেটের সমস্যা নিয়ে দেখাতে আসা বাচ্চাদের সংখ্যাটা ১৫০-র উপরে।

রংধামালি থেকে আসা মিতালি রায় বলেন, 'আমাদের এলাকায় মেলা বসেছে। রাতে মেলা ঘোরার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া চলেছে। রবিবার সকাল থেকে দেখছি ডায়ারিয়ার মতো। ৪ বছরের ছেলে কেমন করছে। তাই নিয়ে এসেছি। চিকিৎসক দেখে ওষুধ দিলেন, বললেন তিনদিন পর আসতে, এর মাঝে সমস্যা হলে ভর্তি করতে।'

অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে জ্বর, সর্দির প্রকোপ নিয়ে প্রশ্ন করতেই জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিশু বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ নীতীশ কুমার বলেন, 'এবছর আবহাওয়া বোঝা খুবই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুজোর মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত গরম। তারপর বৃষ্টি। আবার বর্তমানে ভোর ও গভীর রাতের দিকে ঠান্ডা আমেজ। আর দুপুরের দিকে গরম। এতেই বাচ্চাদের বিশেষ করে জ্বর, সর্দি ও ডায়ারিয়ার সমস্যা লক্ষ করা যাচ্ছে। এসএনসিইউ ছাড়া ৫০-এর কাছাকাছি বাচ্চা ভর্তি রয়েছে। তবে, যাদের ভর্তি করাতে হচ্ছে না তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধ দিয়ে জল ফুটিয়ে খাওয়া থেকে ওআরএস খাওয়ানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।' এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসকরা বলছেন, সবসময় শিশুকে ফিল্টার কিংবা কেনা জল পান করানো সম্ভব না হলে অন্ততপক্ষে জল ফুটিয়ে পান করাতে হবে। পেটের সমস্যা হলে ওআরএস খাওয়াতে হবে। এতেও সমস্যা হলে কিংবা জ্বর, সর্দি, শ্বাসকষ্ট হলে ডাক্তার দেখাতে হবে।

শিশু বিভাগের সামনে সন্তানদের নিয়ে অভিভাবকরা।

মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ। (ডানে) জুতো হাতে পলেন ঘোষ। সোমবার।

মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুলে জুতো দিয়ে মার

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রী যখন উত্তরবঙ্গ সফরে তখন জলপাইগুড়িতে তাঁর কুশপুতুল পোড়ানো হল। শুধু তাই নয়, কুশপুতুল পোড়ানোর আগে জুতো খুলে তাতে সপাটে মারলেন জলপাইগুড়ি জেলা যুব মোর্চার সভাপতি পলেন ঘোষ বলে অভিযোগ। পলেনের কথায়, 'যে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে পারেন না, তার আবার কী সম্মান। ওঁর পদত্যাগ করা উচিত।'

এমন ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তর্জা। জলপাইগুড়ি জেলার তৃণমূল যুবর সহ সভাপতি সন্তোষ মিশ্র বলেন, 'ওরা উগ্র-দাঙ্গাবাদ দল। ওদের রুচিবোধ এমনই। বিজেপি বাংলার সৃষ্টি-কৃষ্টি-সংস্কৃতি জানে না। একজন মহিলাকে জুতো মারা মানে নারী জাতিকে অসম্মান করা। সুতরাং এতেই স্পষ্ট তারা জানে না নারীদের কীভাবে সম্মান করতে হয়।'

দুর্গাপুরের ছাত্রীর গণধর্ষণ, প্রতিটি নারী তৃণমূল শাসনে বর্তমানে অসুরক্ষিত এছাড়া ধর্ষকদের শাস্তির দাবি জানিয়ে সোমবার জেলা যুব মোর্চার তরফে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি দপ্তরে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়। ওই কর্মসূচির আগে জেলা বিজেপি কার্যালয় থেকে মিছিল করে তাঁরা প্রথমে শহরের পিসি শর্মা মোড়ে আসেন। এরপর সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করার পাশাপাশি পলেন ঘোষ নিজের পায়ের জুতো খুলে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুলে মারেন। এরপর তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এমসিভিপি দপ্তরে পৌঁছায়। আর সেখান থেকে আওয়াজ তোলেন, 'যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা, তিনি কি না রাজ্যের মেয়েদের সুরক্ষা দিতে পারছেন না। উপরন্তু তিনি মেয়েদের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিচ্ছেন রাতে মেয়েরা বাইরে নয়।' একদিকে যখন জলপাইগুড়ি জেলায় মুখ্যমন্ত্রী বন্যাকবলিত মানুষদের সঙ্গে কথা বলছেন, ত্রাণ বিলি করছেন তখন মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুলে জুতো মেরে বিতর্কে জড়ালেন যুব মোর্চার জেলা সভাপতি।

> যে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে পারেন না, তার আবার কী সম্মান। ওঁর পদত্যাগ করা উচিত।
>
> **পলেন ঘোষ** সভাপতি জেলা যুব মোর্চা

এবিষয়ে জেলা বিজেপির সম্পাদক পৌলবি বসু দাস বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকেও রাজ্যের অন্য মহিলাদের মতো রাতে কাজে বের হতে হয়। সেক্ষেত্রে ওঁর সিকিউরিটি আছে, আর আমাদের বডিগার্ড নেই বলে কি আমরা অসুরক্ষিত। মুখ্যমন্ত্রী তাহলে ব্যর্থ মহিলাদের সুরক্ষা দিতে, যা স্পষ্ট ওঁর বক্তব্যে। আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে যেভাবে মহিলারা রাত দখল কর্মসূচি করেছিলেন, তেমনই মুখ্যমন্ত্রীর এধরনের বার্তার প্রতিবাদে সকলকে পথে নেমে রাত দখল করা উচিত।'

রাস্তার বাঁকে নর্দমার স্ল্যাব ভেঙে বিপত্তি

ময়নাগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : রাস্তার বাঁকে নর্দমার স্ল্যাব ভেঙে বিপত্তি। ঘটনাটি ময়নাগুড়ি পুরসভা অফিসের পাশেই ৯ নম্বর ওয়ার্ডের। পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড থেকে বিভিন্ন সরকারি অফিস, স্কুল এবং বাজারের সংযোগ পথ রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা রিকশাচালক সুপেন রায়ের বক্তব্য, 'স্ল্যাবটি ভেঙে যাওয়ার কারণে কয়েকদিন আগে একটি দুর্ঘটনার শিকার হই। এর ফলে এলাকার মানুষের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।' পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ড গোবিন্দনগরের বাসিন্দা মলয় চৌধুরী বলেন, 'জল্পেশ সহ ভোটপট্টির অসংখ্য মানুষ এবং যানবাহন এই পথে যাতায়াত করে। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।' স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, বেশ কয়েক মাস আগে এই স্ল্যাব ভেঙেছে। পুর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও সুফল মেলেনি। ওয়ার্ড কাউন্সিলার গোবিন্দ পাল বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।'

স্মারকলিপি

ময়নাগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : সোমবার কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির তরফ থেকে ময়নাগুড়ি থানায় স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এদিন সংগঠনের তরফ থেকে ময়নাগুড়িতে মা ও ছেলেকে খুনের ঘটনায় সঠিক তদন্ত করে দোষীদের শনাক্তকরণ এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়। ২০২৩ সালের ২০ নভেম্বর ময়নাগুড়ি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ড দেবীনগরপাড়ার বাসিন্দা সবিতা বর্মন এবং তাঁর ছেলে পরিমল বর্মন খুন হন। এখনও পর্যন্ত এই খুনের কিনারা করতে পারেনি পুলিশ। সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি অধীর বর্মন বলেন, 'আমরা পুলিশের কাছে দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছি। পুলিশ দাবিপত্র নিয়ে বিষয়টি দেখা হবে বলে জানিয়েছে।'

কাঠগড়ায় পুরসভা

শহর দেখভালে গাফিলতি

পুরসভার উদ্যোগে ডিভাইডারের আবর্জনা পরিষ্কার হচ্ছে।

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : কালীপুজোর আগে পুর এলাকায় ডিভাইডারের গাছ কাটা, আবর্জনা সাফ করা ও আলো মেরামতির কাজ শুরু করেছে ধূপগুড়ি পুরসভা। তবে এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সারাবছর ধূপগুড়ি শহরে সৌন্দর্যায়নের উদ্দেশ্যে লাগানো ডিভাইডারের গাছগুলির কোনওরকম যত্ন নেওয়া হয় না। ডিভাইডারের পাশে বহুদিনের জমা আবর্জনা পড়ে থাকে। এছাড়াও ডিভাইডারের আলোগুলি অধিকাংশই বিকল। পথবাতিগুলোরও যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। বেশির ভাগই বছরের বারো মাস বিকল হয়ে থাকে। আর এখন পুজোর সময় দর্শনার্থীদের দেখাতেই পুরসভা শহর পরিষ্কার করে, ডিভাইডারের গাছ কেটে, পথবাতি মেরামত করে আলো লাগানোর কাজ শুরু করেছে বলে তাঁদের দাবি।

স্থানীয় !বাসিন্দা উত্তম সরকার বলেন, 'কোথাও সবসময় পথবাতি নিভে থাকে। কোনও কোনও বাতির আলো বহুদিন আগেই চুরি হয়ে গিয়েছে। সারাবছর পুরসভার তরফে রক্ষণাবেক্ষণ বলে কিছু হয় না। এখন স্রেফ কালীপুজো আসছে বলেই আবর্জনা সাফাই করে রাস্তায় টুনিলাইট লাগাচ্ছে পুরসভা।'

শহরের আরেক বাসিন্দা তন্ময় পালের কথায়, 'দেখনদারি কাজ করলে আসলে উন্নয়ন বলে কিছু হয় না। সারা বছরই শহরজুড়ে ডিভাইডার ও তার আশপাশে আবর্জনা জমে থাকে। গাছগুলোও অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে ঝোঁপের আকার নেয়। তখন এনিয়ে পুরসভার কোনও হেলদোল দেখা যায় না।'

পুরসভার গাফিলতির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সরব হয়েছে বিরোধী বিজেপিও। বিজেপির ধূপগুড়ি টাউন মণ্ডলের সভাপতি পাপাই বসাক বলেন, 'শহরের প্রতি পুরসভার আরও গুরুত্ব বাড়ানো উচিত। কিন্তু উলটে শহর অব্যবস্থায় ভরে উঠেছে। শুধু সাময়িক সৌন্দর্যায়ন করলেই তো চলে না। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণেরও প্রয়োজন হয়। উৎসব অনুষ্ঠান এলেই পুরসভার যত কাজ করার কথা মনে পড়ে।' ধূপগুড়ি পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'সবসময়ই শহর পরিষ্কার করা হচ্ছে। কিন্তু পুরসভা কাজ করলেও বিরোধীদের চোখে পড়ে না। পুরসভা কালীপুজো উপলক্ষ্যেই কাজ শুরু করেছে, এই অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

পরিষ্কারের পর ফের মাল কলোনি ময়দানে জঞ্জাল

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৩ অক্টোবর : শেষ হয়েছে দুর্গোৎসব। এরপর মাল কলোনি দুর্গাপুজো কমিটির তরফে মাঠ সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। মাল শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই কলোনি ময়দান শুধু সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কেন্দ্র নয়। শহরের বয়োজ্যেষ্ঠদের বসার ও হাঁটার অন্যতম উপযুক্ত স্থানও।

কিন্তু পুজোর পর কিছুদিন না যেতেই মাঠের চারপাশে ফের গড়ে উঠছে আবর্জনার স্তূপ। অসচেতন কিছু নাগরিকের কারণে এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা।

পুজো কমিটির সেক্রেটারি এবং স্থানীয় নাগরিক সুমন শিকদার ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, 'এলাকার দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমরা হাত লাগিয়ে মাঠ পরিষ্কার করেছি। কিছু ক্ষেত্রে শ্রমিকদেরও সাহায্য নিই। আমরা চাই, এলাকাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুক। কিন্তু পুরসভার সচেতনতার অভাবে ফের মাঠ নোংরা হয়ে উঠছে।' সূত্র মারফত জানা যায়, মাঠটি বর্তমানে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হওয়ায় আবর্জনা তোলার গাড়ি প্রবেশে অনুমতি প্রয়োজন পড়ে। সেই কারণে নিয়মিত পরিষ্কারে সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা চান, এই মাঠের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে প্রশাসন ও নাগরিক-দু'পক্ষই যেন দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে। কাউন্সিলার রুমা দাস দে বলেন, 'পুরসভা ওখানে কোনও আবর্জনা ফেলে না। ওটা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন স্থান। আমাদের কাছে সাহায্য চাইলে আমরা পরিষ্কার করে দিই। সাধারণ মানুষকে আরও বেশি করে সচেতন করা হচ্ছে।'

জখম চার

ধূপগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : বাইক ও টোটোর সংঘর্ষে জখম চারজন। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে মিলপাড়ায়, এশিয়ান হাইওয়ে সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনায় টোটোচালক নবিউল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী আসিমা বেগম ছাড়াও জখম হন বাইকচালক বান্টি অধিকারী এবং আরোহী হিরেন অধিকারী।

বাঁকুড়ার হস্তশিল্পে সাজছে মণ্ডপ

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৩ অক্টোবর : প্রতি বছরই দুর্গাপুজোর থেকে বেশি নজরকাড়া হয় মাল শহরের কালীপুজো। একাধিক ক্লাব জমকালো আয়োজন করে থাকে। এবার ঠিক এমনই একটি ক্লাবের পুজোতে এবার দেখা যাবে বাঁকুড়ার হস্তশিল্প।

মাল শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব বড় কালীপুজোর তালিকায় আছে প্রথম থেকেই। কখনও পরিবেশ রক্ষার থিম, কখনও বা গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া পুতুলনাচকে তুলে ধরেছে তারা। এবছর বাঁকুড়ার বিভিন্ন হস্তশিল্পের কারুকার্যের মাধ্যমে সেজে উঠবে শ্যামাপুজোর মণ্ডপ। তাছাড়াও মণ্ডপে থাকবে কুলোর আকৃতির মা কালীর মুখচিত্র। থাকবে টেরাকোটার ধাঁচের কিছু পুতুল। মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে আছেন জলপাইগুড়ির শিল্পী চঞ্চল সাহা। বিশালাকার মণ্ডপের কাজ চলছে জোরকদমে।

১৯৯৯ সাল থেকে বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব কালীপুজো করে আসছে। এছাড়াও সারাবছর বিভিন্ন খেলাধুলোর প্রতিযোগিতা আয়োজন করে তারা। কালীপুজোর সন্ধ্যায় কিছু দুঃস্থ অসহায়ের মধ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণ করবে ক্লাব। মণ্ডপে থাকবে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার।

২৭তম বর্ষের পুজোর বাজেট প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা। প্রতিমা তৈরি করছেন মালবাজারের প্রতিমাশিল্পী স্বপন ভাদুড়ি। পুজো কমিটির সভাপতির দায়িত্বে থাকা সত্যজিৎ দত্ত জানান, মালবাজার শহরের কালীপুজোর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ থাকে এই ক্লাব, দূরদূরান্ত থেকে অনেকে আসেন এই পুজো দেখতে। কমিটির সম্পাদক সত্যরঞ্জন সরকার জানান, থিমের পুজো হলেও মায়ের আরাধনা হয় নিয়মনিষ্ঠা সহকারে। শুক্রবার সন্ধ্যায় খুঁটিপুজোর পর শনিবার থেকে মণ্ডপ নির্মাণ শুরু হয়েছে বলে জানালেন ক্লাবের সদস্য বিনয় সাহা। স্থানীয় বাসিন্দা তথা শিক্ষক রতন সাহা বলেন, 'বাড়ির ঠিক সামনেই ক্লাবের পুজো হয়, আমরাও সবাই মণ্ডপেই থাকি পুজোর সময়। সবাই মিলে বেশ আনন্দে কাটে।'

প্যান্ডেল তৈরির জন্য বাঁশ আনা হয়েছে।

নভেম্বর থেকে কার্যকরী হবে ধানের নতুন দাম

৬৯ টাকা বাড়ল সহায়কমূল্য

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : গতবছরের তুলনায় ধানের সরকারি সহায়কমূল্য কুইন্টালপ্রতি বাড়ানো হল ৬৯ টাকা করে। কোচবিহার জেলা খাদ্য দপ্তর সূত্রে খবর, গতবছর কুইন্টালপ্রতি ধানের সরকারি সহায়কমূল্য ছিল ২ হাজার ৩০০ টাকা। সেখানে এবার তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ২ হাজার ৩৬৯ টাকা। কোচবিহার জেলা খাদ্য নিয়ামক পূরবী ভূটিয়া বললেন, 'এ বছর ১ নভেম্বর থেকে সরকারি সহায়কমূল্যে কৃষকদের থেকে ধান কেনা হবে।' ধানের সরকারি সহায়কমূল্য বাড়ায় কিছুটা হলেও খুশি কৃষকরা। কোচবিহার-২ ব্লকের ধানেশ্বরের কৃষক দীপক নন্দীর কথায়, 'ধানের দাম বাড়ায় আমরা খুশি। তবে এবার যেভাবে খরা এবং বন্যা হয়েছে, তাতে যদি সরকারের তরফে আমাদের কিছু সাহায্য করা হত, তাহলে আরও ভালো হত।'

কৃষকদের থেকে এই ধান কেনার জন্য জেলার বিভিন্ন ব্লকে সমবায়িতে ৩৩টি স্থায়ী সরকারি ধান ক্রয়কেন্দ্র প্রশাসনের তরফে করা হবে। স্থায়ী কেন্দ্রগুলো ছাড়াও অস্থায়ীভাবে প্রশাসনের তরফে আরও সাতটি ধান ক্রয়কেন্দ্র করা হবে। অস্থায়ী এই ধান ক্রয়কেন্দ্রগুলি জেলার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে কৃষকদের থেকে ধান কিনবে।

এছাড়া ৪৭টি সোসাইটি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং ফার্মার্স প্রডিউসার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমেও প্রশাসনের তরফে কৃষকদের থেকে এই ধান কেনা হবে। জেলার মোট ১৫টি চালকল ধান কিনবে বলে ঠিক হয়েছে। অন্যদিকে, কারা কারা সরকারি সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি করতে ইচ্ছুক না ইচ্ছুক নন, এ বিষয়ে খাদ্য দপ্তরের তরফে সমীক্ষা করা হচ্ছে। তবে শেষপর্যন্ত সরকারের দেওয়া লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জেলা প্রশাসন পূরণ করতে পারবে কিনা তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

কারণ দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুসারে, গতবছর কোচবিহার জেলা প্রশাসনকে কৃষকদের থেকে সরকারি সহায়কমূল্যে ২ লক্ষ ১৫ হাজার মেট্রিক টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত কৃষকদের থেকে ২ লক্ষ মেট্রিক টনের কাছাকাছি ধান কিনতে পেরেছিল প্রশাসন। আসলে খোলাবাজারে ধানের দাম সরকারি সহায়কমূল্যের তুলনায় বেশি হওয়ায় অধিকাংশ কৃষক খোলাবাজারেই ধান বিক্রি করছেন। এছাড়া সরকারি সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি করতে গেলে ভালো ধানের কিছুটা অংশ বাদ দিয়ে দাম দেওয়া হত বলে অভিযোগ। এতে কৃষকদের লাভের পরিমাণটা আরও কমে যেত। খোলাবাজারে এই সমস্যা ছিল না। চ্যাংটিগুড়ির কৃষক বীরেন রায় বলেন, 'ধানের সহায়কমূল্য বাড়ানো হয়েছে, সেটা ভালো কথা। কিন্তু প্রতিবছর সরকারের কাছে ধান বিক্রি করার সময় ওরা ভালো ধানও যেভাবে বাদ দিয়ে দেয়, তাতে খুবই সমস্যা হয়। গতবার আমার প্রত্যেক কুইন্টাল ধান থেকে ৪ কেজি করে বাদ দিয়েছিল। ধান এভাবে বাদ না দিলে আমাদের লাভ হয়।'

নয়া সিদ্ধান্ত

- গতবছর কুইন্টালপ্রতি ধানের সরকারি সহায়কমূল্য ছিল ২ হাজার ৩০০ টাকা
- এবার কুইন্টালপ্রতি ধান কৃষকদের থেকে কেনা হবে ২ হাজার ৩৬৯ টাকায়
- ধান কেনার জন্য জেলার বিভিন্ন ব্লকে ৩৩টি স্থায়ী সরকারি ধান ক্রয়কেন্দ্র থাকবে
- অস্থায়ী ধান ক্রয়কেন্দ্র থাকছে সাতটি

অবসর চেয়ে আবেদন আখতারের

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৩ অক্টোবর : সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আগাম অবসরগ্রহণের ইচ্ছে প্রকাশ করে স্বাস্থ্য দপ্তরে লিখিত আবেদন করলেন কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ডেপুটি সুপার আখতার আলি। আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদী মুখ হিসেবে পরিচিত আখতার সোমবার এই আবেদন করেন কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপারের মাধ্যমে। হাসপাতাল সুপার ডাঃ জয়দেব রায়ের বক্তব্য, 'ডেপুটি সুপার একটি চিঠি আমাকে দিয়েছেন। আমি চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানি না। ওই চিঠি আমি দ্রুত দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছে দেব।' আখতার বলছেন, 'রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অসহযোগিতার কারণে চাকরি জীবনে অবসরগ্রহণের ১২ বছর আগে এই দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হলাম। রাজ্য সরকার যদি আমার স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণের আর্জি গ্রহণ না করে, তাহলে আমি আদালতের দ্বারস্থ হব।'

অভয়া কাণ্ডের পরই স্বাস্থ্য দপ্তরে দুর্নীতি ঘটছে বলে অভিযোগ তোলেন আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তৎকালীন ডেপুটি সুপার আখতার। নিজের দপ্তরের বিরুদ্ধে তাঁর মুখ খোলা ভালোভাবে নেয়নি দপ্তরের শীর্ষকর্তারা। কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে প্রথমে মুর্শিদাবাদ ও পরবর্তীতে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ডেপুটি সুপার হিসাবে বদলি করা হয়। সম্প্রতি অনলাইনে বিজেপির সদস্যপদ গ্রহণ করেন তিনি। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হওয়ারও ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন তিনি। স্বাস্থ্য দপ্তরে দুর্নীতির প্রতিবাদ এবং মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি। আখতার বলছেন, 'আমি দপ্তরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলাম। দপ্তর কোনও পদক্ষেপ করেনি। আমি যখন পদক্ষেপ করেছি, তখন দপ্তর আমার পেছনে লেগেছে। আমার ছুটির আবেদন ইচ্ছাকৃত বাতিল করা হয়েছে। অবসরের পর আমি বেসরকারি চাকরি করব অথবা রাজনীতিতে সরাসরি যোগ দেব।'

বর্ষার বিদায়

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : তিনদিন পিছিয়ে বিদায় নিল বর্ষা। সোমবার দুপুরে রাজ্য থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বিদায় নিয়েছে বলে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। বর্ষা বিদায় নিয়েছে সিকিম থেকেও। ফলে দুর্যোগের মেঘ কাটল বলা যায়। তবে বর্ষা বিদায় নিলেও বৃষ্টি আর হবে না, তা বলা যাবে না। স্থানীয় স্তরে বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি হতেই পারে। শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবেও অনেক সময় বৃষ্টি হয়ে থাকে। এদিকে, আগামী তিন-চারদিন হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু এলাকায় সকালে কুয়াশার দাপট থাকবে বলে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। যে কারণে মূলত পাহাড়ি এলাকায় যান চলাচলের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সাধারণত উত্তরবঙ্গ থেকে বর্ষা বিদায় নেয় ১০ অক্টোবরের মধ্যে। এবছর ৮ জুনের পরিবর্তে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে বর্ষার প্রবেশ ঘটেছিল ৩১ মে।

গন্ডার উদ্ধার

মাদারিহাট, ১৩ অক্টোবর : সাম্প্রতিক দুর্যোগ ও প্রবল বৃষ্টিতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বেশ কয়েকটি গন্ডার নদীতে ভেসে গিয়েছিল। এক-এক করে প্রায় ছয়টি গন্ডাকে উদ্ধার করেছিল বন দপ্তর। সোমবার আরও একটি গন্ডারকে কোচবিহার জেলার পাতলাখাওয়ার রসমতি থেকে উদ্ধার করা হল। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বলেন, গন্ডারটিকে চিলাপাতার জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে। অপরদিকে, কোদালবস্তি রেঞ্জে সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়ে গুরুতর জখম হয়েছে আরও একটি গন্ডার। বর্তমানে সেটির চিকিৎসা করা হচ্ছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

চায়ের কাপে বিষণ্ণতা দূর

এক কাপ চা বা কফি কি আপনার বিষণ্ণতা দূর করতে পারে? জাপানে করা এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা প্রতিদিন চার বা তার বেশি কাপ গ্রিন টি পান করেন, তাঁদের বিষণ্ণতার লক্ষণ ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। কফির ক্ষেত্রে, প্রতিদিন দুই বা তার বেশি কাপ পান করলে এই ঝুঁকি ৩২ শতাংশ কমে। গবেষকদের মতে, গ্রিন টি'র ক্যাটেকিন, থিয়ানিন এবং ক্যাফিনের মতো যৌগগুলো মস্তিষ্কের 'ডোপামিন' ও 'সেরোটোনিন'-এর মতো নিউরো ট্রান্সমিটারকে প্রভাবিত করে। যদিও এটা কেবল একটি প্রাথমিক গবেষণা, তবুও এটি ইঙ্গিত দেয় যে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস মানসিক স্বাস্থ্যকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে।

মন রাখতে গিয়ে বিপদ

সবাইকে খুশি করতে গিয়ে নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছেন না তো? গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সবসময় অন্যের প্রয়োজনকে নিজের আগে রাখলে মানসিক ক্লান্তি, অস্পষ্ট সীমানা আর দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে এই চাপ শারীরিক প্রদাহ বাড়ায় আর অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার, বার্ন আউট বা দুশ্চিন্তার মতো রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। নিজের অনুভূতি চেপে রাখা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আপনাকে কিছু পরিবর্তন করতে হবে। নিজের জন্য সীমানা তৈরি করা, 'না' বলতে শেখা আর নিজেকে প্রাধান্য দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজের খেয়াল রাখা স্বার্থপরতা নয়, বরং সুস্থ থাকার জন্য অপরিহার্য।

নাড়ির স্পন্দনে মস্তিষ্কের রহস্য

আপনার রাতের পালসের রহস্যময় স্পন্দন আপনার মস্তিষ্কের ভবিষ্যতের গতিবিধি সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে পারে। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রাতের পালস রেটের জটিলতা মস্তিষ্কের ধীরে ধীরে দুর্বল হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই জটিলতা পরিমাপের জন্য বিজ্ঞানীরা 'ডিস্ট্রিবিউশন এন্ট্রপি' নামক একটি নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এটি প্রচলিত হার্ট রেট পরিমাপের থেকেও বেশি সংবেদনশীল। এই গবেষণাটি ইঙ্গিত দেয় যে, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের সঙ্গে হৃৎস্পন্দনের নমনীয়তার একটি গভীর সম্পর্ক আছে। ভবিষ্যতে হয়তো একটি সাধারণ ঘুম মনিটর ব্যবহার করে ডিমেনশিয়ার মতো রোগের প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

পরীক্ষার বদলে মূল্যবোধ

জাপানে ১০ বছর বয়সের আগে, অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা হয় না। প্রথম তিন বছর সেখানকার স্কুলগুলোতে শিশুদের শিষ্টাচার, সহানুভূতি আর শ্রদ্ধার মতো জীবনমুখী শিক্ষা দেওয়া হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল, শিশুদের আবেগিক বৃদ্ধি, মানসিক স্বাস্থ্য আর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো। জাপানিরা মনে করেন, সহযোগিতা, ইতিবাচক আচরণ আর মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে তৈরি একটি মজবুত ভিত্তি ভবিষ্যতের অ্যাকাডেমিক সাফল্যের জন্য জরুরি।

মমতার নিশানায়

প্রথম পাতার পর

এদিন সকাল থেকেই জল্পনা ছিল, নাগরাকাটা থেকে মুখ্যমন্ত্রী ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়িতে যেতে পারেন। সেইমতো দুই বিডিও অফিসে তৈরি ছিল ব্লক প্রশাসন। ময়নাগুড়িতে দুর্গতদের আনা হয়েছিল ব্লক অফিসে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সোজা চলে যান চালসার দিকে। মহাবাড়ি এলাকায় একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। সেখানে তিনি আসার আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন ধূপগুড়ির বিধায়ক অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায়।

বিধায়কের মাধ্যমে ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ির বন্যাদুর্গত এক হাজার মানুষের জন্য ত্রাণ পাঠান মুখ্যমন্ত্রী। পরে বিধায়ক বলেন, 'ধূপগুড়ির গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের হোগলাপাড়া, অধিকারীটারি, ধাপ্পাডাঙ্গা, কুল্লাপাড়া এবং ময়নাগুড়ির বন্যাদুর্গতদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ দিয়েছেন। তা দ্রুত বিলি করে দেওয়া হবে।' মালবাজারে মুখ্যমন্ত্রী ক্রান্তি ব্লকের জন্য ত্রাণের দায়িত্ব দিয়েছেন মাল থানার আইসি সৌমজিৎ মল্লিক এবং মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়িকে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই পুরসভার চেয়ারম্যান কাউন্সিলাররা ক্রান্তির উদ্দেশে রওনা হন।

জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কী করতে এসেছিলেন বোধগম্য নয়। এদিকে, মানুষ সর্বস্ব খুইয়ে এখন হাহাকার করছে। এদিনও ধূপগুড়ির হোগলাপাতায় দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলার সময় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত একজন কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তাঁদের প্রশ্ন, এখন কোথায় থাকবেন? জাতীয় বিপর্যয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রতিটি রাজ্য টাকা পেয়ে থাকে। সেই টাকা দিয়ে দ্রুত কেন ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘরগুলি তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্য যদি মনে করে এটা মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয় তবে কেন্দ্রকে তা ঘোষণা করার জন্য সুপারিশ করছে না কেন?'

মালে মুখ্যমন্ত্রী ঘণ্টাখানেক সময় কাটান। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নারায়ণস্বরূপ নিগম, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রাজেশকুমার সিনহা, জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত প্রমুখ।

ত্রাণশিবিরে

প্রথম পাতার পর

কাউন্সিলার পুলিন গোলদার, অজয় লোহার, সরিতা গিরি, মণিকা সাহা সহ অন্যরা। সত্যনারায়ণ মোড়ে প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের দিকে দৌড়ে গেলেও কনভয় থামেনি। মমতার কনভয় সোজা গিয়ে ঢোকে মাল বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন বনলক্ষ্মী ট্যুরিস্ট লজে। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন মুখ্যমন্ত্রী। চা-বিস্কুট খেয়ে বেরিয়ে আসেন লজের বাইরে। ততক্ষণে ভিড় জমে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখার জন্য। সেখানে আবার মুখ্যমন্ত্রীকে প্রণাম করার জন্য এগিয়ে যান স্বপন। তখন পাশ থেকে কেউ অনুরোধ করেন, 'দিদি স্বপনদাকে দলে ফিরিয়ে নিন।' প্রণাম না নিয়ে দু-পা পিছিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। স্বপনকে বাধা দেন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীরা।

মুখ্যমন্ত্রী যখন ট্যুরিস্ট লজ থেকে বের হন, একটি স্কুলবাস তখন দাঁড়িয়ে ছিল বাসস্ট্যান্ড চত্বরে। মুখ্যমন্ত্রী সেই স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটান। খুদেদের নিজের হাতে চকোলেট বিতরণ করেন। পরে বাসস্ট্যান্ড চত্বর থেকে বেরিয়ে তিনি চলে আসেন জাতীয় সড়কে। সেখানেও পথচলতি লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন মমতা। কাউন্সিলার অজয় লোহার, পুলিন গোলদারের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেও কেক, বিস্কুট বিতরণ করতে করতে এগিয়ে যান মাল উদ্যান পর্যন্ত। মাল উদ্যানের পর তিনি গাড়িতে ওঠেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মতে, দুর্যোগের এত দিন পর প্লাবিত এলাকা পরিদর্শনে যাওয়া শুধুমাত্র ড্যামেজ কন্ট্রোল। বিজেপির মাল টাউন সভাপতি নবীন সাহা বলেন, সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, তাই মুখ্যমন্ত্রী ডুয়ার্সে এসেছেন কাটমানির হিসেবনিকেশ করতে।

টেন্ডারে অনীহা

প্রথম পাতার পর

আরও ৩০টি কাজের টেন্ডার তৈরি রয়েছে। পুজোর আগে থেকে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হলেও ঠিকাদারদের উৎসাহ নেই বলেই খবর। জলপাইগুড়ি পুরসভা বা সদর ব্লকে নিয়মিত কাজ করা ঠিকাদারেরাও এই প্রকল্পের টেন্ডার নিয়ে এখনও জল মাপছেন বলে খবর।

জেলা পরিষদ, ব্লক ও পুরসভা স্তরে নিয়মিত কাজ করা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ঠিকাদারের কথায়, 'এই প্রকল্প সর্বশেষ রাজ্য বাজেটের অন্তর্ভুক্ত নয় ফলে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা মেনেই চলতি অর্থবর্ষে এই প্রকল্পে খুব বেশি বাজেটবহির্ভূত বরাদ্দ সম্ভব নয়। আগামীবার যেহেতু বিধানসভা ভোট সেহেতু বাজেটের বদলে ভোট অন অ্যাকাউন্ট হবে। তখনও নতুন প্রকল্প গ্রহণ বা বরাদ্দ আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অতীতে এমন কাজ করে অনেকেই ঋণ ধারে জর্জরিত হয়ে পেশা ছেড়েছেন। আমাদের সঙ্গেও তাই হোক সেটা চাই না।' রাজ্য সরকার দ্রুত সমস্ত কাজ শেষ করতে চাইছে। সেক্ষেত্রে ঠিকাদাররা বেঁকে বসলে গোটা প্রকল্পটি মুখ থুবড়ে পড়তে পারে বলে প্রশাসনের অন্দরেও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই প্রকল্পে আবেদনে ঠিকাদারদের অনীহা নিয়ে ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং অবশ্য বলেন, 'বিশ্বকর্মাপুজো থেকে একটা উৎসবের মরশুম শুরু হয়েছে যা ছটের পরেই স্বাভাবিক হবে। আমাদের ভাবনায় এই কারণেই কাজের আবেদনে গতি কিছুটা কম। দীপাবলি ও ছট মিটলেই দ্রুত আবেদন ও কাজ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।'

দেশে এক লক্ষের

প্রথম পাতার পর

এর পরেই রয়েছে ঝাড়খণ্ড (৪.৩৬ লক্ষ)। তৃতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। এরাজ্যে ওই ধরনের স্কুলে পড়ে ২.৩৫ লক্ষ পড়ুয়া। পশ্চিমবঙ্গে এক শিক্ষকের স্কুলে গড়ে পড়াশোনা করে ৩৬ জন পড়ুয়া। যা আদর্শ অনুপাতের চেয়ে বেশি।

এক শিক্ষক স্কুলের সংখ্যা বিগত বছরের তুলনায় অবশ্য কমেছে বলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের দাবি। ২০২২-'২৩ শিক্ষাবর্ষে সংখ্যাটি ছিল ১ লক্ষ ১৮ হাজার। তবুও এখনকার চিত্রটি ছাত্র-শিক্ষকের আদর্শ অনুপাত থেকে অনেক দূরে। পড়ুয়া-শিক্ষক অনুপাতের গড়ে ছোট রাজ্যগুলির অবস্থা আরও ভয়াবহ। এক-শিক্ষকের স্কুলে গড় পড়ুয়ার নিরিখে চণ্ডীগড় ও দিল্লি যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। দিল্লিতে মাত্র ৯টি এমন স্কুল থাকলেও প্রতিটি স্কুলে গড়ে ৮০৮ জন পড়ুয়া। এই তথ্য স্পষ্ট করে যে, শুধু শিক্ষকের সংখ্যা নয়, শিক্ষকের ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ থাকায় ভালো মানের শিক্ষা দেওয়াটা কঠিন চ্যালেঞ্জ।

অভিযুক্ত সোনালিরা

প্রথম পাতার পর

র‍্যাডক্লিফ সাহেবের এক কলমের খোঁচায় দু'টুকরো হওয়া দেশে তাঁরা দু'পারেই হয়ে গেলেন অনুপ্রবেশকারী।

মামলা গড়াল কলকাতা হাইকোর্টে। হাইকোর্ট আদেশ দিয়েছে, চার সপ্তাহের মধ্যে সোনালিদের এদেশে ফেরত আনতে হবে। আদালত বলেছে, নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে তাড়াহুড়োয় তাঁদের বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। দিল্লি পুলিশের দাবি, তাঁরা বাংলাদেশি নাগরিক। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১৯৯৮ সালে বর্ডার পেরিয়ে এদেশে এসেছেন। অথচ তখন সোনালির জন্মই হয়নি। এরপর কী হচ্ছে তা জানা যায়নি।

ওদিকে বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, সোনালিরা ভারতীয়। কোর্টের আদেশে পাঠিয়ে ভারতের দূতাবাসকে তাঁদের ফেরানোর বলা হয়েছে। সেই আদেশকে তাঁদের নামের সঙ্গে তাঁদের ঠিকানা ও আধার কার্ডের নম্বর দেওয়া হয়েছে।

এমন কাণ্ড যে এই প্রথম হল, তা নয়। দিল্লি সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে গত জুন থেকে কম করে ১৫ জনকে ফেরত আনা হয়েছে ওপার থেকে। এঁদের বেশিরভাগকে হয় অসম, নয়তো ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে 'পুশব্যাক' করা হয়েছিল। দুটোই বিজেপি শাসিত রাজ্য। সব ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কোনও কথা না বলে, না জানিয়ে।

গত মে মাসে অসমের ৪৯ জন বাঙালি মুসলিমকে বাংলাদেশে ধাক্কা মেরে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের হদিস পেতে ছুটতে হয়েছিল গুয়াহাটি হাইকোর্টে আর সুপ্রিম কোর্টে। অনেককে খোলা আকাশের নীচে আটকে পড়তে হয়েছিল দু'দেশের কাঁটাতারের মাঝে।

ঘরে ফিরতে এখনও বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হবে সোনালিদের। ২৩ অক্টোবর পরের শুনানি। তবে সমস্যা বাড়িয়েছেন ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি। এর মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সে কোন দেশের নাগরিক হবে, নতুন করে আবার জট পাকাবে কি না, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় এপারের পরিবার।

রঙিন প্রস্তুতি... আসন্ন দীপাবলির উৎসব উপলক্ষ্যে ঘট রং করতে ব্যস্ত শিল্পীরা হায়দরাবাদে। -এএফপি

রাতভর পুজোর প্রস্তুতি সেবকেশ্বরীতে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : কালীপুজোর বাকি আর মাত্র কয়েকটা দিন। এর মধ্যেই রাজ্যজুড়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে। শিলিগুড়ির অদূরে সেবকের সেবকেশ্বরী কালী মন্দিরও তার ব্যতিক্রম নয়। এই মন্দিরের পুজোকে ঘিরে হাজার হাজার ভক্তের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। এবছর ইতিমধ্যেই মন্দিরে পুজোর আয়োজন শুরু করে দেওয়া হয়েছে। কালীপুজোর দিন রাতভর পুজো হবে। প্রতিবছর এই দিনে মন্দিরে ব্যাপক ভিড় হয়। দুপুর থেকেই ভক্তরা মন্দিরে পৌঁছে যান। এরপর সারারাত পুজো চলে। ভোরবেলায় প্রসাদ নিয়ে সকলে ফিরে আসেন। যদিও কালীপুজোর পরের দিনও সারাদিন পুজো ও আরতির আয়োজন থাকে।

১৯৫০ সালে তৈরি হয়েছিল সেবকেশ্বরী কালী মন্দির। দীর্ঘ প্রায় ৭৫ বছর ধরে এই মন্দিরে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। এবার পুজো উপলক্ষ্যে মন্দিরের রেলিং থেকে শুরু করে আরও কিছু জিনিস সংস্কার করা হয়েছে। প্রতিবছর শিলিগুড়ি থেকে সপরিবারে পুজোর রাতে মন্দিরে যান আশুতোষ সাহা। তিনি এবছরও যাবেন। আশুতোষের কথায়, 'আমি গত ২০ বছর ধরে মায়ের পুজোয় যাই। ওই মন্দিরে না গেলে পুজো অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। সারারাত জেগে পুজো দেখে সকালে ফিরে আসি।'

মন্দির কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, আগে এই মন্দিরে বলিপ্রথার চল থাকলেও ২০২৩ সাল থেকে তা বন্ধ করা হয়েছে। বর্তমানে চালকুমড়ো, অন্যান্য ফল ও সবজি বলি দেওয়া হয়ে থাকে। এবার রাত আটটা থেকে পুজো শুরু হয়ে রাতভর চলবে। সকালে ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হবে। পরেরদিনও একাধিক আয়োজন থাকবে। মন্দিরের পুরোহিত নন্দকুমার গোস্বামীর কথায়, 'আমাদের এই মন্দিরের সঙ্গে সাধারণ মানুষের আস্থা, ভরসা জড়িয়ে আছে। প্রতিবছরের মতো এবছরও পুজোর আয়োজন ভালোই চলছে। দুরদুরান্ত থেকে আসা ভক্তের ঢলে আমাদের পুজোর শোভা আরও বাড়ে।'

এছাড়া পুজোর দিনে আশপাশের ফুল, প্রসাদ বিক্রেতাদের মুখেও হাসি ফোটে। মন্দিরের আরেক ভক্ত সুমিত সরকারের কথায়, 'ইতিমধ্যেই একবার মন্দিরে গিয়ে শুনে এসেছি পুজোর দিন কখন যেতে হবে এবং কোন সময়ে পুজো হবে। ওখানে এত নিয়মনিষ্ঠভাবে পুজো হয় যে না গিয়ে পারি না।'

সেবকেশ্বরী কালী মন্দিরের দেবীমূর্তি।

আতঙ্কের নাম বালাসন

প্রথম পাতার পর

বিধায়কের সংযোজন, 'তৃণমূলের নেতারা সাধারণ মানুষকে নদীর চরে বসিয়ে কার্যত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। যাঁরা টাকা নিয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের তদন্ত করা উচিত।'

যে সময়ে নদীর একের পর এক পাকা ঘরবাড়ি গড়ে উঠছিল সেই সময় প্রশাসনের তরফে কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে প্রশ্ন উঠছে। তৃণমূল নেতা তথা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'প্রধান হয়ে আসার পর থেকে এই এলাকায় নতুন করে কোনও ঘরবাড়ি তৈরি হতে দিইনি। কোনাবেচা নিয়েও কোনও খবর নেই। সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাঁধের সংস্কার করা গেলে ভালো হয়। কিন্তু কেন্দ্র থেকে কোনও টাকা পাওয়া যাচ্ছে না।'

সোমবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল বালাসন নদী থেকে খুব বেশি হলে ২০ মিটার দূরে চরের মধ্যে পরপর বাড়িঘর গড়ে উঠেছে। কাওয়াখালির বাসিন্দা পঙ্কজ সরকার এদিন নিমতলা এলাকায় গিয়েছিলেন। পঙ্কজের কথায়, 'শাসকদলের কিছু নেতা নদীর চর দখল করে বিক্রি করে দিয়েছেন। যাঁদের এখানে বসানো হয়েছে, তাঁরা সকলেই বহিরাগত। শিলিগুড়ির বাইরে থেকে এসে এখানে ঘরবাড়ি তৈরি করে থাকছেন। আগামীতে নদীতে জলস্ফীতি হলে আবারও একই ধরনের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।'

নদীর চরে বাড়ি বানিয়ে বীথিকা রায় বেশ কয়েক বছর ধরে এখানে বসবাস করছেন। কাজের খোঁজে স্বামীর সঙ্গে মাথাভাঙ্গা থেকে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন। এলাকার এক ব্যক্তির হাতে টাকা দিয়ে চরের মধ্যে বাড়ি বানিয়েছিলেন। সেই থেকেই এখানে বসবাস। এভাবে বাড়ি তৈরি যে বেআইনি সেটি বীথিকার ভালোমতোই জানা আছে। তিনি বলেন, 'জমির কোনও কাগজপত্র নেই। কোনওমতে মাথা গুঁজে রয়েছি। কিন্তু এখানে নদীর জল ঢুকে পড়ার পর থেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম।' উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের বাসিন্দা প্রতিমা বর্মন, শম্পা বর্মন, ধূপগুড়ির বাসিন্দা রঞ্জিত রায়, শর্মিলা দাসরাও এখানে এভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস করছেন। প্রতিমা বললেন, 'নদীর চরে বাড়ি তৈরির পর থেকে কোনওদিন সমস্যা হয়নি। এবারই প্রথম। সরকার কোনও ব্যবস্থা না নিলে খুবই সমস্যা হবে। অন্তত এখানে বাঁধ করে দেওয়া প্রয়োজন।' রঞ্জিতের বক্তব্য, 'অন্যত্র গিয়ে যে থাকব সেই আর্থিক অবস্থা নেই। কোনও রকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে। সরকার চাইলে বাঁধ দিয়ে জল ঢোকা কিছুটা হলেও আটকাতে পারে।'

কিন্তু প্রশাসনের তরফে কোনও ব্যবস্থা কি আদৌ নেওয়া হবে? শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের আশ্বাস, 'মহকুমাজুড়ে বিভিন্ন নদীতে বাঁধ চেয়ে সেচ দপ্তরের কাছে আবেদন করা হয়েছে। সেচ দপ্তর প্রয়োজন মনে করলে বালাসন নদীতেও বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।'

ট্রাংকে ফিরল দেবী চৌধুরানির বাঘের মূর্তি

পূর্ণেন্দু সরকার

এই ৬টি বাঘের মূর্তি নিয়েই শোরগোল শুরু হয়েছে।

জলপাইগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : রাজগঞ্জের শিকারপুরের দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠক মন্দিরের ছয়টি পাথরের বাঘ ফের ট্রাংকবন্দি হল। সম্প্রতি জেলা শাসকের হেপাজত থেকে বাঘের মডেলগুলিকে নিয়ে এসেছিল মন্দির কমিটি। মন্দিরে সেগুলি একদিন মাত্র সাজিয়ে রাখার পর ফের ট্রাংকে ভরে রেখে দেওয়া হয়েছে। আর এতেই এলাকাবাসীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এর আগে মন্দির পুনর্নির্মাণ ও বিগ্রহ বসানোর পরেও কেন বাঘগুলি জেলা শাসকের হেপাজতে থেকে আনা হচ্ছে না সেই নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন মন্দিরের পুরোহিত থেকে কমিটির সদস্য সকলেই। কিন্তু সেগুলি নিয়ে আসার পরেও কেন এখনও সিঁড়িতে বসানো হল না তা নিয়ে স্থানীয় মহলে তৈরি হয়েছে ক্ষোভ। এনিয়ে মন্দিরের পুরোহিত কমল রায় বলেন, 'মন্দিরের জন্য বাঘের মডেলগুলি আনার পরও দ্রুত বসানো না হওয়ায় পুজো অসম্পূর্ণ থাকছে।' আবার মন্দিরের কেয়ারটেকার ভোলা ওরাওঁয়ের মতে, বাঘের বিষয়ে মন্দির কমিটি বলতে পারবে।

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিধ্বংসী আগুনে মন্দির ও মন্দিরের ভিতরে থাকা কাঠের বিগ্রহ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মন্দিরের সিঁড়িতে থাকা ছয়টি পাথরের প্রাচীন বাঘের বিগ্রহ অক্ষত ছিল। পরে ভাস্কর্যশিল্পী বিশ্বজিৎ ঘোষ মন্দির ও বিগ্রহ পুনর্নির্মাণের কাজ শুরুর আগে মন্দির কমিটির মাধ্যমে জেলা শাসকের হেপাজতে ২০১৯ সালে বাঘের মডেলগুলি জমা করা হয়েছিল। তবে নির্মাণকাজ ২০২২ সালে শেষ হয়ে যায়। তারপরেও বাঘগুলি অনেকদিন মন্দিরে বসানো হয়নি। গত ১৯ সেপ্টেম্বর এলাকার বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের উপস্থিতিতে মন্দির কমিটি বাঘের মূর্তিগুলিকে ট্রাংকে ভরে নিয়ে আসেন। পরের দিন বিধায়ক মন্দিরে পুজোও দেন। সেদিন বাঘগুলিকে মন্দিরের সিঁড়িতে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেই ফের সেগুলিকে মন্দিরের ভিতর একটি ট্রাংকে ভরে রাখা হয়েছে। এদিকে কবে স্থায়ীভাবে সেগুলিকে মন্দিরে সাজিয়ে রাখা হবে তা নিয়ে নিশ্চিত করে কিছুই জানাতে পারেননি দেবী চৌধুরানি-ভবানী পাঠক মন্দিরের সম্পাদক গোপাল রায়ও।

তবে এবিষয়ে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেছেন, 'ছয়টি বাঘের মূর্তি খুব শীঘ্রই প্রতিস্থাপন করা হবে। মন্দিরের সৌন্দর্যায়নের কাজ যিনি করছেন, তাঁকেই বাঘগুলিকে প্রতিস্থাপন করার জন্য বলা হয়েছে।' গোটা বিষয়টি নিয়ে ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ জানান, বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে একসময় বাঘের উপদ্রব ছিল। বহু এলাকাতেই বাঘের বিগ্রহকে মানুষ পুজো করেন। তাই শিকারপুরের মন্দিরেও বাঘের বিগ্রহ বসানো নিয়ে স্থানীয় মানুষ সোচ্চার হয়েছেন।

ক্যাম্পবেলদের রঙিন ক্রিকেট

দীর্ঘ গিলদের অপেক্ষা

ভারত : ৫১৮/৫ ডি. ও ৬৩/১
ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২৪৮ ও ৩৯০
(চতুর্থ দিনের শেষে)

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : অধিনায়ক শুভমান গিলের প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়ের অপেক্ষা আরও কিছুটা দীর্ঘ। একসময় মনে হচ্ছিল তৃতীয় দিনেই ম্যাচ ও সিরিজে পর্দা পড়তে চলেছে। যদিও ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্বপ্নের প্রত্যাঘাতে অঙ্কটা বদলে দেয়।

গতকাল অন্তিম সেশনের পর আজ চতুর্থ দিন। জন ক্যাম্পবেল, শাই হোপ, জাস্টিন গ্রিভসদের নাছোড় মনোভাবের ফল ম্যাচ গড়াল পঞ্চম দিনে! ইনিংস হারের লজ্জা সরিয়ে ভারতকে বাধ্য করল চতুর্থ ইনিংসে নামতে।

দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৯০ রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৭০ রানের ব্যবধান ঘুচিয়ে ভারতের সামনে টার্গেট দেয় ১২১। যে লক্ষ্যে চতুর্থ দিনের শেষে শুভমানের দল ৬৩/১। দরকার আর মাত্র ৫৮। মঙ্গলবার শেষ দিনে ২-০ সিরিজ জয় কার্যত সময়ের অপেক্ষা।

লোকেশ রাহুলের (২৫) সঙ্গে ক্রিজে বি সাই সুদর্শন (৩০)। আউট হয়ে ফিরেছেন যশস্বী জয়সওয়াল (৮)। এদিনই ম্যাচ শেষ করার ছটফটানিতে নিজের উইকেট খোয়ান। লোকেশ-সুদর্শন যদিও তাড়াহুড়োর পথে হাঁটেননি। এদিনের বাকি সময় ধীরেসুস্থে খেলে আগামীকাল ফের নামবেন সিরিজে ইতি টানতে।

আহমেদাবাদের প্রথম টেস্ট স্থায়ী হয়েছিল তিনদিন। নয়াদিল্লি টেস্টও তৃতীয় দিনের চা পানের বিরতি পর্যন্ত সেদিকেই এগোচ্ছিল। কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিস্থিতিতে অবিশ্বাস্য ক্রিকেট, ১৭৭ রানের মহাকাব্যিক জুটিতে ম্যাচের রং বদলে দেন হোপ-ক্যাম্পবেল। যে লড়াই বজায় রেখে শেষ উইকেটে গ্রিভস-জেডন সিলসের ৭৯ রানের চমকে দেওয়া যুগলবন্দি।

এদিন ১৭৩/২ স্কোর থেকে শুরু করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ইনিংস হার বাঁচাতে তখনও দরকার ৯৭। শুধু ক্যাম্পবেলের উইকেট হারিয়েই ব্যবধানে মুছে ফেলে তাঁরা। রবীন্দ্র জাদেজাকে রিভার্স সুইপে ঝুঁকি নিতে গিয়ে বলের লাইন মিস করে লেগবিফোর হন ২৫তম টেস্টে প্রথম সেঞ্চুরির স্বাদ পাওয়া ক্যাম্পবেল (১১৫)।

২১২/৩ থেকে রোস্টন চেজকে নিয়ে জসপ্রীত বুমরাহদের চ্যালেঞ্জ কঠিন করে দেন হোপ। একসময় স্কোর ছিল ২৭১/৩। ১ রানের লিড। হাতে সাত-সাতটা উইকেট। উলটো দিকে ক্লান্ত ভারতীয় বোলাররা। টানা পরিশ্রম, উইকেটে না আসায় ঝুঁকে পড়া কাঁধ। যার সুবাদে কমেন্ট্রি বক্স থেকে গ্যালারি-গৌতম গম্ভীরদের ফলোঅন করানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে রীতিমতো তোলপাড়।

শতরানের পর শাই হোপ। তিন অঙ্কের রান পেলেন জন ক্যাম্পবেলও।

গতকাল সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট ভুল স্বীকার করেছিলেন। ভুলের খেসারত আজ ভালোমতো চুকোতে হল। প্রথম এবং দ্বিতীয় ইনিংস মিলিয়ে টানা ২০০ ওভারের বেশি বোলিংয়ের ধকল! মহম্মদ সিরাজ তো সুযোগ পেলেই সাজঘরে দৌড়োলেন ম্যাসাজ নিতে। বুমরাহকে দেখা গেল মেজাজ হারাতে। তর্ক জুড়লেন আম্পায়ারদের সঙ্গেও।

শেষপর্যন্ত স্বস্তির অক্সিজেন দ্বিতীয় নতুন বলে সিরাজের প্রত্যাবর্তন স্পেলে হোপের (১০৩) আউটে। বল কিছুটা নীচু। দূর থেকে খেলতে গিয়ে ভিতরের কানায় লেগে সোজা উইকেটে। তার আগে অবশ্য টেস্ট সেঞ্চুরির জন্য ৮ বছর ৪৫ দিনের লম্বা প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ফেলেছেন হোপ।

হোপ ফিরতেই ধস ক্যারিবিয়ান ইনিংসে। কুলদীপ যাদবের (১০৪/৩) 'রহস্য স্পিনে' একে একে প্যাভিলিয়নে টেভিন ইমলাচ (১২), চেজ (৪০), খারি পিয়েরে (০)। পঞ্চাশতম টেস্টে উইকেটহীন থাকার হতাশা কাটিয়ে বুমরাহর জোড়া ধাক্কায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩১১/৯।

লিড সবে ৪১। ক্রিজে শেষ জুটি গ্রিভস, সিলস। এখান থেকে 'কাহানি মে নয়া টুইস্ট'। দ্রুত ক্যারিবিয়ান ইনিংস গুটিয়ে দিতে মাঝের সেশন আধঘণ্টা বাড়ানো হয়। কিন্তু নড়ানো যায়নি গ্রিভসদের। বুমরাহ (৪৪/৩) যখন জুটি ভাঙেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩৯০-এ! দশম উইকেটে যোগ আরও ৭৯!

ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে এগারো নম্বর ব্যাটার হিসেবে সবাধিক রানের নজির সিলসের (৩২)। গ্রিভস অপরাজিত ৫০-এ। পরিসংখ্যান ছাপিয়ে ২২ ওভার ক্রিজে কাটানোর মরিয়া প্রয়াস, যা প্রশংসা কুড়িয়ে নিল সিরাজদেরও! ফলস্বরূপ, ১৩ বছর পর ঘরের মাঠে ফলোঅন করানোর পর চতুর্থ ইনিংসে ভারতকে ব্যাটিং করতে হচ্ছে। শেষবার যা ঘটেছিল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আহমেদাবাদ (২০১২) টেস্টে।

নজির ক্যাম্পবেল, হোপের সেঞ্চুরিতে। ভারতের মাটিতে চতুর্থ ইনিংসে দুইজন ক্যারিবিয়ান ব্যাটার সেঞ্চুরি (গর্ডন গ্রিনিজ, ক্লাইভ লয়েড) করেছিল ৫১ বছর আগে। আজ দুই কিংবদন্তির পাশে ক্যাম্পবেল, হোপ। দুইজনের প্রচেষ্টা, দলগত তাগিদ ক্ষয়িষ্ণু ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটকে নিশ্চিতভাবে রসদ জোগাবে। গৌতম গম্ভীরদের জন্য সেখানে ফলোঅন নিয়ে বড় শিক্ষা। ক্রিকেটীয় ছক ভাঙার প্রচেষ্টা সবসময় চলে না। পরিস্থিতি, পরিবেশ বুঝে পা না ফেললে 'পচা শামুকে পা কাঁটার' আশঙ্কা থেকে যায়।

মন্থর পিচেও দ্বিতীয় ইনিংসে তিন উইকেট নিলেন কুলদীপ যাদব। নয়াদিল্লিতে।

পিচকে দুষে বোলারদের কৃতিত্ব সুন্দরের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : মন্থর পিচ। বাউন্স নেই বললেই চলে।

সেই 'মরা' পিচে টানা দুইশো ওভারের বেশি বোলিংয়ের চ্যালেঞ্জ সামলে দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া!

চতুর্থ দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় বোলারদের যে প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরলেন ওয়াশিংটন সুন্দর।

অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের উইকেট নিয়ে সমালোচনার সুরে বছর ছাব্বিশের স্পিন অলরাউন্ডার বলেছেন, 'এই ধরনের উইকেটে ধৈর্য ধরে বোলিং করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় টানা বল ফেলে যেতে হয়। লম্বা স্পেলের ধকল সামলানো এবং ঘাম না ঝরালে ২০ উইকেট নেওয়া সহজ নয়। বোলাররা যা দারুণভাবে সামলাল। স্পিনাররা শুধু নয়, কঠিন পিচে পেসাররা প্রতিটি স্পেলে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছে।'

> এই ধরনের উইকেটে ধৈর্য ধরে বোলিং করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় টানা বল ফেলে যেতে হয়। লম্বা স্পেলের ধকল সামলানো এবং ঘাম না ঝরালে ২০ উইকেট নেওয়া সহজ নয়। বোলাররা যা দারুণভাবে সামলাল। স্পিনাররা শুধু নয়, কঠিন পিচে পেসাররা প্রতিটি স্পেলে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছে। -ওয়াশিংটন সুন্দর

৮১.৫ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসের প্রথম ইনিংস ২৪৮ রানে গুটিয়ে দেয় ভারত। ক্যারিবিয়ান ব্রিগেডের দ্বিতীয় ইনিংস (৩৯০) স্থায়ী হয় ১১৮.৫ ওভার। ফলোঅন করানোর ফলে টানা দুইশো ওভারের ধকল। প্রাক্তনদের অভিযোগ, গৌতম গম্ভীরদের অহেতুক ফলোঅনের ভুলে যে চাপ সামলাতে হয়েছে বোলারদের।

ক্লান্তির ছাপ জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদবদের শরীরী ভাষায়। যদিও সুন্দরের যুক্তি, কঠিন উইকেটের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াকে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখছেন। বলেছেন, 'বিভিন্ন পরিবেশে আমাদের খেলতে হয়। ঘরের মাঠ আর বিদেশ সফর- পরিবেশ এক থাকে না। ক্রিকেটারদের জন্য যা পরীক্ষাও বটে। টেস্ট ক্রিকেটের এটাই মজা। ইংল্যান্ড সিরিজে প্রতি ম্যাচ পাঁচদিন গড়িয়েছিল। প্রতিটি ম্যাচে আমাদের ১৮০-২০০ ওভার মতো ফিল্ডিং করতে হয়েছিল। ফলে চলতি নয়াদিল্লি টেস্টে ২০০ ওভার ফিল্ডিং মোটেই নতুন নয় আমাদের কাছে।'

অপরদিকে, দলের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লড়াকু সেঞ্চুরির উচ্ছ্বাসে ভাসছেন জন ক্যাম্পবেল। ২৫তম টেস্টে প্রথম শতরানের স্বাদ। ২০০২ সালের পর ভারতের মাটিতে ক্যারিবিয়ান ওপেনার হিসেবে সেঞ্চুরির নজির। খুশিটা তাই কয়েকগুণ বেশি, যা প্রকাশে ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না ক্যাম্পবেল।

ফেরার বিমানে ওঠার আগে যে রসদ নতুন দিশা দেখাচ্ছে। দিনের শেষে ক্যাম্পবেল বলেছেন, 'সত্যি বলতে, আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আগামীকাল হয়তো এই ইনিংসটা নিয়ে সঠিকভাবে কিছু বলতে পারব। প্রথম থেকেই বলা হচ্ছে ব্যাটিং উইকেট। আর ব্যাটার হিসেবে বলতে পারি, ক্রিজে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিলে কাজটা আরও সহজ হয়ে যায়। থিতু হওয়ার পর চেষ্টা করেছি শট খেলতে। তবে শট নির্বাচনে অযথা ঝুঁকির পথে হাঁটিনি। সুইপ মারতে বরাবর ভালোবাসি। এই ইনিংসে যা দারুণভাবে কাজে এল।'

রবীন্দ্র জাদেজাকে ছক্কা মেরে প্রথম টেস্ট শতরানে পা রাখেন। ক্যাম্পবেল বলেছেন, 'বলের আগে দেখছিলাম, জাদেজা মিড অনের ফিল্ডারকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে এসেছে। মনে হচ্ছিল, সুযোগটা নেওয়া যেতে পারে। সেটাই করেছি। মাথার ওপর দিয়ে মেরেছি। সবমিলিয়ে দলের জন্য অবদান রাখতে পেরে ভালো লাগছে।'

নতুন বলে তিন উইকেট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দ্বিতীয় ইনিংসে গুটিয়ে দিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। সোমবার।

বৈভব বিহারের সহ অধিনায়ক

পাটনা, ১৩ অক্টোবর : আসন্ন রনজি ট্রফিতে বিহার দলের সহ অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন বৈভব সূর্যবংশী।

ভারতীয় ক্রিকেটে এই মুহূর্তে 'বিস্ময়বালক' বৈভব। বয়স মাত্র ১৪। গত আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতে বাইশ গজে ঝড় তুলে নজর কেড়েছিলেন। এরপর অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের হয়ে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফরেও প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন সূর্যবংশী। সম্ভবত তারই পুরস্কারস্বরূপ বৈভবের মুকুটে আরও একটা পালক জুড়ছে।

বিহার ক্রিকেট সংস্থার তরফে রনজিতে প্রথম দুই পর্বের জন্য সাকিবুল গনিকে অধিনায়ক এবং বৈভবকে তাঁর ডেপুটি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। সেই সুবাদে রনজি ট্রফির ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ সহ অধিনায়ক হিসাবে ইতিহাসের পাতায় নাম তোলার পথে বিহারের ১৪ বছরের ক্রিকেটার।

পারফরমেন্সের নিরিখে যদিও ঘরোয়া ক্রিকেটে এখনও নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি বৈভব। বিহারের হয়ে ৫টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে খেলেছেন। ১০ ইনিংসে রান ১০০। সর্বোচ্চ ৪১। তবে, গত আইপিএলের পর থেকে যে ছন্দে বৈভব খেলছে তাতে রনজিতে তার ব্যাটে রানের বন্যা দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেটপ্রেমীরা।

মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় হারের পর হরমনপ্রীত কাউর।

হরমনের কাঠগড়ায় লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং

ভাইজ্যাগ, ১৩ অক্টোবর : স্মৃতি মান্ধানা ও প্রতীকা রাওয়ালের ১৫৫ রানের ওপেনিং জুটি বাকিদের জন্য বড় স্কোরের মঞ্চ গড়ে দিয়েছিল। মিডল অর্ডারে হার্লিন দেওল, হরমনপ্রীত কাউর, জেমিমা রডরিগেজ, রিচা ঘোষরা ছোট ছোট ইনিংসে দলকে ট্র্যাকে রেখেছিলেন। যার ফলে ৪২ ওভারে ভারতের স্কোর ছিল ২৮৭/৪। হাতে ৮ ওভার, ৬ উইকেট। যে কোনও দলই অন্তত ৩৫০-এর স্বপ্ন দেখবে। কিন্তু রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মহিলাদের চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে ৩৬ রানে শেষ ৬ উইকেট হারিয়ে ৩৩০-এই থেমে যায় ভারত। পরে অ্যালিসা হিলির ব্যাটিং তাণ্ডবে ম্যাচ হেরে ফিরতে হয় হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেডকে।

অজিদের বিরুদ্ধে হারের জন্য দলের লোয়ার অর্ডারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। বলেছেন, 'ওপেনাররা দুর্দান্ত শুরু করেছিল। ওদের জন্যই আমরা ৩০০ পার করতে পেরেছি। কিন্তু শেষ ৫ ওভারে সব গোলমাল হয়ে যায়। গত তিন ম্যাচে মিডল অর্ডার দায়িত্ব নিতে পারেনি। লোয়ার অর্ডার সেই ঘাটতি মিটিয়েছিল। এদিন প্রথম ৪০ ওভার ঠিকঠাক গিয়েছে। কিন্তু লোয়ার অর্ডারের ব্যাটিং ব্যর্থতা আমাদের ভোগাল।'

চলতি টুর্নামেন্টে টানা দ্বিতীয় হার। যার ফলে সেমিফাইনালের কঠিন হয়েছে ভারতের। আগামী তিন ম্যাচই ভারতের মেয়েদের কাছে বাঁচার লড়াই। হরমনপ্রীতের মাত্র পাঁচ বোলার খেলানোর স্ট্র্যাটেজিও সমালোচনার মুখে। যা নিয়ে ভারত অধিনায়ক বলেছেন, 'পাঁচ বোলারের কম্বিনেশনে আগেও সাফল্য পেয়েছি আমরা। দুই ম্যাচ হারলেই কম্বিনেশন খারাপ হয়ে যায় না। তবুও আমরা ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।'

বিশ্বকাপের মূল পর্বে ঘানা

আক্রা, ১৩ অক্টোবর : আফ্রিকা মহাদেশের পঞ্চম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল ঘানা।

বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে 'আই' গ্রুপের শেষ ম্যাচে ঘানা ১-০ গোলে হারিয়েছে কোমরসকে। জয়সূচক গোলটি করেন টটেনহাম হটস্পারের মহম্মদ কুদুস। এই জয়ের সুবাদে ১০ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে আগামী বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পেয়েছে ঘানা। এর আগে তারা ২০০৬, ২০১০, ২০১৪ ও ২০২২ বিশ্বকাপে খেলেছিল। তার মধ্যে ২০১০ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল।

ঘানা ছাড়া ইতিমধ্যে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে আলজিরিয়া, মিশর, মরক্কো ও তিউনিশিয়া।

বাংলাকে রনজি জেতানোর প্রতিশ্রুতি আকাশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : দশ টেস্টে মোট উইকেট ২৮। যার মধ্যে রয়েছে বিলেত সফরের তিন টেস্টে ১৩ উইকেট। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের দাবি, টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ডের আবিষ্কার বাংলার আকাশ দীপ।

শেষ কয়েক মাসে জীবনটাই বদলে গিয়েছে তাঁর। মোবাইল ক্রমাগত বেজে চলেছে। তার মাঝেই ইংল্যান্ড সফর থেকে দেশে ফিরে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব করে নিজেকে একশো শতাংশ ফিট করে তুলেছেন আকাশ। আপাতত তাঁর লক্ষ্য বুধবার থেকে শুরু হতে চলা রনজি ট্রফি। মহম্মদ সামির সঙ্গে বাংলার জার্সিতে নতুন বল ভাগ করে নেবেন আকাশ। তার আগে হয়নি। এবার সেই লক্ষ্যপূরণ করতে চাই।

সামির সঙ্গে জুটিতে নতুন বল

সামিভাইয়ের সঙ্গে আগেও খেলেছি। আবারও মাঠে নামতে চলেছি। দেখা যাক কেমন হয়। তবে সামিভাইয়ের সঙ্গে নতুন বলটা ভাগ করে নেওয়ার পরই সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারব।

বদলে যাওয়া জীবন

(হাসি) জীবন অবশ্যই বদলেছে। এই দেখুন আমার মোবাইল। ৬২৭টি মিসড কল রয়েছে। সারাদিন কত ফোন ধরব বলুন তো (ফের হাসি)।

ইংল্যান্ড সফরের শিক্ষা

অনেক কিছু শিখেছি। সঙ্গে এটাও বুঝেছি, আমায় থেমে থাকলে চলবে না। নিজেকে আরও উন্নত করতে হবে। সেই লক্ষ্য নিয়েই নিয়মিত অনুশীলন করছি আমি।

বোলিং বৈচিত্র্য বাড়ানো

ইংল্যান্ড সফর শেষে দেশে ফেরার পর আমার মনে হয়েছে, নিজের বোলিংয়ে আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণে আমি আউট সুইংটাকে আরও ধারালো করার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছি। আসলে জানেন তো, সবসময় তো আর ইংল্যান্ডের মতো পরিবেশ পাব না। ফলে নিজেকে সব পরিবেশ ও পরিস্থিতির জন্য তৈরি রাখতে হবে।

ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ

আমি স্কোয়াডে থাকব কি না, থাকলে প্রথম একাদশে সুযোগ আসবে কি না, এসব আমার হাতে নেই। ওসব নিয়ে ভাবিও না। আমার কাজ পারফর্ম করে যাওয়া। বল হাতে নিজের সেরাটা দেওয়াই আমার কাজ। বাকি কিছুই আমার নিয়মন্ত্রণে নেই।

রনজিতে ব্যক্তিগত লক্ষ্য

দলকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়া। বাংলাকে রনজি জেতানো। এর বেশি আর কিছু বলার নেই আপাতত।

সৌরভ স্যরের পরামর্শ

সৌরভ স্যর সবসময় উৎসাহ দেন। আজও উনি আমাদের অনুশীলনে হাজির হয়ে উৎসাহিত করেছেন। সৌরভ স্যরের পরামর্শ সবসময় মাথায় থাকে আমার।

বাংলার নেটে বল হাতে আকাশ দীপ। ছবি : সিএবি মিডিয়া

আউট সুইংয়ে জোর দিচ্ছেন

> সামিভাইয়ের সঙ্গে আগেও খেলেছি। আবারও মাঠে নামতে চলেছি। দেখা যাক কেমন হয়। তবে সামিভাইয়ের সঙ্গে নতুন বলটা ভাগ করে নেওয়ার পরই সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারব।

গতকালের পর আজ সকালের ইডেনেও দীর্ঘসময় নেটে বোলিং করলেন। দুপুর দুটো নাগাদ ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় চওড়া হাসি ও ভরপুর আত্মবিশ্বাস নিয়ে মুখোমুখি হলেন সাংবাদিকদের। নিজের আগামীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে আকাশ জানিয়ে দিলেন জোড়া তথ্য। এক, বাংলাকে রনজি ট্রফি জেতাতে চান। ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রতিশ্রুতিও দিলেন বাংলাকে ভারতসেরা করার। দুই, ইংল্যান্ড সফরের অভিজ্ঞতা থেকে আকাশের মনে হয়েছে, তাঁর বোলিং বৈচিত্র্য আরও বাড়ানো প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যপূরণে আপাতত আউট সুইংকে আরও ধারালো করার ব্রত নিয়েছেন তিনি।

নতুন মরশুম, নতুন লক্ষ্য

আমি সবসময় চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করি। বুধবার থেকে শুরু হতে চলা রনজিতেও সেই লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামব। চেষ্টা করব, বাংলাকে রনজি জেতাতে। অতীতে ফাইনাল খেলেও ট্রফি জেতা

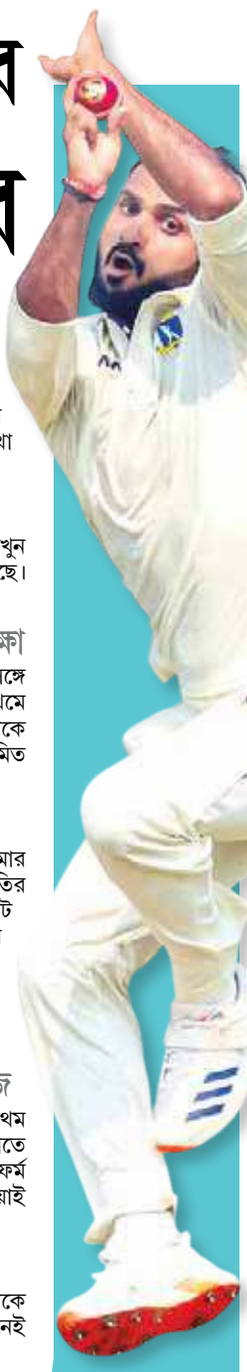

ফলোঅনের সিদ্ধান্ত সঠিক : সৌরভ

'বাংলার বোলিং দেশের সেরা'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : ওয়েস্ট ইন্ডিজকে শুভমান গিলদের ফলোঅন করানোর সিদ্ধান্ত সঠিক। বাংলার পেস আক্রমণ দেশের সেরা। আসন্ন রনজি ট্রফি মরশুমে ভালো পারফর্ম করবে টিম বাংলা। দলে প্রচুর প্রতিভা।

সোমবার ক্রিকেটের নন্দনকাননের সামনে বেলা থেকেই ইতিউতি ভিড়। সৌজন্যে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ আচমকাই ইডেন গার্ডেন্সে চলে আসেন তিনি। সোজা ঢুকে যান মাঠে। সেখানে তখন বাংলা ক্রিকেট দলের অনুশীলন চলছে পুরোদমে। মাঠের ধার থেকে সামান্য সময় অনুশীলন দেখার পরই মাঠে ঢুকলেন মহারাজ। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ও অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণকে ডেকে নিলেন আলাদা করে। দিলেন মূল্যবান পরামর্শ। তারপরই সোজা চলে গেলেন ইডেনের বাইশ গজে। যেখানে ঘাস রয়েছে ভালোরকম। কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায়কে ডেকে পিচ নিয়ে কিছু আলোচনা সেরে নিলেন। পরে কিছুক্ষণের জন্য মাঠের বাইরে গেলেন। পরে আবার বাংলার সাজঘরে কোচ লক্ষ্মীরতনের আহ্বানে হাজির হলেন সিএবি সভাপতি। পুরো দলকে বুধবার থেকে শুরু হতে চলা রনজি মরশুমের আগাম শুভেচ্ছা জানানোর পাশে দিলেন পেপটকও।

মহারাজকীয় শুভেচ্ছা ও পরামর্শে খুশির হাওয়া বাংলা দলের অন্দরে। দুপুরের দিকে সিএবি-তে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন মহারাজ। সেখানেই তিনি ভারত ও বাংলা ক্রিকেট নিয়ে মুখ খুলেছেন। নয়াদিল্লিতে চলতি টেস্টে ক্যারিবিয়ানদের ফলোঅন করিয়ে সমালোচনার মুখে শুভমান। ভারত অধিনায়কের সিদ্ধান্ত কি সঠিক? জবাবে শুভমানের হয়ে ব্যাট ধরে সৌরভ বলে দিলেন, 'সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুভমান। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন পুরো দিন তো নয়ই, একটা সেশনও ব্যাটিং করতে পারে না। এমন দলের বিরুদ্ধে ফলোঅন করানোর সিদ্ধান্তে কোনও ভুল নেই।' আহমেদাবাদ টেস্টে আড়াই দিনে ম্যাচ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে এমনটা হয়নি। ফলোঅনের পর ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া চেষ্টা করেছে রোস্টন চেজের দল। ভারতের জয়ের জন্য এখনও প্রয়োজন ৫৮ রান। সৌরভের কথায়, 'ভারত অনায়াসেই জিতবে। আবারও বলছি, শুভমানের ফলোঅন করানোর সিদ্ধান্তে ভুল ছিল না।'

বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণকে পরামর্শ দিচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ছবি : সিএবি মিডিয়া

বুধবার থেকে ঘরের মাঠে রনজি অভিযান শুরু করছে টিম বাংলা। প্রতিপক্ষ উত্তরাখণ্ড। এমন দলের বিরুদ্ধে খেলার লক্ষ্যে আজ বেলার দিকেই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন মহম্মদ সামি। মঙ্গলবার তাঁর অনুশীলনে নামার কথা। আকাশ দীপের সঙ্গে সামি, ঈশান পোড়েলরা তো রয়েইছেন। সঙ্গে ফিট হয়ে গেলে মুকেশ কুমারকেও পেয়ে যাবে বাংলা। টিম বাংলার এমন পেস আক্রমণকে দেশের সেরা আখ্যা দিয়েছেন মহারাজ। বলেছেন, 'সামি-আকাশদের জুটি দারুণ হবে। বাংলার বোলিং আক্রমণ এখন দেশের সেরা। আমার মনে হয়, এমন বোলিং আক্রমণ আসন্ন রনজিতে বাংলাকে সাফল্য এনে দেবে।' সামিও আজ কলকাতায় হাজির হয়ে গিয়েছেন। দলীপ ট্রফির পর ফের বল হাতে সামিকে দেখা যাবে। সৌরভের কথায়, 'সামি দেশের অন্যতম সেরা পেসার। আশা করব, আসন্ন রনজিতে ভালো পারফর্ম করবে ও।'

আজ টিকে থাকার লড়াই ভারতের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : শেষ সুযোগ কাজে লাগাতে মরিয়া ভারতীয় দল।

ঘরের মাঠে খেলার দিন পাঁচেক আগে সিঙ্গাপুর থেকে শেষমুহূর্তের গোলে এক পয়েন্ট তুলে এনে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে ফিরেছেন রহিম আলি-লিস্টন কোলাসোরা। ভারতের মাটিতে কোচ হিসাবে প্রথম ম্যাচ খালিদের। ম্যাচটা সেদিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই খালিদ জামিল বলেছেন, 'খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। কিন্তু যেহেতু আমাদের ঘরের মাঠে ম্যাচ, তাই পজিটিভ থাকতে হবে। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলতে চাই। গত ম্যাচের লড়াইটা দরকার। আর দেশের মাটিতে জাতীয় দলের কোচ হিসাবে কাজ করব, এটা আমাদের কাছে বিরাট সম্মানের ব্যাপার।' সুনীল ছেত্রী নাকি আগের ম্যাচের গোলস্কোরার রহিম, তা নিয়ে নিশ্চিতভাবেই দোটানায় থাকবেন খালিদ। আগের ম্যাচে সেভাবে কিছুই করতে পারেননি অবসর ভেঙে ফিরে আসা ৪২ বছরের এই তারকা। সেই প্রসঙ্গ উঠলে এড়িয়ে গিয়ে খালিদ শুধু বলেছেন, 'সুনীলকে আমার আগামীকালের ম্যাচে দরকার। তারপরের কথা পরে ভাবা যাবে।'

আপুইয়া জাতীয় দলে যোগ দিতেই ছেড়ে দেওয়া হয় ম্যাকার্টন লুইস নিকসনকে। এছাড়া আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় নেই সন্দেশ ঝিংগানও। তাঁর না থাকা নিশ্চিতভাবেই দলের জন্য বড় ধাক্কা। সন্দেশের জায়গায় আর এক সিনিয়ার শুভাশিস বসুকে ডেকে নেওয়া হলেও তাঁকে কতটা সময় খেলানো যাবে, সেই বিষয়ে নিশ্চিত নন কেউই। গত এপ্রিলের পর থেকে দেড়খানা ম্যাচ খেলেছেন। এএফসি কাপের ম্যাচে পরিবর্ত হিসাবে এবং আইএফএ শিল্ডে গোকুলাম কেরালা এফসি-র বিরুদ্ধে। খালিদ একই ছকে খেলাবেন কিনা সেই প্রশ্ন এখন ফতোরদার ইতিউতি। কারণ গোয়ায় মঙ্গলবারের ম্যাচ ভারতকে জিততেই হবে টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে গেলে। ধরে নেওয়াই যায় মাঝমাঠে আপুইয়ার অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে। আর সেন্টার ব্যাক পজিশনে আনোয়ার আলির সঙ্গে খেলবেন রাহুল ভেকেই। ডানদিকে ভালপুইয়াকে আনতে হবে খালিদকে।

এর বাইরে আক্রমণাত্মক ফুটবলের কথা বলা খালিদ কী কী পরিবর্তন করেন, সেটাই এখন দেখার। তিনি অবশ্য ভাঙলেন না কী কী পরিবর্তন দলে আনতে চলেছেন। শুধু বলেছেন, 'সবটাই পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। বিশেষ করে মঙ্গলবার সকালে ফুটবলারদের অবস্থা দেখে প্রথম একাদশ ঠিক করব।'

সিঙ্গাপুর নিজেদের মাঠে জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করে শেষমুহূর্তের অমনযোগিতায়। যার ফলে হংকং ইতিমধ্যেই গ্রুপ শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছে। কোনও দ্বিধা না করে হংকংয়ের কোচ গাভিন লি পরিষ্কার বলে দিলেন, 'আগের ম্যাচে কী হয়েছে না হয়েছে সেসব ভুলে এখানে আমরা তিন পয়েন্টের লক্ষ্যেই এসেছি। তবে ভারতীয় দলকে খাটো করার কোনও প্রশ্নই নেই।'

গোয়া এখন উত্তাল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসেরের বিপক্ষে এফসি গোয়ার ম্যাচ নিয়ে। ওই ম্যাচের টিকিটের দাম বিশাল হলেও চাহিদা আকাশছোঁয়া। তবু গোয়া বলেই হয়ত ভারতের ম্যাচেও মাঠ ভরবে। শুধু খালিদের স্ট্র্যাটেজিই নয়, হয়ত গ্যালারির এই দ্বাদশ ব্যক্তিরাও ফ্যাক্টর হতে পারেন ম্যাচে।

এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব

ভারত বনাম **সিঙ্গাপুর**

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : মারগাঁও
স্থান : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

আরও একবার ভারতীয় গোলপোস্টের তলায় প্রাচীর হয়ে ওঠার প্রস্তুতিতে গুরপ্রীত সিং সান্ধু।

অজি দ্বৈরথে সেরার মুকুট বিরাটের!

বিশ্বাস প্রাক্তনদের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : মাঝে আর ঠিক ৫ দিন। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে শেষবার খেলতে নামবেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা। ভাসছে 'ফেয়ারওয়েল সিরিজ'-এর ভাবনাও। প্রাক্তনদের মতে, যে মঞ্চকে রঙিন করে রাখতে মরিয়া থাকবেন দুই মহাতারকা।

হরভজন সিং, সঞ্জয় বাঙ্গাররা একধাপ এগিয়ে বলেও দিলেন, সিরিজে রানের ফোয়ারা ছোটাবেন কোহলি। ওডিআই দ্বৈরথে সেরার মুকুটও শোভা পাবে তাঁর মাথায়। ১৯ অক্টোবর পারথে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে সাফল্যের নিরিখে পিছিয়ে থাকবেন না রোহিতও।

অনিল কুম্বলের পরামর্শ ফলাফল ভুলে ক্রিকেট উপভোগ করুক বিরাট, রোহিতরা। মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুক ২০২৭ বিশ্বকাপও। ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচ বলেন, 'দুইজনকে বলব মাঠে নামাটা উপভোগ করতে। ভারতীয় ক্রিকেটে ওদের অবদান অনস্বীকার্য। বছরের পর বছর ধরে প্রচুর সাফল্য এনে দিয়েছে। তাছাড়া বিশ্বকাপ এখনও ২ বছর বাকি। তার আগে অনেক ম্যাচ রয়েছে। ওদের উচিত সেই ম্যাচগুলিতে মনোনিবেশ করুক। রোহিত এখন অধিনায়ক নয়। ফলে চাপমুক্ত হয়ে ব্যাটিংয়ে মন দিক। বিশ্বকাপ নিয়ে এখনই ভাবতে বসার কোনও মানে হয় না।'

কুম্বলের কথায়, ২০২৩ সালে ফাইনালে হেরে ট্রফি হাত থেকে ফসকে গিয়েছিল। সেই আক্ষেপ হয়তো আগামী বিশ্বকাপে মেটাতে চাইছে বিরাট-রোহিত। দুইজনেই চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার। তাই ব্যাট হাতে সাফল্যের ঘোড়া ছোটানোর তাগিদ প্রত্যাশিত। প্রাক্তনের বিশ্বাস, আসন্ন ওডিআই সিরিজে নিশ্চিতভাবে আকর্ষণ কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে বিরাট-রোহিত।

কোহলিকে নিয়ে হরভজন সিংয়ের আবার বিরাট পূর্বাভাস। প্রাক্তন স্পিনার বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিরাট বরাবর সফল। আইপিএলের পর লম্বা ছুটি কাটিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। তিনটি ওডিআই ম্যাচে ওর ব্যাটিং দেখার জন্য মুখিয়ে আছি। বিশ্বাস, তিন ম্যাচের মধ্যে দুইটিতে সেঞ্চুরি দেখব ওর।'

২০২৭ বিশ্বকাপেও কি দেখা যাবে বিরাটকে? হরভজনের মতে ফিটনেস কোনও সমস্যা নয়। এদিক থেকে বাকিদের কাছে বিরাট হল 'গুরু'। বাকিরা বিরাটকে অনুসরণ করে। চান, যতদিন সম্ভব, বিরাটকে মাঠে দেখতে। হরভজন বলেছেন, 'টেস্ট ক্রিকেটকে যখন বিদায় জানায়, তখনও আমার মনে হয়েছিল, আরও ৪-৫ বছর অনায়াসে খেলতে পারত। সামনে অস্ট্রেলিয়া সফর। নিজের পছন্দের মঞ্চ পাবে। বিশ্বাস দুই হাত ভরে রান করবে বিরাট। রোহিতকে নিয়েও একই কথা বলব।'

রোহিত যেভাবে ফিটনেস নিয়ে পরিশ্রম করছে, তা তুলে ধরলেন সঞ্জয় বাঙ্গার। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ বলেছেন, '২০১১ বিশ্বকাপ দলে ডাক না পাওয়ায় প্র্যাকটিসে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিল রোহিত। সুফল পেয়েছিল পরবর্তী বছরগুলিতে। এবারও একই পথে ও। রোহিতের মধ্যে খিদেটা দেখে ভালো লাগছে। নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখছে সবদিক থেকে।'

> দুইজনকে বলব মাঠে নামাটা উপভোগ করতে। ভারতীয় ক্রিকেটে ওদের অবদান অনস্বীকার্য। বছরের পর বছর ধরে প্রচুর সাফল্য এনে দিয়েছে। তাছাড়া বিশ্বকাপ এখনও ২ বছর বাকি। তার আগে অনেক ম্যাচ রয়েছে। ওদের উচিত সেই ম্যাচগুলিতে মনোনিবেশ করুক। রোহিত এখন অধিনায়ক নয়। ফলে চাপমুক্ত হয়ে ব্যাটিংয়ে মন দিক। বিশ্বকাপ নিয়ে এখনই ভাবতে বসার কোনও মানে হয় না। -অনিল কুম্বলে

গোলের পর নেদারল্যান্ডসের ভার্জিল ভ্যান ডায়েক।

বড় জয় নেদারল্যান্ডস, ক্রোয়েশিয়ার

আমস্টারডাম ও জাগ্রেব, ১৩ অক্টোবর : বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে ফিনল্যান্ডকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করল নেদারল্যান্ডস। ক্রোয়েশিয়া ৩-০ গোলে হারিয়েছে জিব্রাল্টারকে।

ঘরের মাঠে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষ ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল ডাচরা। ৮ মিনিটে ডনইয়েল মালেনের গোলে এগিয়ে যায় তারা। ১৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ডিফেন্ডার ভার্জিল ভ্যান ডায়েক। ৩৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে তৃতীয় গোল অধিনায়ক মেম্ফিস ডিপের। ৮৪ মিনিটে ডাচদের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন কোডি গাকপো। বাছাই পর্বে গ্রুপ 'জি'-তে ৬ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ডিপেরা।

গ্রুপের অন্য ম্যাচে পোল্যান্ড ২-০ গোলে হারিয়েছে লিথুয়ানিয়াকে। গোল করেছেন সেবাস্তিয়ান সিজাইমানস্কি ও রবার্ট লেওয়ানডস্কি। ৬ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে দ্বিতীয় পোল্যান্ড।

অন্য ম্যাচে জিব্রাল্টারের বিরুদ্ধে ৩-০ ফলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ক্রোয়েশিয়া। এই ম্যাচে প্রথম একাদশে রাখা হয়নি লুকা মডরিচ, ইভান পেরিসিচদের। তারপরেও ম্যাচ জিততে কোনও অসুবিধা হয়নি ক্রোটদের। তাদের হয়ে গোল করেছেন টনি ফ্লুক, লুকা সুচিচ ও মার্টিন এরলিক। বাছাই পর্বে 'এল' গ্রুপে ৬ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ক্রোয়েশিয়া। 'সি' গ্রুপের ম্যাচে ডেনমার্ক ৩-১ গোলে হারিয়েছে গ্রিসকে।

বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব

LUCKY COUPON DRAW 2025
YUBA KALYAN SAMITI
MASKALAIBARI
DATE-12/10/2025

1st Prize	2	5	1	7	1
2nd Prize	1	8	7	9	3
3rd Prize	1	1	1	8	0
4th Prize	1	5	8	5	5
5th Prize	2	0	6	0	2
6th Prize	2	4	8	4	9
7th Prize	1	8	2	9	5
8th Prize	1	3	0	6	0
9th Prize	2	5	7	5	5
10th Prize	1	7	5	0	5
Consolation Prize	x	x	9	7	7

ফ্রান্সের কোচ হতে চান জিদান

প্যারিস, ১৩ অক্টোবর : কোচ হিসেবে ক্লাব ফুটবলে সব প্রায় ট্রফিই জেতা হয়ে গিয়েছে ফরাসি কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানের। এবার তাঁর লক্ষ্য ফ্রান্সের কোচ হওয়া।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জিদান বলেছেন, 'ভবিষ্যতে আমি পুনরায় কোচিংয়ে ফিরে আসব। আমার লক্ষ্য, জাতীয় দলের কোচ হওয়া। তবে সেটা এখন সম্ভব হবে কি না বলতে পারছি না।' ক্লাব ফুটবলে কোচ হিসেবে দুই দফায় রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের হ্যাটট্রিক করার পাশাপাশি দুইটি করে লা লিগা, উয়েফা সুপার কাপ ও ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেছেন। তাঁর কোচিংয়ে ২৬৩টি ম্যাচ খেলে রিয়াল ১৭২টিতেই জয় পেয়েছে।

বর্তমানে ফ্রান্সের জাতীয় দলের দায়িত্বে রয়েছেন দিদিয়ের দেশঁ। তাঁর অধীনে ২০১৮ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ও ২০২২ বিশ্বকাপে রানার্স হয়েছেন কিলিয়ান এমবাপেরা। শোনা যাচ্ছে, আগামী বিশ্বকাপের পরেই তিনি দায়িত্ব ছাড়বেন। তখন ফ্রান্সের দায়িত্ব নিতে পারেন জিদান।

ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ড্র ভারতের

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র করল ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দল। ৪৭ মিনিটে কোরোউ সিংয়ের গোলে এগিয়ে যায় নৌশাদ মুসার ছেলেরা। ৭০ মিনিটে ইন্দোনেশিয়াকে সমতায় ফেরান ডনি পামুঙ্গাস। প্রথম ফ্রেন্ডলি ম্যাচে সুহেল আহমেদ বাটের জোড়া গোলে জিতেছিল ভারত।

এদিকে, মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের প্রথম ম্যাচে কিরগিজস্তানকে ২-১ গোলে হারিয়েছেন ভারতের মেয়েরা। জয়ী দলের হয়ে গোল করেন পার্ল ফার্নান্ডেজ ও জুলান নংমেইথেম। কিরগিজস্তানের গোলটি আকমারাল সাইয়াকবিয়েভার।

হিরোশিকে ছাড়াই নামছে ইস্টবেঙ্গল

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : শক্তির নিরিখে আইএফএ শিল্ডে খেলা দলগুলোর মধ্যে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পরই থাকবে নামধারী এফসি। তাদের বিরুদ্ধে নামার আগে সতর্ক তো থাকতেই হয়।

মঙ্গলবার শিল্ডে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় তথা শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ নামধারী এফসি। ডুরান্ড কাপে এই নামধারীকে হারাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল অস্কার ব্রুজোঁর দলকে। এবার আরও তৈরি হয়ে কলকাতায় এসেছে তারা। শুধু তাই নয় শিল্ডে নিজেদের প্রথম ম্যাচে শ্রীনিধি ডেকান এফসি-কে হারিয়ে ফাইনালের পথ খুলে রেখেছে পঞ্জাবের ক্লাবটি।

ইস্টবেঙ্গলের জন্য যদিও কাজটা তুলনামূলকভাবে সহজ। ড্র করলেই ফাইনালের টিকিট পেয়ে যাবে মশাল বাহিনী। তবুও নামধারীর বিরুদ্ধে নামার আগে লাল-হলুদ শিবিরজুড়ে বাড়তি সতর্কতা। ব্রুজোঁ বলেছেন, 'ডুরান্ডে আমাদের অন্যতম কঠিন প্রতিপক্ষ ছিল নামধারী। ওদের রক্ষণ খুবই শক্তিশালী। আক্রমণভাগও বেশ বিপজ্জনক।' ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রতিআক্রমণকে অস্ত্র করে ফায়দা তোলার চেষ্টায় থাকবে নামধারী। অস্কার অবশ্য প্রতিপক্ষকে সেই সুযোগই দিতে চাইছেন না। বরং মহম্মদ বসিম রশিদ, মিগুয়েল ফিগুয়েরোদের বলের নিয়ন্ত্রণ রেখে খেলার পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি।

নামধারী ম্যাচের আগে লাল-হলুদ সমর্থকদের যত আগ্রহ নতুন বিদেশি স্ট্রাইকার হিরোশি ইবুসুকিকে ঘিরে। যদিও ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগেও শিল্ডের জন্য তাঁর নাম নথিভুক্ত করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এখনও না এসে পৌঁছানোয় তাঁর রেজিস্ট্রেশন করানো সম্ভব হয়নি। ফলে শিল্ডের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হাতে পাঁচ বিদেশি নিয়েই নামতে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে। এই পরিস্থিতিতে মুখে বললেও লাল-হলুদের প্রথম একাদশে অস্কার বড়সড়ো পরিবর্তন আনবেন বলে মনে হয় না। গোলের নীচে ফিরতে পারেন প্রভসুখান সিং গিল। নামধারীর বিরুদ্ধেও মাঝমাঠে তিন বিদেশি রশিদ, মিগুয়েল ও সাউল ক্রেসপোকে রেখে শুরু করার সম্ভাবনাই বেশি। একইসঙ্গে দ্রুত গোল তুলে নিতে হামিদ আহদাদকেই হয়তো শুরু থেকে খেলাবেন ব্রুজোঁ। সেক্ষেত্রে কেভিন সিবলে আসবেন পরিবর্ত হিসাবে।

শিল্ড ফাইনালে ডার্বি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। যদিও এখনই তা ভেবে ফুটবলারদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করতে চাইছেন না ব্রুজোঁ। এই মুহূর্তে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য নামধারী-বধ।

সতর্ক ব্রুজোঁ

আইএফএ শিল্ডে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম নামধারী এফসি

সময় : দুপুর ২.৩০ মিনিট
স্থান : কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : এসএসইএন অ্যাপ

নামধারী এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে নজর অস্কার ব্রুজোঁর।

মিলনের কাছে হার খোয়ারডাঙ্গার

মেটেলি, ১৩ অক্টোবর : মেটেলির ডুয়ার্স ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের বীর বিরসা মুন্ডা ও ভানুভক্ত আচার্য ট্রফি ফুটবলে সোমবার কলকাতা মিলন সমিতি ২-১ গোলে খোয়ারডাঙ্গা রেড বুলকে হারিয়েছে। মিলনের অর্ণব ঘোষ ও ম্যাচের সেরা সৌরন মণ্ডল গোল করেন। রেড বুলের গোলটি সুমিত কার্জির। বুধবার খেলবে কলকাতা ইয়ং কর্নার এফসি ও শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা এফসি।

ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে সৌরন মণ্ডল। ছবি : রহিদুল ইসলাম

ফাইনালে উঠল বাংলা

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : ১৪ বছর পর মহিলাদের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা 'রাজমাতা জিজাবাই ট্রফি'-র ফাইনালে উঠল বাংলা। সেমিফাইনালে তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে উত্তরপ্রদেশকে। বাংলার হয়ে গোল করেন সুলঞ্জনা রাউল ও রিম্পা হালদার। উত্তরপ্রদেশের গোলটি সন্তোষের। তবে ৬৩ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন বাংলার সংগীতা বাসফোর। বুধবার বাংলা ফাইনালে খেলবে গত দুইবারের চ্যাম্পিয়ন মণিপুরের বিরুদ্ধে।

পাক খেলোয়াড়দের পরামর্শ হকি ফেডারেশনের

'ভারত হ্যান্ডশেক না করলে অগ্রাহ্য করো'

লাহোর, ১৩ অক্টোবর : এশিয়া কাপ ক্রিকেটে পরপর তিন রবিবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হলেও একবারও সলমন আলি আঘাদের সঙ্গে হাত মেলাননি সূর্যকুমার যাদবরা। মালয়েশিয়ায় সুলতান অফ জোহর কাপ হকিতে মঙ্গলবার মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বি দেশ। এই ম্যাচেও ভারতীয় খেলোয়াড়রা হ্যান্ডশেক করবেন না বলেই মনে করে পাকিস্তান হকি ফেডারেশন। ধারণা সত্যি হলে পাক হকি খেলোয়াড়দের বিষয়টি অগ্রাহ্য করার পরামর্শ দিয়েছে সেই দেশের ফেডারেশন। পাক হকি ফেডারেশনের এক কর্তা বলেছেন, 'ভারতীয়দের নো হ্যান্ডশেক নীতি নিয়ে আমাদের খেলোয়াড়দের সতর্ক করা হয়েছে। ম্যাচের আগে-পরে ওদের খেলোয়াড়রা হ্যান্ডশেক না করলে বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আমাদের খেলোয়াড়দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়ার।'

লাহোর টেস্টে চাপে দক্ষিণ আফ্রিকা

লাহোর, ১৩ অক্টোবর : ব্যাট হাতে ভালো শুরুর পরও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে চাপে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৬২ রানে পিছিয়ে প্রোটিয়া ব্রিগেড। হাতে ৪ উইকেট। শুরুতে ব্যাট করতে নেমে প্রথম দিনের শেষে পাকিস্তানের স্কোর ছিল ৫ উইকেটে ৩১৩। মহম্মদ রিজওয়ান ৬২ ও সলমন আলি আঘা ৫২ রানে অপরাজিত ছিলেন। এদিন রিজওয়ান আউট হন ৭৫ রানে। অল্পের জন্য শতরান হাতছাড়া করেন সলমন (৯৩)। এরপর কেউই দুই অঙ্কের স্কোর করতে পারেননি। সব মিলিয়ে স্কোরবোর্ডে এদিন ৬৫ রান যোগ করে পাক ব্রিগেড। তাদের ইনিংস শেষ হয় ৩৭৮ রানে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভালো শুরুর পরও দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ৬ উইকেটে ২১৬। ক্রিজে টনি ডি জর্জি (৮১) ও সেনুরান মুথুস্বামী (৬)। অধিনায়ক আইডেন মার্করাম ২০ রানে ফিরলেও অপর ওপেনার রায়ান রিকেলটন ৭১ রান করেন। ৪ উইকেট নিয়েছেন নোমান আলি।

পদক গলায় সাগর রায়, মণিকা রাহা ও মৌসুমী পারভিন।

রুপো সাগর, মণিকার

জলপাইগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে আয়োজিত জাতীয় জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্সে বাংলা দলের হয়ে জলপাইগুড়ির তিনজন পদক জিতেছে। সাগর রায় সোমবার ছেলেদের অনূর্ধ্ব-২০ বিভাগে হাই জাম্পে রুপো পেয়েছে। সে ২.০৯ মিটার লাফিয়েছে। মণিকা রাহা অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের ২০০ মিটারে রুপো জিতেছে। দৌড় শেষ করতে তার সময় লেগেছে ২৪.৭৫ সেকেন্ড। মৌসুমী পারভিন অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের ট্রায়াথলনে ব্রোঞ্জ পেয়েছে। অ্যাথলিটদের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ সচিব উজ্জ্বল দাসচৌধুরী।

সেমিতে হলদিবাড়ি এনএসএস

মেখলিগঞ্জ, ১৩ অক্টোবর : মেখলিগঞ্জের হেলাপাকড়ি মোড় সুপার কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল হলদিবাড়ি এনএসএস। তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩-২ গোলে টাকাহারা মিরাজ ব্যাটালিয়নকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা জয় রায়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা শুকুর আলি শেখ - কে 21.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 88E 50357 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হওয়া আমার জীবনে অনেক বড়ো একটি আশীর্বাদ। মাত্র একটি টিকিটের মাধ্যমে আমার অনেক উদ্বেগ দূর হয়েছে। আমি এখন আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত এবং সুরক্ষিত একটি ভবিষ্যতের বিষয়ে আশাবাদী বোধ করছি। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।